কবিকঙ্কণ-চণ্ডী

প্রথম ভাগ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন,
অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ বসু

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯২৪

উৎসর্গ-পত্র

বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি-কল্পে যাঁহার প্রচেষ্টা

নানাদিকে প্রবাহিত হইতেছে

এই দেশের নবজীবন গঠনে যাঁহার শতমুখী উদ্যমশীলতা

স্মরণ করিয়া বঙ্গের ভাবী সন্তানগণ তৎপদে প্রণত হইবেন

সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা, স্বদেশ-সেবক,

পণ্ডিতকুলতিলক

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মহাশয়ের করকমলে

তাঁহারই উৎসাহের ফল

কবিকঙ্কণের এই নব সংস্করণ

উৎসর্গ করা হইল।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীহৃষীকেশ বসু

কবিকঙ্কণের নিজের পুঁথির বিবরণ

কবিকঙ্কণের স্বীয় গ্রাম দামিন্যায় সিংহবাহিনীর মন্দিরে রক্ষিত কবির নিজের চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথিখানি সম্বন্ধে মৎ-প্রণীত "ঘরের কথা ও যুগ-সাহিত্যে"র ৩১৪-৩১৮ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছি, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"কুমার শরৎকুমার রায় কবিকঙ্কণের হস্ত-লিখিত পুঁথিখানি সংগ্রহ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইলেন,—তিনি এবং রামেন্দ্রবাবু বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়কে ধরিয়া বহু চেষ্টার ফলে পুঁথিখানি সংগ্রহ করিলেন। পুঁথিখানি নকল করাইয়া সম্পাদন করিবার ভার অর্পিত হইল আমার উপর। আমি প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যকে দিয়া তাহা নকল করাইতে লাগিলাম। এই পুঁথি কবিকঙ্কণের হাতের লেখা বলিয়া আমার বোধ হয় নাই। পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ ভাগের কয়েকটি পাতা নাই; সুতরাং সন তারিখের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই পুস্তকের মধ্যে যে মুকুন্দরামের হাতের লেখা আছে, তাহাতে আমার সন্দেহ রহিল না। পুঁথিখানি তালপাতায় লেখা। অক্ষরগুলি সুন্দর; আমার বিশ্বাস -ভাল লেখক দিয়াই কবিকঙ্কণ নকল করাইয়াছিলেন; পরন্তু লেখাগুলির মাঝে, আমার যতদূর মনে পড়ে—লাল কালিতে সংশোধন আছে, কোন কোন স্থানে সম্পূর্ণ ছত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন ছত্র লিখিত হইয়াছে,—স্বয়ং কবি ছাড়া অন্য কেহ এরূপ ভাবে তাঁহার লেখায় কলম চালাইয়াছেন, সম্ভব নহে। সংশোধিত ছত্র কবির নিজ হাতের লেখা বলিয়াই বোধ হয়, সে লেখাগুলি তত সুন্দর নয়, বামুন পণ্ডিতের লেখার মত কতকটা জড়ান লেখা। এই পুঁথির মধ্যে একখানা দলিল ছিল, তাহা আমি দেখিয়াছি; সেই দলিলে দেখা যায়, বারাখাঁ নামক কোন শাসনভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামকে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন; দলিলের তারিখ ১৬৪০ খৃঃ। আমরা কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসাদেবীর ভাসানে এই বারাখাঁর নাম পাইয়াছি; শেষোক্ত কবি লিখিয়াছেন, বারাখাঁ

যুদ্ধে নিহত হইলে পর তিনি মনসামঙ্গল রচনা সুরু করেন। মুকুন্দরাম-স্থাপিত সিংহবাহিনীর মন্দিরেই এই পুস্তক পূজিত হইতেছিল এবং মুকুন্দ-রামের বংশীয়দের এবং দামুন্যাগ্রামের অপরাপর লোকের বিশ্বাস যে পুঁথিখানি মুকুন্দরামের নিজের। সুতরাং যখন শিবরামের দলিল ঐ পুঁথির মধ্যে ছিল এবং বাড়ীর প্রবাদ যে পুঁথিখানি স্বয়ং কবির এবং যখন পূর্ব্বোক্ত ভাবের সংশোধন কাব্যের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে তখন পুস্তকখানি অবশ্য মুকুন্দরামের বলিয়া আমরা মানিয়া লইলাম। সংশোধনের অংশ ছাড়া অন্য কোন অংশ কবির হস্তলিখিত বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।

"এই পুঁথিখানি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাঁচ শত টাকা এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তিন শত টাকা মূল্যে ক্রয় করিবার অভিপ্রায় আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমি রামেন্দ্রবাবুকে তাহা বলিয়াছিলাম. কবিকঙ্কণের বংশধর যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ পুঁথি ফিরাইয়া লইবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া আমার বাড়ীতেই ছিলেন। কবিকঙ্কণের বংশধর বলিয়া আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম, যদিও পূর্ব্বপুরুষ-প্রাপ্ত এই বংশ-গৌরব ছাড়া তাঁহার মধ্যে কোনই প্রশংসনীয় গুণ দেখি নাই। বয়স প্রায় ৭০, আমার ছেলেদের দিয়া দিন রাত্রি তামাক সাজাইতেন ও কসিয়া ধূমোদ্গিরণ করিতেন,—পানরসসিক্ত নিষ্ঠীবন দ্বারা আমার নূতন বাড়ীখানির দেয়াল রঞ্জিত করিতেন। এবং কোন স্থানে বাহির হইয়া গেলে যত রাজ্যের ধূলি ও কাদাতে ছিন্ন চটির অভ্যন্তরস্থ শ্রীপাদপদ্ম লাঞ্ছিত করিয়া সেই লাঞ্ছনার পর্য্যাপ্ত ভাগ আমার শয্যায় প্রদান পূর্ব্বক অকুণ্ঠিত-চিত্তে বিরাজ করিতেন।

"পুঁথি নকল হইয়া গেল, কিন্তু তখনও মূলের সঙ্গে নকলখানি মিলাইতে পারি নাই। ইতিমধ্যে রামেন্দ্রবাবু আমাকে তাড়া দিয়া বলিলেন—'কই? শীঘ্র শীঘ্র কাজ সারিয়া ফেলুন, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য পুঁথির জন্য তাড়া দিতেছেন, বই শীঘ্র ফেরৎ দিতে হইবে।' ইহার মধ্যে উক্ত ভট্টাচার্য্য একদিন আমায় বলিলেন—'দীনেশবাবু, বড়বাজারে আমার এক শিষ্য বইখানি দেখিতে চাহিতেছে—মহাপুরুষের হস্তাক্ষর, সে দেখিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে চায়—দুই একদিনের জন্য দিন্। আমি তাঁহাকে দেখাইয়া আনি।' তাঁহার বই তাঁহাকে দিব, ইহাতে কি আপত্তি হইতে পারে? কিন্তু আমি সাহিত্য-পরিষৎ

হইতে রসিদ দিয়া বই লইতে বলিলাম। কি ভাগ্য, এই রসিদ আমি লইয়াছিলাম! যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া রসিদ লিখিয়া দিলেন—কিন্তু নামের একটা অংশ রূপান্তর করিলেন, তাহা আমি তখন ধরিতে পারি নাই—"নাথের" জায়গায় বোধ হয় "চন্দ্র" করিয়াছিলেন। বই পর দিন ফিরাইয়া দেওয়ার কথা—কিন্তু যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য যে সেই দিন অন্তর্হিত হইলেন—তার পর আর আমার বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন নাই। দুই তিন দিন পরে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে বলিলেন—'শুনিলাম, রামেন্দ্রবাবু দুইশত টাকা মূল্যে যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে সাহিত্য-পরিষদের জন্য পুঁথিখানি কিনিয়াছেন।' আমি ভাবিলাম, ভট্টাচার্য্য বোধ হয় তাঁহাকে পুঁথি দিয়া মূল্য লইয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। তথাপি রামেন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখিলাম—'বই যদি আপনাকে দিয়া গিয়া থাকে তবে আমাকে ফেরৎ দিবেন,—কারণ এখনও আসল দেখিয়া নকল মিলানো হয় নাই।' এই পত্র পাওয়া মাত্র রামেন্দ্রবাবু জ্বর-গায়ে গাড়ী করিয়া আমার নিকট আসিয়া বলিলেন—'আপনি কেন বই দিলেন? সে আমার নিকট হইতে দুইশত টাকা লইয়া গিয়াছে, আপনার কাছে বই আছে ভাবিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়া টাকা দিয়াছি।' আমি তাঁহাকে রসিদখানি দিলাম। তাঁহাকেও ভট্টাচার্য্য আর একখানি দুই শত টাকা প্রাপ্তির রসিদ দিয়াছেন, সে রসিদ তিনি আমাকে দেখাইলেন। আমি বলিলাম—'আপনি এই যে কারবারটা করিলেন, ঘুণাক্ষরে তাহা আমাকে জানিতে দিলেন না, অথচ যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে শীঘ্র বই ফিরাইয়া দিতে হইবে বলিয়া—আপনি আমাকে তাগিদ দিতেছিলেন। বইখানি সত্যই ফিরাইয়া দিয়াছি কি না, তাহা না জানিয়া আপনি আগেই টাকা দিয়া সাফ্ হইলেন।' তিনি বলিলেন—'সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আপনি পুঁথি পাইয়াছেন—সাহিত্য-পরিষদে পুঁথি দিবেন—তাহাকে দেওয়ার অধিকার আপনার কিরূপে হইল?' আমি বলিলাম—'পুঁথি তো আর সাহিত্য-পরিষদের নহে—তাঁহারই পুঁথি, তিনি যদি দুই এক দিনের জন্য কার্য্যবশতঃ চান, তবে রসিদ লইয়া তাহা দিয়া যে আমি কি অন্যায় কাজ করিয়াছি তাহা বুঝিতে পারি না। এই বইখানির দাম পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, তাহা আপনি জানিতেন, অথচ গরীব ব্রাহ্মণকে—কবিকঙ্কণের বংশধরকে—জানিয়া শুনিয়া তিন শত

টাকা কমে আপনি একটা রফা করিয়াছেন ; ব্যবসায়ীর পক্ষে একথা কিছু দোষের নহে, কিন্তু আপনার মত লোকের পক্ষে এটা শোভন নহে। পরিষদের দু পয়সা লাভ দেখাইতে যাইয়া গরীব ব্রাহ্মণের ক্ষতি করিতে গিয়াছেন ; সে আপনার উপর এককাটি ; ফাঁকে পাইয়া জব্দ করিয়াছে।' রামেন্দ্রবাবুর মুখে সে দিন আর হাসি দেখিলাম না, তিনি মাঝে মাঝে কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া চক্ষুর তারা ঊর্দ্ধে উঠাইতেন,—তাহাতে ছদ্মবেশী ক্রোধের অভিনয়টা বেশ কৌতুকাবহ হইত,—এই ভাবে চোখের তারা ঊর্দ্ধে উঠাইয়া তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন।

"ইহার কয়েক মাস পরে সাক্ষীর সমন পাইয়া লালবাজার পুলিশ-কোর্টে যাইয়া দেখি ৭২ বৎসর বয়স্ক যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার ৯২ বৎসরের মাতাকে সঙ্গে করিয়া উভয়ে মড়ার মতন কোর্টের বারাণ্ডার উপর চোখ উল্টাইয়া পড়িয়া আছেন ; বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের অনুরক্ত, তাঁহাদের কীর্ত্তিরক্ষণশীল ও পৃষ্ঠপোষক সাহিত্য-পরিষদের হস্তে কবিকঙ্কণের বংশধরের এই লাঞ্ছনা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম। আমি ভট্টাচার্য্যকে মিষ্ট কথা বলিতে গেলাম, তিনি আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির ন্যায় অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'আপনি সরিয়া যান্—সাহিত্য-পরিষদের লোকগুলি রাক্ষস ! আপনারা কি মনঃস্থ করিয়াছেন ? গরীব ব্রাহ্মণ কয়েকটা টাকা লইয়াছিল, ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়া টাকা আদায় করিলেই ত পারিতেন। কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া একটা কাজ করিয়াছি, তাহার ফলে আজ ফৌজদারীতে টানিয়া আনিয়া আমাকে আমার মাতার সহিত বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।' এই বলিয়া তিনি চোখ বুজিলেন ও ঘৃণায় আর আমার সঙ্গে কথা বলিলেন না। আমরা সাক্ষ্য দিলাম, কিন্তু তিনি যে প্রতারণা করিয়াছেন—ইহা সাব্যস্ত হইল না,—জ্ঞাতিরা তাঁর হাত হইতে পুঁথি ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল—কারণ একা তাঁহার বই বিক্রয় করিবার কোনও অধিকার ছিল না। এইরূপ কোন একটা আকার ধারণ করিয়া মোকদ্দমাটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল ; ভট্টাচার্য্য বেকসুর খালাস পাইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে পরিষৎ আর দেওয়ানী করিতে পারেন নাই—কারণ ইহার অল্প পরেই সংবাদ আসিল—ভট্টাচার্য্য শুধু রামেন্দ্রবাবুকে নয়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন সকলকে ফাঁকি দিয়া সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন।"

এই ভাবে তো পুঁথিখানি হাত-ছাড়া হইয়া গেল। প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নকলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারি নাই, যেহেতু তাহা মূল পাঠের সহিত মিলাইয়া দেখা হয় নাই; কতকগুলি শব্দের পাঠ উদ্ধার করিতে না পারিয়া প্রিয়নাথ তাহা বাদ দিয়া গিয়াছিলেন। কুমার শরৎকুমার কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর টীকা-সম্বলিত একটি বিশুদ্ধ সংস্করণের ব্যয়ভার বহন করিবেন, সাহিত্য-পরিষদের নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি আমাকে পুস্তকখানি সম্পাদনের জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন। আমি এরূপ অসম্পূর্ণ নকল লইয়া কার্য্যে কি করিয়া হস্তক্ষেপ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্য মূল পুঁথিখানি পাওয়া যায় কি না তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই নকল পুঁথির পরিতপ্ত অদৃষ্ট আর ফিরিল না—ইহার মধ্যে সারদা-বাবু ভবধাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। দামিন্যার কবিকে ভদ্রবেশে সাহিত্য-সমাজে বাহির করিবার কল্পনা এইভাবে আকাশ-কুসুমে পরিণত হইয়া গেল।

৪।৫ বৎসর অতীত হইল সেণ্ট্ পল কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বসু এম-এ মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আবেদন-পত্র দাখিল করেন। তিনি লিখিলেন—দামিন্যা হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী কাইতি গ্রাম নিবাসী গণেশচন্দ্র ভঞ্জ নামক জনৈক কায়স্থ লেখক বাং ১১৮১—৮২ সালে চণ্ডী-কাব্যের একখানি পুঁথি নকল করিয়াছিলেন।* সেই পুঁথিখানির পাঠ বিশুদ্ধ—যেহেতু তাহা কবিকঙ্কণের স্বগ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী কাইতি গ্রামে লিখিত হইয়াছিল—সুতরাং লেখকের আদর্শ-পুঁথির পাঠ বিশ্বাসযোগ্য ও বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। হৃষীকেশ-বাবু এই পুঁথির উপর নির্ভর করিয়া চণ্ডীকাব্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রার্থনা করিলেন যেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এতৎসম্বন্ধে আমার মন্তব্য জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, যখন কবিকঙ্কণের স্বীয় পুঁথিখানি দামিন্যায় আছে এবং তাহার একটা অসম্পূর্ণ নকল সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত আছে, তখন যদি কাইতি গ্রামের

* এই পুঁথিখানি সেই কায়তি গ্রাম (রায়না থানার অন্তর্গত) নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাটীতে সংরক্ষিত ছিল।

পুঁথি, কবিকঙ্কণের নিজের পুঁথি এবং তাহার নকলখানির পাঠ মিলাইয়া বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করিতে পারা যায়, তবেই সংস্করণটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে। তাহা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চণ্ডীর ৩।৪ খানি প্রাচীন পুঁথি আছে এবং আমার গৃহেও তিন চারখানি পুঁথি রহিয়াছে, দরকার হইলে সেগুলি হইতেও সাহায্য লওয়া যাইতে পারিবে।

বাঙ্গলার বোর্ড হইতে এই প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল এবং সম্পাদন করিবার ভার পড়িল তিনজনের উপর। প্রথম, অধ্যাপক হৃষীকেশ বসু, দ্বিতীয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে চণ্ডীকাব্য পড়াইবার ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃতীয়তঃ এই ভূমিকার লেখক।

হৃষীকেশবাবু প্রথমতঃ সাহিত্য-পরিষদের নকল পুঁথিখানির পাঠের সঙ্গে কাইতি গ্রামের পুঁথির পাঠ মিলাইয়া নিজের নকলখানি সংশোধন করিয়া লইলেন; তৎপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে দামিন্যা গ্রামে যাইয়া কবিকঙ্কণের বংশধর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দয়া করিয়া মূল পুঁথিখানি হৃষীকেশ-বাবুকে দেখিতে দেন। সে পুঁথিখানি তো এক সময় আমার নিকটেই ছিল। হৃষীকেশবাবু লিখিয়াছেন, "এই পুঁথি ভুর্জ্জপত্রে লৌহ-লেখনী দ্বারা, স্থানে স্থানে শর অথবা কঞ্চির কলমে, লিখিত বলিয়া মনে হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় দামিন্যার পুঁথির শেষ অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কালকেতুর উপাখ্যান সমগ্র আছে, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়।" কিন্তু শ্রীমন্তের উপাখ্যানেরও অনেকাংশ আছে, শেষের কয়েকখানি পাতা মাত্র নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৌতূহলী পাঠক সাহিত্য-পরিষদের নকল পুঁথিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। রায়না-নিবাসী সুলেখক স্বর্গীয় অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় এই পুঁথিখানি লইয়া এক সময়ে গবেষণা করিয়াছিলেন, তখনই সম্ভবতঃ পাতাগুলি খোওয়া যাইয়া থাকিবে। হৃষীকেশবাবু মূল পুঁথি দেখিয়া পাঠ মিলাইয়া আনিয়াছেন, সুতরাং আমার নিকট যে-সকল অস্ত্র শস্ত্র আছে—অর্থাৎ চণ্ডীকাব্যের প্রাচীন পুঁথির বহর রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে পাঠ মিলাইবার প্রয়োজন হয় নাই। তবে চারু-বাবু পুস্তক সম্পাদন উপলক্ষে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত তিন চারিখানি পুঁথি সন্দেহ-স্থলে মাঝে মাঝে দেখিয়া লইয়াছেন।

কবিকঙ্কণ মেদিনীপুরে আরড়া ব্রাহ্মণভূমিতে যাইয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, হতভাগ্য কবি আর মাতৃভূমিতে ফিরিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তবে তাঁহার পুত্র শিবরাম উপযুক্ত বয়সে দামিন্যাতেই বসবাস করিয়াছিলেন; তিনি বারাখাঁর নিকট হইতে ১৬ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন, এতদ্দ্বারা বোঝা যায় তিনি স্বদেশে সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। স্বদেশ তাড়িত কবি দামিন্যার দিকে তাঁহার কল্পনা-নেত্র চিরদিনই আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই দেশের বৃষদত্তের দেউলটিকে তিনি কল্পনায় সাঁঝের আরতি দ্বারা অভিনন্দিত করিতেন, তথাকার রত্নানু নদের কথা মনে হইলে তিনি ব্যথিত হইতেন, এবং তথাকার প্রতিষ্ঠিত শিবের পাদোদক যখনই স্মরণ করিতেন, তখনই তাহা গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র মনে করিয়া শিশুকালের স্মৃতিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। হৃষীকেশবাবু কবিকঙ্কণ-ভক্ত, কবির সাধের সেই দামিন্যা গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তিনি দুঃখের সহিত লিখিয়াছেন—"কবির আদরের দামিন্যা, যাহার সুখ্যাতি কবির মুখে ধরে নাই, এখন স্বপ্ন মাত্র। সে সমৃদ্ধি নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে প্রাচুর্য্য নাই, সে তেজ নাই, সে ধর্ম্ম নাই, সে 'গঙ্গাসম সুনির্ম্মল জল' নাই, সে 'রত্নানু' নদ নাই। আছে কেবল দামোদরের লাল জল, তাহা গ্রামটির চার দিক্ ও মধ্যস্থল প্লাবিত করিয়া ছুটিতেছে। গ্রামের লোককে বর্ষাকালে এঘর হইতে ওঘর ডোঙ্গার সাহায্যে যাইতে হয়।"

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রেসে দেওয়ার পর পুস্তকের তিন চার ফর্ম্মার পাঠ হৃষীকেশ-বাবুই দেখেন। তার পর হইতে চারু-বাবু এই পুস্তক-সম্পাদনে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। চতুর্থ ফর্ম্মা হইতে সমস্ত ফর্ম্মার প্রুফ তিনিই দেখিয়াছেন, ছাপা পুস্তক হইতে পাঠান্তর সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় যে তিন চারি খানি প্রাচীন পুঁথি আছে তাহার সঙ্গে পাঠ মিলাইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, কবিকঙ্কণের আরাধ্যা সিংহ-বাহিনী মূর্ত্তি একটি জরাজীর্ণ মাটীর কুঁড়ে ঘরে আছেন। সেই ঘরে কবির নিজের পুঁথিখানাও আছে। কবির বংশধরেরা সাধারণের সাহায্যে এই কুঁড়ে ঘরটির সংস্কার হয় কিনা, তজ্জন্য হৃষীকেশ বাবুকে চেষ্টা করিতে অনুরোধ

করিয়াছেন। প্রায় চারিশত বৎসর যাবত যে মহাকবির কাব্যসুধা বাঙ্গালী-জাতি পান করিয়া আসিতেছেন, বহু গায়কগণ যৎপ্রণীত চণ্ডীমঙ্গল নানা বাদ্যযন্ত্র সহকারে বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে গান করিয়া এই দেশকে কবিতার মাধুর্য্যে সরস রাখিয়াছেন, যাঁহার মহিমায় ফুল্লরা ও খুল্লনা চরিত্র গৌরবে বঙ্গনারীর আদর্শ হইয়া আছেন,—ঐতিহাসিকতায়, ভাষাতত্ত্ব আলোচনায়, সামাজিকতত্ত্ব-উদ্ধারে যাঁহার এই পরম কীর্ত্তিস্তম্ভ বাঙ্গালার নানাদিকে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে,—আমরা সেই কবির আরাধ্যা সিংহবাহিনীর মূর্ত্তির জন্য একটি মন্দির গড়িয়া দিতে পারিলাম না, ইহা কি সামান্য ক্ষোভের বিষয়! আমরা ওডায়ার প্রভৃতি শাসক সম্প্রদায়েব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বৎসর বৎসর বহু সহস্র অর্থ প্রদান করিয়া কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া থাকি। পাড়াগাঁয়ের প্রাচীনকালীয় ব্রাহ্মণ-কবির পূজিত পুতুলটীকে জলে ডুবাইয়া দিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ সম্বন্ধে আর কিছু লিখিতে গেলে চক্ষে জল আসে। সুতরাং বিস্তৃত মন্তব্যের প্রয়োজন নাই।

চণ্ডীকাব্যের এই অংশে মুকুন্দরামের কবিত্বের সমালোচনা করিবার অবকাশ নাই। আশা করি ইহার উত্তর ভাগে চারুবাবু তাহা নিজেই করিবেন। একটি কথা বলিয়াই উপসংহার করিব। কবিকঙ্কণ বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীন ও নূতন যুগের সন্ধিস্থলের কবি। পুরাতন পল্লী সাহিত্যের মাধুর্য্য তাহার রচনায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। এদিকে বঙ্গসাহিত্যে নূতন আমদানি সংস্কৃত শব্দ সম্পদও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। একদিকে "ভাঙ্গাকুড়িয়া তাল পাতের ছাউনি। ভেরেণ্ডার খাম মোর আছে মধ্য ঘরে" প্রভৃতি পল্লী ভাষার সহজরূপ, অপরদিকে "জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রান" এই উৎকট পাণ্ডিত্য। একদিকে "বাড়ে যেন হাতি কড়া" "দুই বাহু লোহার সাবলে"র ন্যায় পল্লী-উৎপ্রেক্ষা। অন্য দিকে "বুলে মাতঙ্গগজ গতি, যেন নবরতি পতি" প্রভৃতি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আবৃত্তি। ফুল্লরার বারমাসী, কালকেতুর শৈশবলীলা, মুরারি শীলের সহিত কথাবার্ত্তা, বণিক সভায় চন্দন ও মাল্যদান উপলক্ষে বাগ্‌বিতণ্ডা, লহনা ও খুল্লনার কোন্দল প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনায় পল্লী-ভাষার পল্লী চিত্রগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল চিত্রে আমকাঁঠালের বনে ঘেরা কুঁড়েগুলির ও বটাশ্বত্থের আরছায়ায় বাঙ্গালার

নদীতীর যেন অফুরন্ত বঙ্গজীবনের ভাণ্ডার খুলিয়া আমাদের চক্ষের সাম্নে প্রতিফলিত হইতেছে, অপর দিকে সুবর্ণ গোধিকারূপধারিণী চণ্ডীদেবীর সহসা দশভুজারূপ ধারণ, ছাগ রক্ষণে নিযুক্তা খুল্লনার সম্মুখে বনের উপান্তে সহসা বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব, সুশীলার বারমাসী প্রভৃতি বিবিধ চিত্রে সংস্কৃত শব্দের সোনার রং যেন ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। সুতরাং কবিকঙ্কণ প্রাচীন ও নূতন যুগের সন্ধিস্থলের কবি। তিনি যেমন পল্লীজীবনের কবি, তেমনি সংস্কৃত যুগের নূতন দীপ্তিও তাঁহার লেখনীমুখে বারম্বার খেলিতেছে। এই শুভযোগ বঙ্গসাহিত্যের কতকটা হরগৌরী মিলনের ন্যায় সুন্দর হইয়াছে। একদিকে তৈল বিনা চুল শুকাইয়া জটা হইয়াছে; গায়ে ছাই-মাটি, অথচ তাহা হইতে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে, পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলের মধ্যে বিষাক্ত সাপ ছুটিতেছে ও কুলু কুলু ধ্বনি করিয়া সুরতরঙ্গিণী নর্ত্তকীর ন্যায় মন হরণ করিতেছে;—অপর দিকে বেনারসী শাড়ীর স্বর্ণ বর্ণ ঝলমল করিয়া উঠিতেছে,—পাদপদ্মে রক্ত শতদল ও আলতার লাল রং চক্ষু ঝল্‌সিয়া দিতেছে, এবং মুকুটে হারে, কেউর-কঙ্কণ ও নূপুরে শত শত মণিমুক্তার দীপ্তি চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে। একদিকে দুঃখের শ্মশানভূমিতে তপস্বী ও তপস্বিনীগণের যোগশান্ত সহিষ্ণুতা,—অপর দিকে সৌন্দর্য্যের লীলায়িত কমনীয় মূর্ত্তি। সমস্ত কাব্য জুড়িয়া মাতৃভক্তির অর্ঘ্য ও ভক্তের সাশ্রু নিবেদন; সমস্ত কাব্য জুড়িয়া দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞান-শূন্যা সন্তানের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা-নিরতা মাতৃশক্তি। তখন বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া অত্যাচারের ঘনঘটা; সেই দুর্য্যোগে বঙ্গীয় পল্লীসমূহ থরথর কাঁপিতেছিল। পল্লীবাসীরা ঝটিকা-তাড়িত ফুলগুলির ন্যায় নিজদিগকে নিতান্ত নিঃসহায় মনে করিতেছিল। তখন আর্ত্ত হৃদয়ে 'মা' 'মা' বলিয়া একটা আকুল ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ জাগিয়া উঠিয়াছিল; সেই আর্ত্তনাদে মাতৃহৃদয়ে করুণা শত ধারায় উদ্বেলিত হইয়া, যে উপায়ে হউক সেই উপায়ে, সন্তানকে অভয়বাণী প্রদান পূর্ব্বক সন্তানের ডাকে সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। সহস্র প্রকার গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হইয়াও বঙ্গীয় শক্তি-পূজা এইরূপ উজ্জ্বল ভাবে আমাদিগকে দেখা দিয়াছিল। সেই 'মা' 'মা' ডাকের আকুলতা এবং মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহপূর্ণ সাড়া পরিণামে রামপ্রসাদের গানে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক এবিষয়ে আর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ নাই।

কবিকঙ্কণের নিজের চণ্ডীখানি এতদিনে বাহির হইল। এই উদ্দেশ্যে আজ বিশবৎসর শরৎ কুমার রায় বহু চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইঙ্গিত মাত্রে এই মহাকার্য্য সমাধান করিয়া ফেলিলেন। কুমার বাহাদুর আমার উপর এই কার্য্যের সম্পাদন ভার প্রদান করিয়া সমস্ত ব্যয় ভার বহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন; এখন সুধু আমি নহি, বর্ত্তমান কালের উপযোগী নূতন আলো-প্রাপ্ত দুইজন কৃতী সাহিত্যিকও এই পুস্তকের সম্পাদন করিতেছেন। কুমার বাহাদুরের প্রতিশ্রুত সেই অর্থ কি বিশ্ববিদ্যালয় দাবী করিতে পারে না?

এই পুস্তক যে ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।—

"(১) যদ্দৃষ্টং তৎ ছাপিতং, বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করা হয় নাই। একই শব্দের হরেক-রকম বানান।

(২) মূল পুথি হইতে ছাপিবার কপি প্রস্তুত করিতে শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বসুর যত্ন ও পরিশ্রম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৩) আদর্শ পুথি ছাড়া অপর একখানি পুঁথি, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণ ও বঙ্গবাসী সংস্করণ তুলনা করিয়া পাঠান্তর ও অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। অপর পুঁথিখানি দামুন্যার নিকটস্থ কাইতি-গ্রামে প্রাপ্ত, এজন্য সেই পুঁথি বুঝাইতে "কাঃ" সংক্ষেপ সাঙ্কেতিক ব্যবহৃত হইয়াছে। অক্ষয়বাবুর ও বঙ্গবাসীর সংস্করণ প্রায় একরূপ; উহাদের বুঝাইতে "অঃ" "বঃ" সংক্ষেপ সাঙ্কেতিক ব্যবহৃত হইয়াছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার বহু পুঁথির মিল আছে বলিয়া বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতেই অধিক পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। কোনো দুখানি পুথি বা বইএর পংক্তি হুবহু এক পাওয়া যায় না; বাহুল্য ভয়ে কেবল বিশেষ পার্থক্যই পাঠান্তরে সূচিত ও প্রদত্ত হইয়াছে।"

চারু বাবু প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া চণ্ডীকাব্যের যে অতিবিস্তৃত টীকা টিপ্পনী "চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী" নামে প্রকাশ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিব।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

আক্ষটি উপাখ্যান সমাপ্ত

শুদ্ধিপত্র

পত্রাঙ্ক	যাহা আছে	যাহা হইবে
১ পৃষ্ঠা	—গিরি সুতা অঙ্গ জনু	গিরিসুতা-অঙ্গজনু
৪ পৃষ্ঠা	—তপ্তকল ধৌত গৌর	তপ্ত-কলধৌত-গৌর
৫ পৃষ্ঠা	—সুপণ্ডীত দইয়া বান	সুপণ্ডিত দইয়াবান্
১৩ পৃষ্ঠা	—উত্তর দিলান তাকে	উত্তর দিলা ন তাকে
১৭ পৃষ্ঠা	—গদীর	গঙ্গার
২০ পৃষ্ঠা	—সুধন্য দক্ষিণ রাড়া	সুধন্য দক্ষিণ পাড়া
২১ পৃষ্ঠা	—কাঁটা দিয়া বন্দী ঘাটী	কাঁটাদিয়া-বন্দীঘাটী

২৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সমাসযুক্ত পদের প্রত্যেক শব্দ পৃথক্ পৃথক্ ছাপা হইয়াছে, সংযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। বিস্তৃতি-ভয়ে তাহার সংশোধনী দেওয়া হইল না।

পত্রাঙ্ক	যাহা আছে	যাহা হইবে
৭১ পৃষ্ঠা	—তাহিলা ত্রিপুরারী	আইলা ত্রিপুরারি
,,	চন্দন মাল্যগিরি	চন্দন মাল্য গিরি
৮৫ পৃষ্ঠা	—জণী বামে	ডানি বামে
৯৫ পৃষ্ঠা	—মৃদঙ্গ মগঝম্প	মৃদঙ্গ জগঝম্প
১৬৪ পৃষ্ঠা	—কেহ জানে গৃহমণী	কেহ জ্বালে গৃহমণি
১৭৯ পৃষ্ঠা	—অত্রি মুনি সুত ছয়	অত্রি-মুনি-সুত হয়
১৮৫ পৃষ্ঠা	—অভয়ারে ফুল্লরা করেন উপহাস	ফুল্লরারে অভয়া করেন উপহাস
২০২ পৃষ্ঠা	—ফলে গুণে দ্বিগুণ শীত	ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত
২৬৫ পৃষ্ঠা	—কৃষ্ণে সবে অনুক্ষণ	কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ
২৭৬ পৃষ্ঠা	—বেরাজ বাজার	বেয়াজ বাজার

কবিকঙ্কণ-চণ্ডী।

গণেশ-বন্দনা।

বেদ অন্ত দরশনে ব্রহ্ম করি জারে ভনে*
অন্যে বলে পুরুষ প্রধান।
বিশ্বের পরম গতি হেতু অন্তরায় পতি
তারে মোর লাখ পরণাম ॥ ১ ॥

—০—

গণপতি দেবের প্রধান,
ব্যাস আদি মোহা কবি তোমার চরণ সেবি
প্রকাশীলা নিগম পুরাণ ॥ ধু ২ ॥
গিরি সুতা অঙ্গ জনু খর্ব্ব স্থূপিবর তনু
য়েক দন্ত কুঞ্জর বদন।
প্রণত জনের নিঘ্ন দূর কর মোর বিঘ্ন
তব পদ করিল বন্দন ॥ ৩ ॥
অবনী লোটায়্যা কায় প্রণাম তোমার পায়
কর মোরে কৃপাবলোকণ।
তোমারে করিয়া ভক্তি মুনিগণ পান মুক্তি
চারী পুরুসার্থের সাধন ॥ ৪ ॥

---

* ব্রহ্মা জাবে বাখানে (ইঃ)

অঙ্গের বন্ধুক ছটা অজানু লম্বিত জটা
শশীকলা মুকুট মণ্ডন।
চরণ পঙ্কজ রাজে কনক নুপুর বাজে
অঙ্গদ বলয়া বিভূষণ ॥ ৫ ॥
কুম্‌কুমে চর্চ্চিত অঙ্গ স্থণ্ডে শোভে মাতুলঙ্গ
*শূনীদন্ত ইষু পাষ করে।
শিবসুত লম্বোদর অজানু লম্বিত কর
রণে জই জে তোমা শোঙরে ॥ ৬ ॥
পরিধান দ্বিপ চর্ম্ম নিরন্তর জপ কর্ম্ম
দুই করে কুশ শোভবান।
অঙ্গে যোগ পাটা শোভে অলীকুল মধুলোভে
চৌদীগে করয়ে কল গান ॥ ৭ ॥
নিরন্তর তপস্তুতি বিঘ্নরাজ গণপতি
হৈমবতি হৃদয়ে নন্দন।
গাইয়া তোমার আগে গোবীন্দ ভকতি মাগে
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৮ ॥

সূর্য্য-বন্দনা।

বন্দো কমলীনী বন্ধু অসেস গুণের সিন্ধু
যগত অধিপ নিরঞ্জন।
করবর পদ্মধর অরুণাঙ্গ রুচিবর
দিপ্ত করে শকল ভুবন ॥ ১ ॥

* শূনদন্ত (অ.) শূলদণ্ড (ব.)

করে ধরি মণীবর আদী (?) দেব রথোপর
সপ্ত অস্ব রথে নিজোজীত।
দ্বাদশ আদীত্যবর পূজা করে নিরন্তর
অর্ঘ্যদান করে সুপূজীত॥
মোহাধ্বান্ত নাসকারী ছাইয়া সঙ্গী দুই নারী
কাস্যপ শগোত্র ত্রিলোচণ।
অন্ধ কুষ্ঠ ব্যাধি ভয় জে জণ শরণ লয়
তার দুঃখ হয় বিমোচন॥
দয়াবান দিনপতি দশদীগ দেহ জ্যোতি
অনুদীন সুমেরু উপর।
ক্ষিতী পালনের তরে ফিরে প্রভু নিরন্তরে
তৈল জন্ত্রে যেন বৃষবর॥
অন্ন শষ্প (?) দানে দানে প্রণীপাত প্রদক্ষীণে
পূজা করি করে শোঙরণ।
তব নাম দ্বিঅক্ষর জপ করে যেই নর
সর্ব্বত্রে রক্ষহ সেই জন॥ মহামিশ্র ইত্যাদি।

শ্রীচৈতন্য-বন্দনা।

অবনীতে অবতরি চৈতন্য ঠাকুর হরি
বন্দহঁ সন্যাশী চুড়ামণি।
সঙ্গে শিস্য নিত্যানন্দ ভূবনে য়ানন্দ কন্দ
মুকতির দেখাল্যা শরণী॥

প্রণমহঁ শচির নন্দন।
হৈয়া অখিঞ্চন বস দিয়া জিবে প্রেম রস
নিস্তার করিলা সর্ব্বজন।
ভুবন বিক্ষাত নাম সুধন্য নদিয়া গ্রাম
জম্বু দ্বিপ শার নবদ্বিপ।
জাহা কলী অন্ধকারে চইতন্য অবতারে
প্রকাশীলা হরিনাম দ্বিপ॥
নদিয়া নগরে ঘর ধন্য মিশ্র পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচি ঠাকুরাণী।
ত্রিভুবনে অবতংশ হৈয়া প্রভু জার বংশ
ত্রাণ কৈলা অখিল পরাণী॥
শন্নাশীর শিরামণি সার্ব্বভৌম সান্দীপনী
ষড়ভুজ দেখি কৈলা স্তুতি।
প্রেমভক্তি কল্পতরু অখিল তন্ত্রের গুরু
গুরু কৈলা কেশব ভারতি।
কপটে শন্যাশী বেস ভ্রমিলা অনেক দেশ
সঙ্গে পারীসদ পুন্যশালী।
রাম লক্ষি গদাধর গৌরী বাসু পুরন্দর
মুকুন্দ মুরারী বনমালী॥
তপ্তকল ধৌত গৌর ভুবন লোচন চোর
করঙ্ক কপিন দণ্ডধারী।
কপটে লোচণে লোর গলে শোভে নাম ডোর
সদত বলাল হরি হরি॥
কৃপাময় অবতার কলিকালে কেবা আর
পাশণ্ড দলন বীর বানা
জগাই মাধাই আদি অসেস পাপের নিধি
হরি ভাবে হৈলা দৃঢ় মনা॥ মহামিশ্র ইত্যাদি॥

শ্রীরাম-বন্দনা।

শ্রীদশরথ ক্ষাত (?) রাম নাম সুবিদীত
দেবদেব কৌশল্যানন্দন।
অজোধ্যার অধিপতি সঙ্গে শোভে সিতা সতি
শিরে ছত্র ধরেন লক্ষ্মণ ॥
বন্দো রাম কমল লোচন
তনু দুর্ব্বাদল শ্যাম করেতে কোদণ্ডরাম
দেবঋষি করয়ে স্তবন।
অঙ্গে অভরণ বহু অজানুলম্বিত বাহু
অনুপাম চারু বিলোচন
গমনে তুলনা হীন অতি চারু মধ্য ক্ষীণ
শিরে চারু মুকুট ভূষণ ॥
কুঞ্চীত কুঞ্চীত কেশ মদন নিন্দীয়া বেস
জিনী মুখ কত সুধাকর।
কনক কুণ্ডল শ্রুতি পরিধান দিব্য ধুতি
নখ দশে ভাসে শশোধর ॥
সুপণ্ডীত দইয়া বান প্রিয় দ্বিজে দেন দান,
ধনুর্দ্ধর ধর্ম্ম অবতার।
রিপুজনে জেন যম প্রজার পালনে ক্ষম
হনুমান সহচর জার ॥
বশিষ্ঠ সুপুরোহিত গুহক চণ্ডাল মিত
মন্ত্রি সে ভল্লুক জাম্বুবান।
দেবাসুর কপি য়াদি নিশাচর নানাবিধি
সর্ব্ব সেনা রামের পরাণ।
শ্রীরাম গুণের নিধি হেলে বান্ধি মহোদধি
ভুজবলে বধিলা রাবণ ॥

রত্নময় লঙ্কাপুরি বিভীষণে রাজা করি
দিলা ধন জন সিংহাসন।
শুনহে শকল লোক খণ্ডিয়া দুর্গতি শোক
রামনাম রস মুখ ভরি।
কেবল নামের গুণে রাম তরে জগজনে
বাস করে বৈকুণ্ঠ নগরী॥
হৃদয় মিশ্রের সুত সঙ্গিত কলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ॥
রাম পদ যুগাম্বুজ মত্ত মধু অলি দ্বিজ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

মহাদেব বন্দনা।*

ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান শোভেন বৃষবজান
বন্দো ত্রিলোচন ত্রিপুরারী।
জটায় জাহ্নবিস্থিতি ভালে শোভে বসুমতি
বাসুকী ভূষণ শূলধারী॥

---

* সম্পূট করিয়া কর বন্দো প্রভু মহেশ্বর
বৃষভবাহন শূলপাণি।
দেখি কোটী ইন্দু কিবা জিনিয়া অঙ্গের আভা
চরণে মঞ্জীর ক'রে ধ্বনি॥
অজিন রচিত মাঝে রতন কিঙ্কিনী সাজে
ভুজঙ্গ বলয়া যোগপাটা।
সুরঙ্গ অরুণ বন্ধু অধর আনন ইন্দু
নীলকণ্ঠ শিরোপরি জটা।

সিঙ্গা সে ডমরুধারী জিনী তনু রূপ্যগীরী
প্রসন্ন বদন পদ্মাশন।
সুরাসুর আদি নর যক্ষ রক্ষ নিশাচর
সবে শিবে করয়ে পূজন॥
গলে দোলে অস্থিমাল করে শোভে নৃকপাল
সর্ব্ব অঙ্গে বিভূতি ভূষণ।
(৭) কৃতাঙ্গন্ধার বসনে চিতায় পিশাচগণে
সঙ্গে সহচর যক্ষগণ॥
সঙ্গতি প্রমোথগণ নৃত্য গীত অনুক্ষণ
সুমঙ্গল শিব মোহাশয়।
বর দেন জেইজনে সেই ত্রিভুবন জিনে
শিববরে থাকয়ে নির্ভয়॥

জটাতে আছয়ে গঙ্গ অর্দ্ধ তার সতী অঙ্গ
বিভূতি ভূষণ কলেবরে।
গলে শোভে হাড় মাল অর্দ্ধ চন্দ্র রেখা ভাল
অঙ্গদ বলয়া ভূষা করে॥
রাগ তান মান ভেদ সঙ্গে করি চারি বেদ
বদনে নাচয়ে যার বাণী।
শৃঙ্গে রাম ধ্বনি করি, ডম্বুর বোলয়ে হরি
যার গানে হইলা মন্দাকিনী॥
বন্দে প্রভু ভুতনাথ ভবেশ ভবানী সাথ
ভবভীম ভজে পবায়ণ।
ভবভয়ে করি কৃপা ভীতি ভঞ্জ মহাতপা
ভবনাথ ভবানী-ভরণ॥
নিরঞ্জন নিরাকাব নিগম পুরাণ সার
নিগঢ় বিষয় নারায়ণ।
রোগ শোক দুঃখহরা দৈন্যদুঃখ পাপহরা
মোক্ষদাতা পতিত পাবন॥

সমুদ্র মন্থনকালে দাহ বিষ কালানলে
ত্রিভুবন হয় বিনাশন।
দেবতা করিলা স্তুতি বিষ পিলা পশুপতি
তবে রক্ষা পায় ত্রিভুবন। মহামিশ্র ইত্যাদি।

চণ্ডী বন্দনা।

পূরবি ॥

কৃপা কর নারায়ণী কামদাত্রী কাত্যায়নী
কলিকাল কলুষ নাশিনী।
অমর নগর নারী সুচারু সুবিদ্যাধরি
সুবিদীত তনু বিনাশীনী ॥

বন্দে দিগম্বরে খটক ডমরু করে
বৃষে আরোহণ পঞ্চানন।
প্রমথ গণের নাথ গুহগণের সাথ
সুরাসুর নরের জীবন ॥
তুমি হরি যোগরাজে এ তিন ভুবন পূজে
তুমি হরি গুণের আশ্রয়।
করিয়া তোমারে সেবা মুনিগণ মহাতপা
সিদ্ধ সাধ্য তোমার আশ্রয়।
তুমি হরি পুণ্যরাশি শূল অগ্রে বারাণসী
যাহাতে বৈকুণ্ঠ অবতার।
তাতে যেই মরে জীব সে জন সাক্ষাৎ শিব
কি কহিব মহিমা তাহার
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (অ, ব,)

জাহার মহিমা বাণী বিণা বিরাজিত ধ্বনী
সরস্বতী গান নিরন্তর।
বিরিঞ্চির মুখপদ্ম জাহার মানস সদ্ম
বেদরূপা বচন বিস্তর ॥
বন্দো মহতের মাতা হিমালয় প্রিয় সুতা
মেনকার যঠর বাসিনী।
মুখর নূপুর স্বনে হংসরাজ রব জিনে
দ্বিতীসুত ত্রাস বিনাশিনী ॥
পট্টাম্বর পরিধানা মাইয়াতি ভীষণ শেনা
ঈষান গৃহিণী গুহমাতা।
দৈত্যরণে ঘোর স্বনা বেহার চঞ্চলমনা
সুরবর নাগ নর নতা* ॥
দুর্জ্জয় সিংহের কন্ধে দক্ষিণ পাদারবিন্দে
বামপাদ মহিষ আসনে।
অসুরের বক্ষঃস্থলে †যাট বেহানন শূলে
করে ধরি কুন্তল বন্ধনে ॥
আজানু লম্বিত মালা শত শত সঙ্গে বালা
স্তুতি করে বিবিধ প্রকারে।
অদভুত রূপ সিমা ত্রিভুবনে নিরূপমা
শত কোটি প্রণাম তোমারে ॥
অনুযুগ অবতার তব ত্রিভুবন সার
বসুমতি ভারাবহরণে।
তুমি পুরাণের পরে দ্বিজ কবি কঙ্কনেরে
দেহ নিজ চরণে শরণে ॥

---

* সুর নবনাগ নবনাতা (কা,)

† সটে শিতানন (কা,)

লক্ষ্মীবন্দনা।

মল্লার।

অজিত বল্লভা দেবি ব্রহ্মার জননী।
তোমার চরণ বন্দো জুড়ি দুই পানী॥
জখন প্রলয়ে হরি অনন্ত শয়নে।
তাহার উদরে গআছীলা ত্রিভুবনে॥
জন্ম জরা নাশ তব নহে কোনকালে।
তখন কেবল ছিলা হরিপদ তলে॥
অনল গরল আদি কুম্ভীর মকর।
কত কত নাহি আছে সমুদ্র ভিতর॥
তুমি গ পরম রত্না শকল শংসারে।
তোমা কন্যা হতে রত্নাকর বলী তাঁরে॥
ধন জন জৌবন নগর নীকেতন।
পদাতী বারণ বাজী রথ সিংহাসন॥
তার অহঙ্কার গ তাবত শোভা করে।
কৃপামই কমলা যাবত থাক ঘরে॥
তোমারে চঞ্চলা লক্ষী বলে যেই জনে।
তোমার মহিমা তারা কিছু নাহি জানে॥
ছাড়হ জে জন মাতা তার দোষ দেখি।
অদোষি জনের লক্ষী চিরকাল সুখি॥
কাব্যকোস অলঙ্কার ভারত পুরাণ।
নাটক নাটীকা জানে কাব্যের বিধান॥
যদি দইয়া না হয়ে তোমার হেন জনে।
বসিতে না জানে সে লোকেব বিগ্যমানে॥ ৬॥
কুল বিদ্যা রূপ গুণ সুবুদ্ধি সুধির।
জাহাব মন্দীরে লক্ষি তুমি আছ স্থীর॥

তুমি গ বল্লভা নাহি কৃপা কর জারে।
আছুক অন্যের দায় দারা নিন্দে তারে ॥ ৭ ॥
তুমি সে ছাড়িলা গ অমরগণ মরে।
দুর্ব্বাশার শাঁপেতে রাখিলা পুরন্দরে ॥
তোমা ভক্তি হিনা তার বিফল জীবন।
কৃপাকর নারায়নী লঁইনু শরণ ॥ ৮ ॥
কমলা থাকিলে মান সকল ভুবনে।
লক্ষি বাম হইলা বিজয় নয় রণে ॥
লক্ষি গুণ কথা কবি শ্রীমুকুন্দ গায়।
ভকত জনেরে লক্ষি হবে বরদায় ॥ ৯ ॥

সরস্বতী বন্দনা।

সুইবসন্ত। *বিধিমুখে বেদবাণী বন্দো দেবি বিণাপাণী
ইন্দু কুন্দ তুশার শংকাশা।
ত্রৈলোক্য তারিনী এেই বিষ্ণু মাইয়া বর্ণমই
কবিমুখে অষ্টাদশ ভাসা ॥১॥

---

*নমহু নমহু বাণী কৃপা কর নাবায়ণী
বিষ্ণুপ্রিয়া পূজ পদ্মাসনে।
পুস্তক লইয়া করে উব দেবি আসরে
চন্দ্রাননি হাস্যবদনে ॥
হিমদিগ্ধ চন্দন শবদিন্দু গঞ্জন
তনুরুচি অকথ্য কথন।
সুগন্ধি চন্দন গায়ে যোজন সৌবভ ধায়ে
কণ্ঠে বত্নহাব বিভূষণ ॥ (অঃ)

প্রনমহ চরণ অভয় ।

তুমি কৃপা কর জায় জ্ঞান আদি কাম তায়

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষের উদয় ॥ ধূ ॥২॥

শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান শুক্ল ধুতি পরিধান

কণ্ঠে ভূষা মণীময় হার ।

হাসীতে বিজুরি আভা কুণ্ডল শ্রবণে শোভা

তনু রুচি খণ্ডে অন্ধকার ॥৩॥

নানারত্ন পাদাম্বুজে মধ্য জিনি মৃগরাজে

ভূজের ভূষণ অনুপাম ।

স্তনযুগ অতিগুরু অঙ্গে অভরণ চারু

কবরি জড়িত পুষ্পদাম ॥৪॥

শিরে শোভে ইন্দুকলা করে জাপ্য মণীমালা

*সুখ শিশু শোভে বাম করে ।

নিরন্তর আছে সঙ্গি মসিপত্র পুথি খুঙ্গি

স্মোরণে জড়িমা জায় দূরে ॥৫॥

অমর অসুর নর যক্ষ রক্ষ বিত্থাধর

সেবে তব চরণ শরোজে ।

তুমি যারে কর কৃপা শেই জন মহাতপা

শেই বসে পণ্ডীত সমাঝে ॥৬॥

দিবানিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দ কবি

নৌতুন মঙ্গল অভিলাশে ।

উরগ কবির কামে বর দেহ শিবরামে

চিত্ররেখা যশোদা মহেশে ॥

---

* শুক (অ. ব. কা)

শুকদেব বন্দনা।

বন্দো শুকদেবের চরণ।

যেই মুনি সর্ব্বজন হৃদয়ে পদ্ম যেন
প্রবেশ করিল কোপে বন॥

যেই মুনি নিরুপম জ্ঞান দীপের সম
লিখন নিগমের সার।

প্রকাশিল ভাগবত সংসারের জীব যত
সভাকার করিল উদ্ধার॥

তেজি সর্ব্ব অভিলাস শিশুকালে বনবাস
উপনয়নাদী তেয়াগিয়া।

পুত্র বলি ব্যাস ডাকে উত্তর দিলান তাকে
তরুগণে প্রবেশ করিয়া॥

বিবসন কলেবরে স্নুক দেবে কথত্নুরে
ডাকে দেখে বিদ্যাধরিগণ।

অঙ্গে নাহি দেই বাস তার পিছে দেখি ব্যাষ
অবিলম্বে পরিলা বসন॥

এত দেখি অদভূত জিজ্ঞাসে বাসপি স্নুত*
কেনে লজ্জা কর বৃদ্ধ জনে।

স্নুত মোর রূপ ধাম তরুণ জলদশ্যাম
কেন দেখি না পর বসনে॥

তবে বিদ্যাধরি ব্যাষে হাসীয়া মধুর ভাসে
ভেদবুদ্ধি আছয়ে তোমার।

তরুণী পুরুষ জান কভু নহে দিব্যজ্ঞান
বুঝিআছি চরিত্র উহার॥

---

* পরাশর স্নুত (অ.)

যেমন তাহার গুণ শুনি প্রভু নারায়ণ
ছাড়াইলান সুতের বিরহে।
গোবিন্দ পাদারবিন্দে বিগলিত মকরন্দে
অলি কবি শ্রীমুকুন্দ কহে ॥

গণেশ বন্দনা।

লম্বোদব তনু খর্ব্ব দুই করে শোভে দর্ভ
নিরন্তর জপ স্তুতি ধ্যান।
কপালে কুঙ্কুম ফোটা হৃদে শোভে যোগ পাটা
শার্দ্দুল অজিন পরিধান ॥১॥

অথ ঠাকুরাণী বন্দনা।

বিন্ধ্য বিলাসিনী ভৈরবী ভবানী
নগের নন্দিনী চণ্ডী।
বীণা সপ্তস্বরা মুরজ মন্দিরা
বাজায়্যা দুন্দুভি দণ্ডি ॥
স্থলনলদল চরণ যুগল
তথি শোভে নখ চন্দ্র।
চবণে চণ্ডীর রতন মঞ্জীব
গঞ্জে গজগতি মন্দ ॥
নাভি সবোবব তথিব উপর
তনু কহাঙ্কুব দাম।
উচ্চ কুচগিরি জিনি কুম্ভ করি
করি কবে জলপান ॥

বিগলিত মদজল গন্দলোভে অলিদল
সুচঞ্চল কপোল যুগলে।
দন্তাঘাতে বিদারীত রিপুরক্ত বিভূষীত
বিরাজিত সিন্দুর মণ্ডলে॥

জিনি শতদল বদন কোমল
অধরে বিম্বুক ভোব।
পরিহরি ব্রীড়া কত করে ক্রীড়া
নয়ানে খঞ্জন জোব॥
নয়ানের কোণে আছে কত তূণে
অসুব নাশিনী ইষু।
চাচর কুন্তলে মালতীব মালে
ভ্রময়ে ভ্রমরা শিশু॥
জিনী করীকর জঘন সুন্দব
নিতম্বে বসন সাজে।
করি অরি জিনি ক্ষীণা মাঝাখানি
কলয়ে কিঙ্কিনী বাজে॥
নব দুব্বাদল জিনি পরিমল
আননে ঈষৎ হাস।
বাতুল চবণ নানা অভবণ
দশদিগ পবকাশ॥
শিরে শশীকলা তারকেব মালা
ঈষত চন্দনবিন্দু।
অলকা ঝলকে ললাট ফলকে
হেবি কলঙ্কিনী ইন্দু॥
তানমান গানে উর মা গায়নে
বলি বেদ স্তুতিমতে।
পূর্ণ কব কাম আসা এই ধাম
দয়া কব গিরিসুতে।

শূনী অভিমত বর শূলশস্ত্র পাষধর
শুণ্ডে শোভে চারু বিজপুর।
জে জন তোমারে শেবে তারে তুমি বর দিবে
দূরিত করাহ তার দূর ॥২॥

নাম নিজ রস গাই গুণ যশ
নিবেদি তব চরণে।
চণ্ডির চরিত্র সুতান সঙ্গীত
দৈবকীনন্দনে ভণে ॥

(কাঃ)

অথ দীগ বন্দনা।

বন্দো নিরঞ্জন নারায়ণ সবাহনে।
বৃষোপরে শিব বন্দ বিধি হংসযানে ॥
সিংহ পৃষ্ঠে বন্দিলাম দেবী ভগবতি।
মূষিক বাহনে দেব বন্দো গণপতি ॥
রবি শশী বন্দ দেব ঋষি সিদ্ধগণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি বন্দো দেবীগণ ॥
নব গ্রহ বন্দ আর দশদিকপাল।
স্বর্গ মর্ত্তপুর আর বন্দির পাতাল ॥
অযোধ্যা মথুরা বন্দ কাশী বৃন্দাবন।
জমুনা গোকুল আদি দ্বাদশ কানন ॥
বন্দিল দৈবকী বসু নন্দ নন্দরাণী।
রামকৃষ্ণে প্রণমহোঁ লোটায়্যাধরণী ॥
সুদামাদি বন্দ কৃষ্ণ সহচরগণ।
বন্দো গোপগোপী আদি ধেনু বৎসগণ ॥
গণপুর গণাতে বন্দির ধর্ম্মরাজ।
চৈতন্য ঠাকুর বন্দ নদীয়া সমাজ ॥
কার্ত্তিক বন্দির আর দেব পুরন্দর।
পাতালে বন্দিল শেষ যুড়ি দুইকর ॥
তমলিপ্তে বিমহরি বন্দ বর্গভীমা।

একদন্ত মহাকায় গৌরী সুত গণরায়
অন্তরায় বিনাশ কারণ।

সঙ্কেত মাধব হরিদ্বার আদিসীমা॥
সুভদ্রা বলাই সাথে বন্দ জগন্নাথে।
বন্দ সর্ব্বপুবি নীলগিবি পঞ্চতীর্থে॥
জানকী লক্ষ্মণ সাথে বন্দ রঘুনাথ।
শত্রুঘন ভবত বন্দিল জুড়ি হাথ॥
বাবাণশীপুরে বন্দ কাশী বিশ্বেশ্বর।
বৈদ্যনাথ বন্দ গয়া ভূমে গদাধব॥
বন্দিব কেদারকুণ্ডে দেব ত্রিলোচন।
ভুবনেশ্বরেতে বন্দ শিবের চবণ॥
জাজপুরে বরাহ বিজয়া বন্দ শিবে।
গদীর চবণবেন্দ বাহন মকরে॥
মুণ্ডখোপ পত্তনে বন্দিল মুণ্ডেশ্বরী।
জয়চণ্ডী বন্দ যার জড়িয়া নগরী॥
কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দ কোণ্ডঞ্চিনগরে।
চন্দ্রকোণাব গড়পতি বন্দ মল্লেশ্বরে॥
বেতার গড়েতে বন্দ চণ্ডিকা বেতাই।
নীলপুরে নীলবন্দ খেপুতে খেপাই॥
বাইপুবে দেবতা বন্দিল সডাসিনী।
খড়্গপুবে বন্দিলাম দানবদলনী॥
বোড়গ্রামে বলরামে নত কৈল শিব।
হনুমানে বন্দিল গরুড় মহাবীব॥
টৈটেশ্বর গোতেশ্বর বন্দিব গোতানে।
অগ্নিমুখা শিব বন্দ বাস পলাশনে॥
দামিন্যার ঠাকুর বন্দিব চক্রাদিত্য।
যার পদযুগ সেবি বচিল কবিত্ব॥
কাইথির বাণেশ্বব বন্দিলাম আগে।
মৌলাব বুক্কিণী বন্দ মস্তকেব পাগে॥

জারা সঙ্কটের স্থলে জে শোঙরে রণতলে
তার দুঃখ কর বিনাশন ॥৩॥

বন্দিব রঙ্কিণী যাব পুরী ঘাটশিলা।
নাড়িচা নগরে সর্ব্ব বন্দিব মঙ্গলা ॥
আদ্যস্থান বন্দিলাম বিক্রমন্তপুর।
অষ্ট আভরণ শোভে ললাটে সিন্দূর ॥
মায়াব কাবণে দেবী বিদিত সংসাব।
সেহাখালাপুরে ঘব উত্তর দুয়ার ॥
রাজেশ্বরী বন্দ বালিডাঙ্গা নিবাসিনী।
শালিঘাটে শুভ বন্দ যুড়ি দুই পাণি ॥
বন্দিল কুমার হট্টে কালী সিদ্ধেশ্বরী।
মণ্ডল গ্রামেতে বন্দ ভয়ে বিষহবি ॥
নারিকেল ডাঙ্গা বন্দ টিকুরি বিশ্রাম।
হাসন হাটিতে বন্দ কেজাপুবে ধাম ॥
পাঁচড়ার রঙ্কিনীবে কৈল নমস্কার।
বন্দিল চরণ ক্ষীর গ্রামে যোগাদ্যার ॥
ভেরুয়াতে রঙ্কিনী ষষ্ঠীবে তালপুরে।
রাজবলহাটে বন্দ রাজ বল্লভীবে ॥
সঁত্তালুক নাউয়ারে বন্দিব বিশালাক্ষী ॥
তাবেশ্ববে শিব বন্দ সাটীনন্দ্যে লক্ষী ॥
মহানাদে সদাশিব বন্দ গুণণিধি।
আগম নিগম আদি বন্দ বেদবিধি ॥
গোমহে গোমতী বন্দ শিবে শশীকলা।
বর্দ্ধমানপুরে বন্দ সর্ব্ব মঙ্গলা ॥
মঙ্গলকোটের শুভা বন্দ যোড় করে।
অষ্ট দিবসের গীত গউড়ে প্রচরে ॥
নগরকোটেব জালামুখী বন্দ মাথে।
আমতার মেলাই বন্দিব যোড়হাথে ॥
রাজরাজেশ্বরী দেবী বন্দ হিঙ্গুলাটে।
কামরূপে কামিক্ষা বন্দিব যোনিপীঠে ॥

শকল কলায় যুত হিমশৈল্যসুতাসুত
ত্রিনয়নগণের প্রধান।

কিরীট কোণার কালী বন্দিব তুলসী।
সুমেরু কৈলাশ আর বন্দ দশঋষি॥
হেমহিম হিমালয় বন্দ গিরিবর।
কলা মান পক্ষতিথি বারাদিবৎসর॥
চৌদ্দ ভুবনের দেবঋষি সিদ্ধগণ।
ভূমে লোটাইয়া বন্দ সবার চরণ॥
দেশে দেশে স্থাবর স্বরূপ অবস্থিতা।
বন্দিল প্রত্যক্ষে যে যে গ্রামের দেবতা॥
একে একে দেবতার কত লব নাম।
সবাকার চরণে আমার পরনাম॥
প্রণাম করিয়া বন্দ ব্রাহ্মণ চরণ।
বৈষ্ণব চরণ বন্দ হরি সংকীর্ত্তন॥
আদ্য কবি বাল্মিকীরে করিল প্রণতি।
পরাশর শুক ব্যাস বন্দ বৃহস্পতি॥
জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দ কালিদাস।
করযোড়ে বন্দিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥
মাণিকদত্তেরে আমি করিলু বিনয়।
যাহা হতে হৈল গীতপথ পরিচয়॥
এতসব কবিত্বের বন্দিয়া চরণ।
দণ্ডবৎ হয়্যা বন্দ শ্রীকবিকঙ্কণ॥
দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু করিয়া বন্দনে।
প্রণাম করিয়া মাতা পিতার চরণে॥
কোথা আছ মত্তামায়া মেড়ের মশানে।
আসরে উরিবে আসি সেবক স্মোরণে॥
ডাকিনী যোগিনী মাতা মাগীয়ে প্রসাদ।
চণ্ডীর মঙ্গল গাই, নাই অপরাধ॥
বিনা অপরাধেতে যে জন হিংসা করে।
সমুচিত ফল মাতা দিবে গো তাহারে॥

গাইয়া তোমার আগে শ্রীকবিকঙ্কণ মাগে
অজিত ভকতি বরদান ॥৪॥

অথ আদি পালারম্ভ।

কুলে শীলে নিরবধ্য* কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য
দামিন্যাতি সজ্জন প্রধান।
অতিশয় গুণ বাড়া সুধন্য দক্ষিণ রাড়া
সুপণ্ডিত সুকবি সমান॥
ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নানু নদের কূলে
অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামিন্যা করিলা ধাম
তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব দেউল দিল ধূষদত্ত
কতকাল তথাই বেহার।
কে বুঝে তোমার মায়া সুরকুল তেয়াগিয়া
চলদলে করিলা সঞ্চার॥
গঙ্গাসম সুনির্ম্মল তোমার চরণজল
পান কৈলা শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে
রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে॥

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুব সঙ্গীত॥ (কা.)

* * *

ইতি বন্দনা সমাপ্ত।

* নিববদ্য (কাঃ)

হরি নন্দী ভাগ্যবান্ শিবে দিলা ভূমিদান
*মাধব ওঝা ধামাদিকরণী।
দামন্যার লোক যত শিবের চরণে রত
সেই পুরী হরের ধরণী॥
পাষণ্ড কুলের অরি শ্রীয়মন্ত অধিকারী
কল্পতরু নাগ উমাপতি।
অশেষ পুণ্যের কন্দ নাগ ঋষি সর্ব্বানন্দ
সেই পুরী সজ্জন বসতি॥
কাঁটা দিয়া বন্দী ঘাটী বেদান্ত নিগম পাটী
ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।
ধন্য ধন্য পুরবাসী বন্দ্য সে বাঙ্গাল পাসী
লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়॥
কাঞ্জড়ি কুলের সার মহামিশ্র অলঙ্কার
শব্দকোষ কাব্যের নিধাম।
কয়্যড়ি কুলের রাজা সুকৃতি তপন ওঝা
তস্য সুত উমাপতি নাম॥
তনয় মাধব শর্ম্মা সুকৃতি সুকৃত কর্ম্মা
তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ পুরন্দর নিত্যানন্দ সুরেশ্বর
বাসুদেব মহেশ সাগর॥
গর্ভেশ্বরণ† অনুজাত মিশ্রনাথ জগন্নাথ
একভাবে সেবিলা শঙ্কর।

---

* ধাধু (কাঃ)

† সর্ব্বেশ্বর (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪০৩ পৃ)

গর্ভের অনুজ (কাঃ)

গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ।

শুন ভায়্যা সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল যেমতে।

বিশেষ পুণ্যের ধাম গুণীরাজ মিশ্র নাম
কবিচন্দ্র তার বংশধর।

উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডী দেখা দিলা আচম্বিতে॥
সহর সেলেমাবাজ তাহাতে সজ্জনরাজ
নিবসে নেউগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্তায় চাষ চষি
নিবাস পুরুষ ছয় সাত।
ধন্য রাজা মানসিংহ কৃষ্ণপদে লোল ভৃঙ্গ
গৌড় বঙ্গে উৎকল মহীপ।
রাজা মানসিংহকালে প্রজার পাপের ফলে
হল্য রাজা মামুদ সরীপ॥
উজীর হল্য রায়জাদা বেপারি ক্ষত্রিয় খেদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জনে অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পোনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল খীল ভূমি লিখে লাল
বিনি উপকারে খায় ধুতি।
পোতদার হৈল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি॥
ডাঁদা বহে প্রতি নাছে প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার জাঁতিয়া দেই থানা।
প্রজা কবে বিয়া কূলি বেচেঘর কুটত্তালি
টাকাকের বস্তু দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডী বাটী যার গাঁ
যুক্তি কৈল গম্ভীর খাঁ সনে।
প্রিয় গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইয়া বন্দী
এই হেতু নাই পরিত্রাণে॥

অনুজ মুকুন্দ শর্ম্মা সুকবি সুকৃত কর্ম্মা
নানাশাস্ত্র মিশ্রয় বিদ্যান।

ভালিয়ায় উপনীত রূপরায় নিল বৃত্ত
যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা॥
বাহিয়া মুড়াই নদী সদাই সোঙরি বিধি
ভেওটিয়ায় হৈল উপনীত।
দারিকেশ্বর তরি পাইল পাওলপুরী
গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত॥
নারায়ণ পরাশর পার হয়্যা আমোদর
উপনীত গুছিতা নগরে।
তৈল বিনে কৈল স্নান করিল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রয় পুখুর আড়া নৈবেদ্য শালুক নাড়া
পূজা কৈলা কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে
চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিলা অনেক দয়া দিলা চরণের ছায়া
আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই সিলাই তরিয়া যাই
আরড়ায় হল্য উপনীত॥
আরড়া ব্রাহ্মণ ভূমি ব্রাহ্মণ রাজার স্বামী
নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী সম্ভাষিলু নৃপমণি
রাজা দিল দশ আড়া ধান॥
সুধন্য বাকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়
সুতপাঠে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
গুরু কর‍্যা করিল পূজিত॥

শিবরাম বংশধর কৃপা কর মহেশ্বর
রক্ষ পুত্রে পৌত্রে ত্রিনয়ান ॥

সঙ্গেতে ডামাল নন্দী সে জানে স্বপনসন্ধি
অনুদিন করয়ে যতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়নেরে দিলেন ভূষণ ॥
কয়ড়ি অনুজ জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে সেবিয়া গোপাল।
কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল ॥

(কাঃ)

মঙ্গলবারের পালা আরম্ভ।

আজ্ঞা দিল মহীপাল শুভতিথি শুভকাল
শুভক্ষণে বারি সংস্থাপন।
নৈবেদ্য বিবিধ রূপ গন্ধ পুষ্প দীপ ধূপ
পট্টবস্ত্র নানা আয়োজন ॥
জ্ঞাতি বন্ধু পুরোহিত আর যত নিমন্ত্রিত
আনন্দিত সব এক স্থানে।
ভেরি তুরী বাজে ভাল কাংস্য বাদ্য করতাল
পটহ দুন্দুভি বাজে বীণে ॥
রামা দেয় জয়ধ্বনি সপ্ত স্বরা পিনাকিনী
বাজে নানা মঙ্গল বাজন।
হয়ে অতি শুচিকায় দ্বিজগণে বেদ গায়
মহামায়া করি আরাধন ॥
ঘট সংস্থাপন করি মহামায়া মহেশ্বরী
স্থিতি কর এ অষ্ট বাসর ॥
লক্ষ্মী বাণী আদি করি আর যত সহচরী
লয়ে শরজন্মা লম্বোদর ॥

হরগৌরীর দ্যূতক্রীড়া।

কার্ত্তিক মাসের পৌর্ণমাসী কোজাগর।
মহেশভবানী গেলা কুবেরের ঘর॥
নিজগৃহে হরগৌরী দেখি যক্ষপতি।
পূজি সিংহাসনে বসাইয়া কৈলা স্তুতি॥
করজোড় কহে প্রভু আজি পূর্ণ মোর আশ।
কি কারণে আল্যা প্রভু করহ প্রকাশ॥
শিব কহে আজি হৈতে তিথি অদ্‌ভুত।
তোমার ভবনে বসি খেলাইব দ্যূত॥
এত বাক্য কৈল যবে মহেশ ভবানী।
বহু রত্ন হীরা নিলা পাশার পাতনী॥
হরগৌরী পাশা পাতে হইয়া শুশঙ্ক।
পাঠ্যা গৌরী পাটী পায়্যা ফেলিলা বামঙ্ক॥
ধনাধিপ-সুতা সগৌরী হয়া অংশী।
বাহির (?) পাঠ্যার বাঁধে মনে মনে হাসী॥
মহেশী ফেলিলা পাটী পড়িলা দুতিয়া।
মহেশের দুই পাশা দিলান তুলিয়া॥
দুই চারি গৌরী ফেলে লীলা আরবার।
মনিকর্ণ বান্ধে কোপে বাহীর চৌয়ার॥
মনিকর্ণে ভগবতি ছলেতে বলন।
জিনীতে পারীলা সে তোমার সর্ব্বধন॥

তুমি আদ্যা মহামায়া আর যে তোমার কায়া
আসরে করহ অধিষ্ঠান।
ভক্ত নায়কের প্রতি কৃপা কর ভগবতি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

(ব,)

পার্ব্বতীর তীন ঘর বন্ধন দেখিয়া।
মহেশেরে বলে পুন হাসিয়া হাসিয়া ॥
ক্রোধে শিব শাঁ ফেলে (?) মরত ভিতর।
মৃত্যুদশা হৈল বন বণিকের ঘর ॥
কান্দী শিশু কহে দোশোচীত নহে শাঁপ।
বণিকের ঘরে জন্ম যেই বড় পাপ ॥
মণীকর্ণ স্তবন শুনিতো নানাবিধি।
প্রসন্ন হইয়া বলেন শিব গুণনিধি ॥
ধনেশ্বর হবে তুমি ধনপতি অবিধান।
আমার চরণ বিনে না ভাবিহ আন ॥
এ বাক্য বলিতে কলেবর ভস্ম হৈলা।
লিলাবতি নারী সঙ্গে অনুমৃতা হৈলা ॥
মণীকর্ণ জন্মিলান রঘুদত্তের ঘরে।
জন্মীলান নিলা নিধিপতির মন্দিরে ॥
দিনে দিনে ধনপতি মদন-মুরতি।
লহনারে বিবাহ দিলান নিধিপতি ॥
প্রতিদিন ধনপতি শঙ্কর পূজন।
অভয়া-মঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

প্রার্থনা।

বেদ-ধ্বনি বাদ্যতালে আরাধিয়ে শুভকালে
হরি হরি বল সর্ব্বজন।
পিতৃগণ লৈয়া মাতা আসনে আসিবে যথা
নায়কের পূর্ণ কর মন।

ক্ষেম ক্ষেম ক্ষম অপরাধ।
গায়ন বায়ন জনে রাখিবে সকল স্থানে
কৃপা করি খণ্ডাহ বিষাদ।
তেজিয়া কৈলাশ গিরি উঁর গ মরত-পুরি
ভৃত্যের করিতে পরিত্রাণ।
বিশ্রাম দিবস আট শুন গীত দেখ নাট
আসরে করহ অধিষ্ঠান ॥
লিখি পড়ি শাস্ত্র মন্ত্র না জানি সঙ্গিত তন্ত্র
কৃপা করি দিলা গুরুভার।
অনবিজ্ঞ তালমানে কেমনে শিখাব আনে
দোসগুণ শকল তোমার ॥
যে বোল বলাহ তুমি সেই বোল বলী আমি
তুমি কবি মোর ব্যপদেশ। *
(?) প্রচরে যেমনে কাব্য লয় বা তেমনে ভব্য
কর চিন্তা হর মোর ক্লেশ ॥
বলী হোম ধুপ দ্বিপে পূজি তোমা সপ্তদ্বীপে
তোমার সেবক যগজন।
নায়কের থাকে দোষ দূর কর অভিরোষ
কর সর্ব্ব দুঃখ বিমোচন ॥
তুমি রমা তুমি বাণী যোগনিদ্রা নারায়ণী
গিরিকন্যা ঈশান-গৃহিণী।
আগম নিগম তন্ত্র বেদরূপা নানামন্ত্র
বিজরূপা বিশ্বের জননী ॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁর সহোদর ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বীরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

---

* তুমি কর মোরে উপদেশ (অ, ব,)

অথ সৃষ্টিপালারম্ভ।

আদিদেব।

আদ্যদেব নিরঞ্জন যার সৃষ্টি ত্রিভুবন
পরম পুরুষ পুরাতন।
শূন্যেতে করিয়া স্থিতি চিন্তিলান মহামতি
সৃষ্টির উপায় কারণ॥
সর্ব্বরূপ ধরে প্রভু চতুর্দ্দশ লোক বিভু
সৃজিয়া নাশেন বারেবার।
অক্ষয় প্রকৃতি গুণ সীমা দিব কোনজন
যার যে করণ ইচ্ছা তার॥
নাই কেহ সহচর দেবতা অসুর নর
সিদ্ধ নাগ চারণ কিন্নর।
নাই তথা দিবানিশি না উদয় রবিশশী
অন্ধকার আছে নিরন্তর॥
কোটি ভানু * প্রতিকাশ পরিধান পীতবাস
অন্ধকার পারে গুণধাম। †
* কটক কিঙ্কিণী হার দূর করে অন্ধকার
পুরট-মুকুট মণিদাম।
কণ্ঠেতে কৌস্তুভ-আভা কোটী চান্দ মুখশোভা
কুণ্ডলে মণ্ডিত দুই গণ্ড।
নবীন-জলধি-কান্তি চান্দ জিনি নখ-পাঁতি
অজানুলম্বিত ভুজদণ্ড॥

---

* পরকাশ (কাঃ অঃ বঃ)
† অন্ধকারে ভাবে ভগবান (বঃ)
* কটীতে (কাঃ)
কঙ্কণ (অঃ, বঃ)

অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি হৃদয়ে ভাবেন যুক্তি
জলস্থল নাই অধিষ্ঠান।
কথার সংহতি আন নাহি প্রভু ভাবিলান
আপনারে অসত্য সমান॥
চিন্তিতে যেমন কাজ একচিত্তে দেবরাজ
তনু হৈতে হইলা প্রকৃতি।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
দামন্যাতে যাহার বসতি॥

আদিদেবী।

আদি-দেবরাজ-কীর্ত্তি ভুবন-মোহন-মূর্ত্তি
উরিলা সৃষ্টির কারিণী।
রচিয়া সংপুট পাণি মৃদুমন্দ-সুভাষিণী
সমুখে রহিলা নারায়ণী॥
রাজহংসরব জিনি চরণে নূপূর ধ্বনি
দশ নখে দশ চান্দ ভাসে।
কোকনদ-দর্পহর বেষ্টিত যাবক-বর*
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥
রাম-রম্ভা জিনি উরু নিবিড় নিতম্ব গুরু
কেশরি জিনিয়া মধ্যদেশ।
মধুর কিঙ্কিণী বাজে পরিধান পাটসাজে
বচন-গোচর নহে বেশ॥
রাজহংস মন্দগতি হেম জিনি দেহ-জ্যোতি
গজকুম্ভ চারু পয়োধর।
তাহে শোভে অনুপাম মণি মুকুতার দাম
যেন গঙ্গা সুমেরু-শিখরে॥

---

* কর (অঃ বঃ কাঃ)

হেমমণি-হার ছলে কিবা সে তাঁহার গলে
স্থির হৈয়া সৌদামিনী বসে।
নিরুপম পরকাশ মন্দ সুমধুর হাস
ভঙ্গী নব শিখিবার আশে॥
বন্ধুক-কুসুম-ছটা ললাটে সিন্দুর-ফোঁটা
প্রভাত কালের জিনি রবি।
অধর বিদ্রুম-জ্যোতি দশন মাণিক্য-পাঁতি
দুহু সে বদল করে ছবি॥
কপালে সিন্দুর-বিন্দু নব অরবিন্দবন্ধু
তাহে শোভে চন্দনের বিন্দু।
করিয়া তিমির মেলা ধরিয়া কুন্তলছলা
বন্দী সে করিলা রবি ইন্দু॥*
তিলফুল জিনি নাশা † বলুকি জিনিয়া ভাষা
ভ্রূয় যুগ চাপ সহচর।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশীমুখী
শিরোরুহ অসিত চামর॥
শ্রবণ উপর দেশে হেম মুকুলিকা ভাসে
কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘমাঝে যেমন বিজুরি সাজে
পরিহরি চাপল্যতা দোষে॥
অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ ভুবনে উপমা ৰঙ্ক
মণিময় মুকুট মণ্ডন।
হাসিতে বিজুলি খেলে শ্রবণে কুণ্ডল দোলে
হেম মুকুলিকা সুশোভন॥

---

* নব ইন্দু (কাঃ)
† বনপ্রিয় (অঃ বঃ)

প্রভুর ইঙ্গিত পায়্যা আদ্য দেবী মহামায়া
স্থষ্টি স্থজিবারে কৈল মন।
উমাপদ-হিতচিত রচিলা নূতন গীত
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

গৌরীরাগ।

*বেদদেব নানামূর্ত্তি হৈল মহাশয়।
হেম হৈতে বস্তুত কুণ্ডল ভিন্ন নয় ॥
প্রকৃতিতে তেজ প্রভু করিলা আধান।
রূপবান্ হৈল তার তনয় মহান ॥
মহতের পুত্র হৈলা নাম অহঙকার।
তাহা হৈতে হৈলা স্থষ্টি সকল সংসার ॥
অহঙ্কার হৈতে হৈলা এই পঞ্চজন।
পৃথিবী উদক তেজ আকাশ পবন ॥
এই পঞ্চজনে লোক বলে পঞ্চভূত।
ইহা হৈতে প্রাণীবর্গ হইলা বহুত ॥
গুণভেদে একদেব হৈল তিনজন।
রজগুণে দেবরাজ মরাল-বাহন ॥
সত্বগুণে বিষ্ণুরূপে করেন পালন।
তমগুণে মহাদেব বিনাশ-কারণ ॥
ব্রহ্মার মানস পুত্র হৈল চারিজন।
সনতকুমার সে সনক সনাতন ॥

---

* একদেব অঃ বঃ কাঃ

সনন্দ হৈলা তার চারির পূরণ।
কৃষ্ণকথা বিনে তার অন্য নহে মন॥
প্রপঞ্চ সকল কথা এক হরি নিত্য।
চারি ভাই কৃষ্ণ গান হয়্যা সাবহিত॥
চারিজনে বুঝিলেন হরিভক্তিসুখ।
পিতৃবাক্য না শুনিলা সংসার-বিমুখ॥
চারি পুত্র তেজিলা বাপের অনুরোধ।
বিধাতার হৃদয়ে বাড়িলা বড় ক্রোধ॥
সেই ক্রোধ ভুরুযুগে রহে বিধাতার।
তথি দেব হৈল নীললোহিত কুমার॥
বাল্যভাবে মহাদেব করেন রোদন।
নাম ধাম জায়া মোর কর নিয়োজন॥
বিচারিয়া রুদ্রনাম থুইল প্রজাপতি।
মন্যমনু মহিন্যস শিব পশুপতি॥
হৃদয় ইন্দ্রিয় ব্যোম বায়ু বহ্নি জল।
মহী চন্দ্র দিবাকর দিলা তারে স্থল॥
ধৃতি *বৃদ্ধি ইলা সপি শিবা অসিলোমা।
একভাবে ছয় নারী ভজিবেক তোমা॥
সৃষ্টিকর পুত্র তোর বাড়ু পরমাই।
আজ্ঞা লয়্য লয়্য যেন বড় চারি ভাই॥
ব্রহ্মার আদেশে সৃষ্টি করিলা শঙ্কর।
সৃজিল প্রমথ ভূত দানা নিশাচর॥
জটা ভস্ম হাড়মালা বিভূতি ভূষণ।
দেখিয়া বিধাতা কৈল সৃষ্টি নিবারণ॥
ভয়ঙ্কর সৃষ্টি পুত্র না কর ঘটন।
তপস্যা করিয়া ভজ দেব নারায়ণ॥

---

*বৃদ্ধি কাঃ অঃ বঃ

পিতৃবাক্যে দিল হর তপস্থায় মন।
তবে জন্মাইল ব্রহ্ম ঋষি দশজন ॥
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ভৃগুদক্ষক্রতু।
পৌলস্ত্য পুলহ হৈল সংসারের হেতু ॥
বশিষ্ট হইল দেব মুনি মহাতপা।
নারদ হইল যারে কৈলা হরি কৃপা ॥
আপনার তনুধাতা কৈল দুইখান।
বামভাগে হৈল নারী দক্ষিণে পুমান্ ॥
নারী শতরূপা রূপবতী বরতনু ;
পুরুষ হইলা স্বায়ম্ভুবা নামে মনু ॥
মনুরে কহিলা ব্রহ্মা সৃষ্টির বিধানে।
নিবেদন মহামনু ব্রহ্মার চরণে ॥
সৃষ্টি সৃজিবারে আজ্ঞা করিলে গোঁসাঞি.
কোথা প্রজা বসিব এমন স্থল নাই ॥
যুগে যুগে প্রজাসৃষ্টি আছিল ধরণী।
অসুরে হরিয়া নিল পাতাল সরণী ॥
এ বোল শুনিয়া ব্রহ্মা হইলা চিন্তিত।
নাসাপথে বরাহ নির্গত আচম্বিত ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
ধরণীর প্রবন্ধে নাচাড়ি গাব গীত ॥

অচিন্ত্য অনন্ত মায়* ধরিয়া বরাহকায়
অঙ্গে শোভে যজ্ঞপত্রজাল।

---

* রায় (কাঃ বঃ)

ধরোঙ্কারে মহারম্ভ প্রলয় জলধি অন্ত

প্রবেশিয়া পাইল পাতাল ॥

দশনে ধরণীধরি হিরণ্যাক্ষ বীরে মারি

তল হৈতে করিলা উত্থান ।

দশন কুন্দের আভা তথি দেবী পান শোভা

তমাল শ্যামলা বসুমতী ।

যেন করি দন্তমাঝে সপত্র পদ্মিনী সাজে

বিধি সিদ্ধ ঋষি কৈল স্তুতি ॥

জলের উপরে ক্ষিতি আরোপি ভুবনপতি

শরীর ঝাড়েন ঘনেঘন ।

উঠে বিন্দু সটা ধৃত * ভুবন করয়ে পূত

স্বরণ† মহ তপ সত্য জন ॥

জল তেজি দেবরায় সঘনে ঝাড়েন কায়

অঙ্গে হৈতে লোমচয় খসে ।

পাইয়া ধরণীগর্ভ তথি হৈল ছয় দর্ভ

মথবিঘ্ন খণ্ডে যেই কুশে ॥

---

* বিন্দু ছটা ধৌত (অঃ বঃ)

† শিরোরুহ (অঃ বঃ)

অখিল-পর্ব্বত-গুরু মধ্যে আরোপিলা মেরু
মন্দার-প্রমুখ গিরিচয় ।
গন্ধমাদন মাল্যবান নীল শ্বেত শৃঙ্গবাণ
হেমহিমকূট হিমালয় ॥
প্রথম উদয়গিরি পাছে অস্তেশশিখরী
চৌদিগে বেড়িত লোকালোক ।
বাহিরে কাঞ্চন ক্ষিতি তায় যোগেশ্বর গতি *
দেখি বিধাতার ঘুচে শোক ॥
অপরূপ অবতার হৈল প্রভু শিশুমার
ঊর্দ্ধপুচ্ছ হেট যার মাথা ।
তথি রাশিচক্রভর † ফিরে প্রভু নিরন্তর
গ্রহতারাগণ বৈসে তথা ॥
সুমেরুশিখরভাগে রবিরথযন্ত্র লাগে
বেড়িয়া ফিরয়ে দিবাকর ।
গতাগত করি লক্ষ দিন নিশা মাস পক্ষ
হৈলা ঋতু অয়ন বৎসব ॥
উর্দ্ধলোক হৈতে গঙ্গা প্রবল চপলভঙ্গা
মেরুশৃঙ্গে হৈল চারিধারা ।
সিতা ভদ্রা বঙ্কু নাম অশেষ পুণ্যের ধাম
অলকনন্দিনী তীর্থবরা ॥
বৈবস্বত রাজধানী তথা মনু নৃপমণি
শতরূপা সঙ্গে কৈলা বাস ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রাজা কৈলা মঙ্গল প্রকাশ ॥

শতরূপা মনু সঙ্গে ক্রীড়া কূতূহলে ।
গুণযুত দুই সুত হৈল কথোকালে ॥

---

* তথি যোগ বসুমতি (কাঃ) যোগেশ্বর পতি (বঃ)
† ধব (কাঃ) যোগের সুমতি (অঃ)

জ্যেষ্ঠ সুত প্রিয়ব্রত হৈল নৃপবর।
রথচক্রে হইল যার এ সাত সাগর॥
কনিষ্ঠ উত্তানপাদ বিখ্যাত ভুবনে।
ধ্রুব নামে পুত্র যার বিদিত পুরাণে॥
তিন কন্যা হৈল তার রূপগুণবতী।
আকৃতি প্রসূতি নাম আর দেবহুতি॥
আকৃতির বিভা দিল রুচি মুনিবরে।
যৌতুক দিলেন রথ তুরঙ্গ কুঞ্জরে।
কর্দ্দম মুনিরে মনু দিল দেবহুতি।
যৌতুক দিলান নানা ধন প্রজাপতি॥
প্রসূতিরে পরিগ্রহ কৈল দক্ষমুনি।
জন্মিল তাহার ষোল তনয়া রূপিনী।
ষোড়শ কন্যার মধ্যে মোক্ষ কন্যা সতী।
বন্দি মোক্ষ হেতু দেবী আপনে প্রকৃতি॥
নারদের উপদেশে দক্ষ প্রজাপতি।
মহাদেবে বিবাহ দিলেন কন্যা সতী।
নানা ধনে যৌতুক পুরিয়া অভিলাষ।
বরকন্যা দক্ষমুনি পাঠাল্যা কৈলাশ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি। ইতি সৃষ্টি পালা সমাপ্ত।

অথ ভৃগু মুনির যজ্ঞারম্ভ।

এমন সময়ে ভৃগু বিরিঞ্চি-নন্দন।
বৃহস্পতি আদি* যজ্ঞ কৈলা আরম্ভন॥
চারি বেদ পণ্ডিত অঙ্গিরা যার হোতা।
সভাসত হৈল তাহে আপনি বিধাতা॥

* আনি (অঃ বঃ কাঃ)

দেবকুলে নিমন্ত্রণ দেন ভৃগুমুনি।
ঘরে ঘরে দেন বার্ত্তা নারদ আপনি ॥
আইলান চক্রপাণি চাপিয়া গরুড়।
বৃষভবাহনে দেব আল্যা চন্দ্রচূড় ॥
মহিষে চাপিয়া আইলা চতুর্দ্দশ যম।
হরিণ উপরে উনপঞ্চাশ পবন ॥
রাশিচক্র সহিত আইলা গ্রহগণ।
রথে দশলোকপাল হৈল আরোহণ ॥
মরীচি কশ্যপ আদি যত দেবঋষি।
যজ্ঞ দেখিবারে সবে হৈলা অভিলাষী ॥
কেহ রথে কেহ গজে কেহ তুরঙ্গমে।
আইলান দেবঋষি ভৃগুমুনি-ধামে ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী আদি যত দেবীগণ।
বিমানে চাপিয়া আইলা ভৃগুর সদন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল মুনি বসিতে আসন।
মধুপর্ক দিয়া দিল নানা আয়োজন ॥
সিদ্ধান্ত করয়ে কেহ করে পূর্ব্বপক্ষ।
এমন সময়ে তথা আইলা মুনি দক্ষ ॥
দক্ষ দেখি সুর মুনি করিলা উত্থান।
বিধি বিষ্ণু শিব বিনে হৈলা পরণাম ॥
অনত দেখিয়া শিবে দক্ষ কাঁপে রোষে।
দেবগণে নিবেদন শ্রীমুকুন্দ ভাষে ॥

অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

———

দক্ষের শিবনিন্দা।

শুন হে সভার লোক .এ মোর দারুণ শোক
এই শিব আমার জামাতা।
আমি আলুঁ মখস্থান না করে আমার মান
নাহি ত নত কৈল মোরে মাথা॥
নারদে বলিব কিয়ে তার বাক্যে দিল ঝিয়ে
হেন ক ভাঙ্গড় অধিপাপে।
ত্রিলোকে প্রশংসে যারে অনলে ফেলিল তারে
তনু শুখাইল পরিতাপে॥
নাহি জানি আদি মূল কিবা জাতি কিবা কুল
নাহি জানি কেবা পিতামাতা।
আমি ছার মন্দধিয়ে অনলে ফেলিল ঝিয়ে
সভামধ্যে লাজে হেট মাথা॥
অঙ্গে রাগ চিতাধুলি কাখেতে নাগ্যের ঝুলি
বিষধর উত্তরী বসন।
হেন অমঙ্গলধাম শিব থুল্য কেবা নাম
দেববুদ্ধি ক'রে কোন জন॥
জক্ষ দানা প্রেত ভূত বসতি সবার যুত
সহযোগে শয়ন ভোজন।
জাতির নাহিক স্থিতি হেনজন দিগপতি
দেবকুলে কেবল গঞ্জন॥
চাহিবারে ভাল ভাল নিজকুল কৈলু কাল
বাম হৈল আমারে বিধাতা।
গলাতে হাড়ের মালা শ্মশানে বিনোদ শালা
হেন জন আমার জামাতা॥

সতী ঝিয়ে গুণনিধি তারে বিড়ম্বিলা বিধি
পতি সে দরিদ্র দিগম্বর।
কূলে হীন বড় দোষ মনে নাহি পরিতোষ
অপযশ কাল দিগান্তর॥
শ্বশুর যেমন তাত তারে না যুড়িল হাথ
সভাতে করিল অপমান।
লয় লোকে অনুরাগ ঘুচুক যজ্ঞের ভাগ
বেদপথে নয় অবধান॥

মহামিশ্র ইত্যাদি * * *

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ।

এমন শুনিয়া নন্দী দক্ষের বচন।
কোপে কম্পবান্ তনু লোহিত লোচন॥
দক্ষে শাপ দিতে নন্দী কুশ লৈলা হাথে।
নাই হবে দক্ষ তোর মতি মুক্তপথে॥
মহাদেবে যেই মুখে বল কুবচন।
অচিরাতে হবে তোর ছাগল-বদন॥
পরস্পর দুই জনে হৈল প্রতিকূল।
শ্বশুর জামাতা হৈল ভুজঙ্গ নকুল।
বিধি—করি সাবধান।
পূজা পায়্যা গেলা সভে যার যেই স্থান॥
শঙ্কর বিমনা হয়্যা চলিলা কৈলাশ।
দক্ষ প্রজাপতি গেলা আপন নিবাস॥

জামাতা শ্বশুরে দ্বন্দ হৈল বহুকাল।
দক্ষের হৃদয়ে তাপ বাড়িল বিশাল ॥
কতকালে ব্রহ্মা কৈল দক্ষের সম্মান।
সকল পুত্রের মধ্যে করিল প্রধান ॥
ব্রাহ্মণের রাজা করি ধরাইল ছাতা।
প্রসাদ করিল তারে কনক পইতা ॥
ব্রাহ্মণে পালিতে তারে বুদ্ধি দিল বিধি।
এই হেতু কুলে ওঝা হইল পালধি ॥
ব্রহ্মার প্রসাদে দক্ষ হৈল মহাদম্ভ।
শুভক্ষণ করিয়া করিলা কর্ম্মারম্ভ ॥
নিমন্ত্রণ দিল দক্ষ দেব নাগ নরে।
কহিলা নারদমুনি সভাকার ঘরে ॥
বিধি বিষ্ণু শিব বিনে যত দেবগণ।
নাগ নর ঋষি আল্যা যজ্ঞের সদন ॥
আকাশে শুনিয়া বিমানের কোলাহল।
দক্ষের দুহিতা দেবী হইলা চঞ্চল ॥
লোকমুখে শুনিয়া দক্ষের ক্রতুবর।
নিবেদন শঙ্করে করিয়া জোড়কর ॥
দক্ষ প্রজাপতি নাথ তোমার শ্বশুর।
তার মখে তিন লোক চলিছে প্রচুর ॥
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস।
পিতার উৎসব শুনি বড় অভিলাষ ॥
নিমন্ত্রণ বিনে যাবে এই মাথা কাটা।
আমার প্রসঙ্গে গৌরী পাবে বড় খোঁটা।
নিমন্ত্রণ বিনে যাব পিতার সদন।
ইথে দোষ নাই দেব লোকের গঞ্জন ॥
এমন বলিয়া ধরে শিবের চরণ।
নয়ান নির্গত-নীর গদগদ ভাষণ ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

শিবের নিকট গৌরীর প্রার্থনা।

অনুমতি দেহ হর যাইব বাপার ঘর
যজ্ঞ মহোৎসব দেখিবারে।
ত্রিভুবনে যত বৈসে চলিলা বাবার পাশে
তনয়া কেমনে প্রাণ ধরে॥
চরণে ধরিয়া সাধি কৃপা কর কৃপানিধি
যাব পঞ্চ দিবসেব তরে।
চিরদিন আছে আশ যাইতে বাপেব বাস
নিবেদন নাই করি ডরে॥
পর্ব্বত-কন্দরে বসি নাহি পাশে সুপড়সি
সীমন্তে সিন্দুর দিতে সখী।
একদিন যথা যাই যুড়াইতে নাই ঠাঁই
বিধি মোরে কৈল জন্মদুঃখী।
সুমঙ্গল সূত্র করে আইলুঁ তোমার ঘরে
পূর্ণ হৈল বৎসর ছয় সাত।
দূর কর অপরাধ পূরহ আমার সাধ
মায়ের রন্ধনে খাব ভাত॥
পিতা মোর পুণ্যবান করিবে অনেক দান
কন্যাগণে করিবে ব্যভার।
অভরণ পরিধান আমি আগে পাব মান
ভেদবুদ্ধি নাহিক বাপার॥
শুনিয়া আমার বাণী কহিলেন শূলপাণি
শুন সতী আমার বচন।
বাপঘরে যদি চল তবে না হইবে ভাল
তাহে তুমি ত্যজিবে জীবন॥

হৃদয় মিশ্রের সুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারি অনেক পুরাণ।
দামিন্যা-নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

গৌরীর দক্ষালয় গমন।

যাইবারে অনুমতি নাই দিলা পশুপতি
দাক্ষায়ণী হৈলা কোপবতী।
হইয়া সভারে বামা চলিলা ভৃকুটী-ভীমা
য়েকাকিনী বাপের বসতি।
হইয়া উন্মত্ত-বেষা জান চণ্ডী মুক্তকেশা
না সুনিঞা শিবের বচন।
শিবের আদেশ পায়্যা পিছে নন্দি জায় ধায়্যা
বৃষবের করিয়া সাজন॥
সারীকা কন্দুক পেড়ি পিছে লৈয়া ধায় চেড়ি
কেহ লয় বিউনী দর্পণ।
পুরিয়া সুগন্ধি বারী কেহ লৈয়া ধায় ঝারী
শ্বেতছত্র লয় কোন জন॥
ধাইলা অনেক সেনা সঙ্গে প্রেত ভূত দানা
নাকা চোকা দুই সেনাপতি।
ডান্যা বামে দানা ধায় রাঙ্গা ধূলা মাখে গায়
দেখি হরশীতা হৈলা সতী।

বৃষ যোগাইলা নন্দী চাপে চণ্ডী শিব বন্দী
শিরে ছত্র নন্দি সে ধরান।
না জানী চলেন কত তিন দিবসের পথ
দুই পরে করিলা পয়ান ॥
পাইলা বাপের গ্রাম সুনিঞা সতির নাম
প্রসুতি আইলা বেগবতি।
কোলেতে করিয়া সতি প্রসুতি পুলক অতি
কৈলা চণ্ডী মায়েরে প্রণতি ॥
আনিঞা আপন ঘরে প্রসুতি দিলেন তারে
পাদ্য অর্ঘ্য কনক আসন।
জতেক ভগিনীগণ সভে কৈলা আলিঙ্গন
ঘরের কুশল জিজ্ঞাসন ॥
জননী ভগিনী সঙ্গে ক্ষণেক থাকিয়া রঙ্গে
জান চণ্ডী যজ্ঞের সদন।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

জননী ভগিনী সঙ্গে করি সম্ভাসন।
সত্বরে চলিলা দেবী যজ্ঞের শদন ॥
দক্ষের চরণে গিয়া করিল প্রণতি।
হেটমুখে আসীশ করিলা প্রজাপতি ॥
আইয়াতে জাউক কাল খণ্ডুক দুর্গতি।
চিরজীবি হউক স্বামি সুস্থির সুমতি ॥
না দেখিয়া যজ্ঞশালে শিবের পূজন।
কোপে কম্পবান তনু বাপে নিবেদন ॥
শুন বাপা তোমারে করি যে অভিমান।
সতি ঝিয়ে তোমার টুটীল অবধান ॥
ধর্ম্ম আদি তোমার জতেক বন্ধুজন।
সভারে আসিতে মখে দিলা নিমন্ত্রণ ॥

শিবে নিমন্ত্রণ নাহি দেহ কি কারণে।
সম্পদে মাতিয়া বাপা না দেখ নয়নে ॥
অন্য জামুতারে দিলা বস্ত্র অলঙ্কার।
শিবপক্ষে ভাল নহে তোমার বেভার ॥
দুরাদৃষ্ট ফলে আমি তোমার দুহিতা।
না করিল পুণ্য কর্ম্ম কি কহিব কথা ॥
যেমন শুনীঞা দক্ষ সতির বচন।
নিন্দীয়া বলেন বাণী সুনে সর্ব্বজন ॥
অভয়া ইত্যাদি ॥

দক্ষের শিবনিন্দা।

কহিতে উচিত কথা পাহ পাছে মনে বেথা
জে য়াছিলা কপালে লিখন
তোমার কর্ম্মের গতি স্বামি হৈলা বামপথি
যজ্ঞেতে আনীব কি কারণ।
পরিধান বাঘছাল গলাতে হাড়ের মাল
বিভূতি ভূষণ শোভে অঙ্গে
শ্মশানে জাহার স্থান কেবা তার করে মান
প্রেত ভূত চলে জার সঙ্গে।
আরোহণ বৃষবরে শিঙ্গ সে ডমরু করে
খায় শিব ধতুরার ফল
† নাগে বড় অভিলাস ফণির উত্তরি বাস
ফণিহার ফণির কুন্তল।

---

† ভাঙ্গে (অ, ব, কা,)।

জনমঃদুঃখিনী হৈলা বামপথি স্বামি পাল্যা
ডেড়ি অন্ন নাহি থাকে বাসে
অনুচীত অনাচার ————ব্যভার *
দেখিয়া সকল লোক হাসে।
আরাধিয়া পশুপতি পাইলা পশুর গতি
অহি সঙ্গে একত্র মিলনে
শিব-শিরে শশীকলা অহি সঙ্গে করে মেলা†
দুইজন বঞ্চিত ভুবনে।
শুন ঝিয়ে মোব বাণী যজ্ঞে যদি তারে আনি
অবস্য হইব যজ্ঞনাশ
স্থনিয়া শিবের গুণ অন্য জত দেবগণ
য়েক ঠাঁই না করে নিবাস।
আমি ত ব্রহ্মার স্থত ত্রিভুবনে স্থবিদীত
তাহার স্থনহ অবেভার
ভৃগুর যজ্ঞের স্থানে স্থর মুনী বিদ্যমানে
মোরে নাহি কৈল নমস্কার।
যেতেক রাগের কথা স্থনীঞা যগতমাতা
রোশেতে কাঁপেন থর থর
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
প্রকাশে ব্রাহ্মণ মহিধর।

---

* মাথায় জটাব ভার (কাঃ)

† যার (কাঃ ব, অ,)

সতীর দেহত্যাগ।

শিবনিন্দা শ্রবণের করি প্রতিকার
তোমার অঙ্গজ তনু না রাখিব আর।
সমুদ্রমন্থনে ঘোর উঠিল গরল
তিন লোক দহে তায় প্রলয়-অনল।
হেন বিষ খায়্যা শিব রাখিলা যগত
সম্পদে বিমূঢ় মতি না জান মহত্ব।
পিনাক ধনুক যার অনন্ত সিঞ্জীনী
আপনে হইলা শর জায় চক্রপাণী
লোক-ঋপু ত্রিপুর দহন কৈলা হর
হেন জনে কি কারণে কহ অনোত্তর।
চরণ-নিছনি ফুল চরণের রজ
দুর্লভ মানীঞা জার আশা করে অজ
সুর নর নাগ শিবে করয়ে পূজন
তোমা বিনা দোষ তার দেখে কোন জন।
গুরূনিন্দা সুনী কিবা আচ্ছাদি শ্রবণ
জেবা নিন্দা করে তার করিয়ে শাসন।
সেই স্থান ছাড়ি কিম্বা জাই অন্য স্থান,
পাপ প্রতিকার হেতু ছাড়ি কি পরাণ।
মনেতে চিন্তিয়া গৌরি শিবের চরণ
দৃঢ় করি ভগবতী পরিলা বসন।
যোগেতে তেজিলা তনু যগতের মাতা
মুকুন্দ গাইলা গৌরি মঙ্গলের গাঁথা।

দক্ষযজ্ঞ নাশে শিব-দূতের গমন।

সুর নর নাগ সভে করে হাহাকার
সভে বলে দক্ষযজ্ঞে হৈলা মোহামার ॥
জত বন্ধুজন মিলী কৈল কোলাহল।
যোগবলে তার অঙ্গে জ্বলিলা অনল ॥
যজ্ঞস্থানে সতি যদি তেজিলা জীবন।
যজ্ঞ নাসিবারে শে ধাইল দানাগণ ॥
বিপক্ষ নাসীতে দক্ষ দিলান আহুতি।
যজ্ঞ হইতে উঠিলা অনেক সেনাপতি ॥
রথ তুরঙ্গম পত্তি উঠিল কুঞ্জর।
খরবাণে দানাগণে করিলা জর্জ্জর ॥
রণভঙ্গ দিয়া সবে চলিলা সত্তরে।
বৃষ লৈয়া যায় নন্দী বহিয়া সমরে ॥
শিবের কিঙ্কর যদি হইলা হোতাশ।
ধাউয়াধাই সবে মিলি চলিলা কৈলাস ॥
উর্দ্ধমুখে বার্ত্তা নন্দী দিলা মহেশ্বরে।
লোটাইয়া কান্দে শিব মহির উপরে।
ছিণ্ডিয়া ফেলিলা যেক *——জটা।
বীরভদ্র ক্ষেতী হৈলা সঙ্গে বীরঘটা ॥
তিন সূর্য্য জিনি তার তিন বিলোচনে।
মাথার মুকুট তাঁর লাগিলা গগনে ॥
হাথে শূল প্রণমিঞা কৈল নিবেদন।
কি কাজ্য করিবা আজ্ঞা করিবা পালন ॥

---

* মহীতলে এক (কাঃ)

তাঁরে পান দিলা শিব যজ্ঞ বিনাশীতে।
বিশেষ কহিলা তারে দক্ষেরে বধিতে ॥
পান লইয়া বীরভদ্র যায় লঘুগতি।
নন্দী মণীমান আদি সঙ্গে সেনাপতি ॥
আগে নন্দী ধাইলা ত্বদীকে নাকা চোকা।
কত কত শেনা ধায় নাহি তার লেখা ॥
সঙ্গে শোল কোটী লাও প্রেত ভূত দানা।
দামা দড়মশা বাজে ব্যালিশ বাজনা ॥
শেনাগণ কোলাহল কিছুই না স্থনী।
তীরহীত ধূলাতে হইলা দিনমণী ॥
যজ্ঞশালে বীরভদ্র দিলা দরশন।
যজ্ঞশালা ভাঙ্গয়ে সকল দানাগণ ॥
প্রাণভয়ে দ্বিজবর দেখাল্যা পৈইতা।
পরাণে না মারে দানা মারে লাথালোথা ॥
অধ্বর নাশীতে হৈলা বীরের পয়াণ।
অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান ॥

দক্ষযজ্ঞভঙ্গ।

পশারিলা বীরভদ্র যজ্ঞ নাশীবারে।
দক্ষের নিজপুর ভাঙ্গিয়া করে চুর
কেহ ত নিবারীতে নারে ॥
ব্রাহ্মণে ধরিয়া পুথি লয় কাড়িয়া
ডোর দিয়া দ্বিভুজ বান্ধে।
বামণেরে না মার বামণেরে না মার
বলিয়া দ্বিজবর কান্দে ॥

বেগে হোতা ধায় দানা ধরিয়া তায়
পাড়িয়া উপাড়য়ে দাড়ী।
ছিণ্ডিলান বসন ভাঙ্গিলেক দশন
শ্রুপের মারি কেহ বাড়ী॥
দক্ষের আগুদল ধাইলা গজবল
লোহার মুদ্গর মুণ্ডে।
কোপিয়া বীরবর করিলা জর্জ্জর
মুটকি মারি সে মুণ্ডে॥
দক্ষের বীরবর ছাড়য়ে খরশর
মেঘে যেন পানি-পশলা।
বাজিয়া বীরের গায় বাণ পাছু যন যায়
পুষ্পের জইছন মালা॥
করিবর-শুণ্ডে ধরিয়া মুণ্ডে
মুটকে মারি দেই টান।
ছিণ্ডে করি-শুণ্ড ভাঙ্গিল নো মুণ্ড *
কাকড়ি জেন খান খান॥
ধরিয়া সে রণে তুরঙ্গ চরণে
মাথায় তুলি দেই নাড়া।
ছাড়ি নিজ অঙ্গ পড়িলা তুরঙ্গ
করে তার রহিল ফড়া॥
বীরবর লম্ফে বসুমতি কম্পে
অষ্ট কু † চলাচল ফিরে।
ছাড়িয়া মণীগণ পড়িলা ফণীগণ
ফণীপতি-মাথা ফিরে॥
উভ করি পানী নাচে বীরমনি ‡
করিবর গাথিয়া শুলে।

---

* ভাঙ্গিল মুণ্ড (অ, ব, কাঃ)

† কুলাচল (অ, ব, কা,)

‡ (কা, অ,)

শূনীতে করি পানা পান করিয়া দানা
নাচয়ে কেহ দণ্ড হান ॥ *
হইয়া অচেতা পালায় প্রচেতা
বীর তায় ধরিয়া বান্ধে।
কয়্যা প্রিয় বচন ছাড়াল্যা কোন জন
পইতা সে দেখাইয়া কান্দে ॥
ভগের † বিলোন করিলা বিবেচন
পুষার ভাঙ্গিলান দন্ত।

---

* নাচয়ে কুতূহলে (কা,)

† ভগের লোচন কবিলা মোচন (কা,)
ভবের লোচন কবিল মোচন (অ,)
ভৃগুর লোচন করিল বিলোচন (ব,)

দক্ষের ছাগমুণ্ড।

দক্ষযজ্ঞ নাশি বীর মনে অভিলাস।
দণ্ডমাত্র বীরভদ্র আইলা কৈলাস ॥
সঙ্গে ষোলকোটী লড়ে প্রেত ভূত দানা।
দামামা দগড় কাড়া ব্যাল্লিশ বাজনা ॥
প্রণাম করিয়া শিবে কৈল নিবেদন।
প্রসাদ করিয়া তাবে দিলা নানাধন ॥
এমন দক্ষের মথ শুনি বিনাশন।
তপস্যায় মন দিলা দেব পঞ্চানন ॥
ছাগলের মুণ্ড দক্ষে কবিল জোড়ন।
কৃষ্ণেব কৃপায় দক্ষ পাইল জীবন ॥
অভয়াব চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (ব)

সতীস্কন্ধে শিবেব ভ্রমণ।

বৈরাগে চলিলা ত্রিলোচন।
ব্রহ্মা আদি পুরন্দরে রহাবারে যত্ন করে
নাঞি শুনে কাহার বচন ॥

শূর্য্যের উভ ঘোড়া বেগেতে ছিণ্ডি দড়া
দিকের পাইলান অস্ত ॥

সতীকে লইয়া শূলে তুলিয়া স্কন্ধের মূলে
ত্রিভুবন করেন ভ্রমণে।
কাটিতে সতীর শব জগতের নাথ দেব
অনুমতি দিল সুদর্শনে ॥
চক্রকীট রূপ ধরি শরীরে প্রবেশ করি
গ্রন্থে গ্রন্থে কাটিতে লাগিল।
বাম চরণ নিলা পড়িল যে ঘাটশিলা
তার নাম রুক্মিণী হইল ॥
দক্ষিণচরণবরে পড়িল যে যাজপুরে
তার নাম হইল বিরজা।
দেবতা সকল মেলি সিদ্ধপীঠ তারে বলি
সুরপতি তার করে পূজা ॥
চক্রে সব্য হাথ কাটে পড়ে রাজবোলহাটে
বিশাললোচনী মাহেশ্বরী।
সতীর দক্ষিণ হাথ বালিডাঙ্গায় হৈল পাত
রাজেশ্বরী বলি নাম ধরি ॥
তবে সদাশিব রায় মহা পরিশ্রম পায়
খীরগ্রামে করিলা বিশ্রাম।
তাহে পৃষ্ঠদেশ পড়ে দেবের আনন্দ বাড়ে
যোগাদ্যা হইল তার নাম ॥
তবে প্রভু ধূর্জ্জটে গেলেন নগরকোটে
দিবসেক রহিলা পিনাকী।
মস্তক কাটে চক্রকীট সেই মহা সিদ্ধপীঠ
তার নাম হৈল জ্বালামুখী ॥
তবে ত দেবের রাজ উত্তরিলা হিংলাজ
নাভিস্থল পড়িল তথায়।
দেবকরে তন্ত্র মান সেই মহা সিদ্ধস্থান
জপিলে পাতক নাশ পায় ॥

সঙ্গতি দানা ঘটা ধাইলান লঙ্গটা
মুতয়ে যজ্ঞের কুণ্ডে।

ঈশানে ঈশান যায় উত্তরিলা কামিখ্যায়
তথা হৈল দেবীপ্রিয়স্থান।
মধ্য অঙ্গ কাটে কীট সেই মহা সিদ্ধপীঠ
কাঙরূপ কামাখ্যা তার নাম॥
তবে ত কৈলাসবাসী উত্তরিলা বারাণসী
বক্ষঃস্থল পড়িল তাহাতে।
বিশালাক্ষী রূপ হৈল সর্ব্ব দেব পূজা কৈল
উঠে শিব শূল করি হাথে॥
প্রভু শূল শূন্য দেখি স্নেহেতে সজল আঁখি
অস্থিখণ্ড পাইল শূল আগে।
কারুণ্য পদান্য বলি সেই অস্থি কণ্ঠে ধরি
ধ্যান করি বসিলেন যোগে॥
সিদ্ধপীঠ যতস্থান শঙ্কর সাধয়ে জ্ঞান
কার্য্য সিদ্ধ হয় জপগুণে।
শুন রে সাধক ভায়্যা এই স্থানে জপ গিয়া
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

বীরভদ্রের কৈলাস গমন।

এমতে দক্ষের যজ্ঞ করিয়া বিনাশ।
শিব সোঙরিয়া বীর চলিলা কৈলাস॥
পলায় সকল দেব বীরের তরাসে।
কেশ নাহি বান্ধে কেহ ছাড়য়ে নিশ্বাসে॥
পলায় ত্রিদশপতি গজেন্দ্রগমনে।
কাতর হইয়া বলে বীরের চরণে॥
নাকে মুখে রক্ত পড়ে সূর্য্য ধায় রথে।
পলাইতে ঠেকি গেল বীরভদ্র-হাথে॥
দন্ত ভাঙ্গি গেল বীর তোমার প্রহারে।
শিবের কিঙ্কর আমি না মারিহ মোরে॥

কবাট ভাঙ্গিয়া ভাণ্ডার লুটিয়া
ঘৃত মধু ঢালয়ে তুণ্ডে ॥

ধর্ম্মরাজ পলাইতে মহিষ উপরে।
ঠেকিয়া বীরের হাতে পড়িল ফাঁপরে ॥
পরাণে কাতর যম পড়িলা ভূমিতে।
শিবের কিঙ্কর বলি কুটা নিল দাঁতে ॥
কাতর হইয়া দেব পাইল জীবন।
শিব সোঙবিয়া সবে করিল গমন ॥
বীরভদ্র আসি শিবে করিল বন্দন।
প্রসাদ করিল তাবে দিয়া নানা ধন ॥
বীরভদ্র-মুখে শুনি যজ্ঞ বিনাশন।
তপস্যাতে মন দিল দেব পঞ্চানন ॥
সতীর বিচ্ছেদে হর ছাড়িয়া কৈলাস।
হিমগিরি পর্ব্বতে বৈসে হইয়া উদাস ॥
তথা উপস্থিত হইল কমল-আসন।
করজোড়ে ব্রহ্মা কহে বিনয় বচন ॥

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

তুমি দেব নিরঞ্জন তুমি অহঙ্কাব মন
তুমি দেব পুরুষ প্রধান।
সব তব অধিকার পরম কৈবল্যাধার
তুমি ব্রহ্ম তুমি দিব্যজ্ঞান ॥
স্থাবরজঙ্গমময় তোমা ভিন্ন কিছু নয়
ভাবিয়া বুঝিলুঁ তুমি এক।
এক বই নহে অন্য ঘটে ঘটে দেখে ভিন্ন
দুষ্টমতি দেখয়ে অনেক ॥
তুমি ধর্ম্ম নিরাকার তুমি সংসাবের সার
শুন গঙ্গাধর শূলপাণে।
ত্যজহ সকল বোষ আমি কৈলুঁ সব দোষ
অকালে প্রলয় কর কেনে ॥

দক্ষের কাটী শীর অনলে মোহাবীর
পেলাইলা যজ্ঞের কুণ্ডে।

অনাদি অনন্ত শিব তুমি বুদ্ধিময় জীব
আপনারে সৃজিলে আপনি।
গগন পবন জল, তেজ বসুমতী স্থল,
চারি বেদে তোমারে বাখানি॥
সৃজিয়া অমর নর করিলা আপন-পর
মহা অন্ধকারে দিলা মেলা।
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দেখ গড়িয়া ভাঙ্গিয়া রাখ
বালকে যেমন করে খেলা॥
তোমার মহত্ত্ব যত, যদ্যপি বৎসর শত
তবু কেহ বলিতে না পারে।
অতি মূঢ় হতজ্ঞানে, দক্ষ তোমা কিবা জানে,
না জানিয়া মৈল অহঙ্কারে॥
করপুটে মাগি বর জীয়াও অমর নর
বারেক দক্ষেরে কর দয়া।
শঙ্কর, সম্বর রাগ, ভুঞ্জহ যজ্ঞের ভাগ,
উপজিবে দেবী মহামায়া॥
শুনিয়া ব্রহ্মার বাণী বলে দেব শূলপাণী,
তোমার বচনে হৈলুঁ সুখী।
জীবেক অমর নর, সেই দক্ষ প্রজেশ্বর
উপজীবে দেবী চন্দ্রমুখী॥
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডির আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥

দক্ষেব জীবন-লাভ এবং হেমন্ত-গৃহে গৌরীর জন্ম।

ব্রহ্মার বচনে শিব পেয়ে মহাসুখ,
কহিতে লাগিলা শিব যত মনোদুখ॥

মুকুন্দ নিবেদন সুনহে সভাজন
মোহাদেব নিন্দার দণ্ডে ॥

তুমি কি না জান ব্রহ্মা দক্ষের চরিত।
যত অহঙ্কার তার তোমাতে বিদিত ॥
বারে বারে সহিনুঁ তোমাব মুখ-লাজে।
নাহি দেয় যজ্ঞভাগ দেবতার মাঝে ॥
বাপঘর বলিয়া আপনে গেলা সতী।
পাদ্য অর্ঘ্য নাহি দিল পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি ॥
যজ্ঞ-ভাগ নাহি দিল বসিতে আসন।
সেই অভিমানে সতী ছাড়িল জীবন ॥
বড় মনস্তাপ পাইনুঁ সতীর মরণে।
ক্ষমিব সকল দোষ তোমার কারণে ॥
এতেক বলিল যদি দেব পঞ্চানন।
চলিলা ব্রহ্মার সঙ্গে দক্ষের ভবন ॥
জীয়াবারে দক্ষেরে চলিলা দিগম্বব।
নন্দী আদি যোগায় বাহন বৃষবর ॥
চারি পায়ে বান্ধিল ঘাঘর উরুমাল।
পালান ভিড়িয়া বান্ধে কেঁদো বাঘছাল ॥
বাঘছাল পৃষ্ঠে শিব বৃষবরে সাজে।
মেঘের পশ্চাতে যেন ঐরাবত গজে ॥
বৃষবর চাপিয়া চলিলা ত্রিপুরাবি।
হিমালয়-শিখবেতে যেমন কেশরী ॥
বাসুকি সহস্র ফণা শিরে ছত্র ধবে।
অন্তরীক্ষে দেবগণ মঙ্গল উচ্চাবে ॥
ডাহিনে চলিল নন্দী বামে মহাকাল।
আগে পাছে দানা ধায় প্রথমে বেতাল ॥
দক্ষের সদনে গিয়া দিল দরশন।
প্রসন্ন বদন শিব মুক্তির কারণ ॥
পুরীখান দেখিল অঙ্গারভস্মময়।
অন্তবে হইলা হর পবম সদয় ॥

ঠাকুরাণীর জন্মপালা।

যজ্ঞনাশী শিবে বীর কৈলা নিবেদন।
প্রশাদ করিলা তাঁরে শিব নানাধন॥
সঙ্গে করি নন্দী নিজ সহচরগণ।
তপশ্যাতে মন দিলা দেব পঞ্চানন॥
যেমন দক্ষের যজ্ঞ সুনী বিনাশন।
বিধাতা আইলা তথা দেব নারায়ণ॥
ছাগমাথে দক্ষকন্ধে করিলা জোড়ন।
কৃষ্ণের কৃপায় দক্ষ পাইলা জীবন॥

হাতে জাপ্য মালা প্রভু বসিলা ধিয়ানে।
জীবসঞ্চাবিণী বিদ্যা মনে মনে গুণে॥
যার যেবা হস্ত পদ লাগে সঞ্চে সঞ্চ।
গায়ে উপজিল মাংস পড়িল লোমাঞ্চ॥
দক্ষে জীয়াইতে হর করে অনুবন্ধ।
মুণ্ড বিনা কেবল নড়িয়া ফিরে কন্ধ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে ধায় বড়ে।
আশে পাশে ঠেকিয়া সে ঘুরে ঘুরে পড়ে॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি সর্ব্ব দেব হাসে।
করপুটে বলে ব্রহ্মা শঙ্করেব পাশে॥
তোমার শ্বশুর দক্ষ হয় গুরুজন।
দোষ ক্ষমা কব কেন কর বিড়ম্বন॥
নাহিক শ্রবণ প্রভু নাহি হাত মুখ।
বিনা মুণ্ডে জীবন শবীরে কিবা সুখ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি বলে চন্দ্রচূড়।
দক্ষের কন্ধেতে জোড় ছাগলের মুড়॥
পূর্ব্বে শাপ দিল নন্দী দেবের সভায়।
দক্ষ পশুমুখ হবে খণ্ডনে না যায়॥

বিশ্বেশ্বরী হেন যজ্ঞ বিনাশ করিয়া।
পুন্যযুত দেখি হিমালয় কৈলা দইয়া॥
তুষার-সেখরী ভাগ্য নিবেদিব কিএ।
ভুবনজননী হৈয়া জার হৈলা ঝিএ॥
কে পারে মেনকা-পুণ্য করিতে গণন।
তাঁহার উদরে চণ্ডী লভিলা জনম॥
মৈনাকাদি জার ভাই পরম সুন্দর।
কাটীতে নারিলা যার পাখা পুরন্দর॥
লোক-মোক্ষ হেতু তার হৈলা কর্ম্মদীন।
হিমালয়-যশে লোক হৈলা অমলিন॥
দিনে দিনে বৃদ্ধিবতি শকলমঙ্গলা।
শীতপক্ষে জেমত বাড়য়ে শশীকলা॥
পর্ব্বত-রাজার ছিলা জত কুলাচার।
ওদন-প্রাশন আদি করিল তাঁহার॥
করিলা শ্রবণ-ভেদ পঞ্চম বরসে।
মনোহর বেষ চণ্ডী দিবসে দিবসে॥
অভয়া ইত্যাদি—

নন্দীর বচন কভু নহিবেক আন।
আর কিছু না বলিহ কব সমাধান॥
ছাগলের মুণ্ড ছিল যজ্ঞের ঘরে।
লাগিল দক্ষের কন্ধে শঙ্করেব ববে॥
আইলা গর্গ পরাশর যত মুনিগণ।
গন্ধ পুষ্প দিয়া কৈল শিবের অর্চ্চন॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
রত্নময় পুরী তার হইল তখন॥
যতেক অদিতি দিতি আদি দেবীগণ।
সভারে দিলেন বব অক্ষয় যৌবন॥
বব দিলা দক্ষে শিব পাও যজ্ঞফল।
স্থাপিলা যজ্ঞের ভাগ দক্ষেব সকল॥

ঠাকুরাণীর বাল্যখেলা।

হিমালয়ে বাড়েন চণ্ডীকা।
অন্য বেষ দিনে দিনে শোভা অলঙ্কার বিনে
দেখি সুখি হইল মেনকা।
উরুযুগ করিকর নাভি সে গভীর সর
দুই ভুজ মৃণাল শংকাশা।
বিমল্ অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার শোভা
অন্ধকার করয়ে বিনাশা।
গৌরীর দশনরুচি দেখিয়া দাড়িম্ববিচি
মলীন হইলা লজ্জাভরে।
হেন লখি অনুমানে অই শোক ভাবি মনে
পাককালে দাড়িম্ব বিদরে।
অধর বন্ধুকবন্ধু বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গগঞ্জন বিলোচন।

রুদ্রভাগ না দিয়া যেজন যজ্ঞ করে।
পিশাচ বেতাল আদি তাব যজ্ঞ হরে॥
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিত্তাধর।
স্তুতি করে শঙ্করে করিয়া জোড় কর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুইজনে হয়্যা একচিত।
বলিতে লাগিল সবে সংসারের হিত।
এই যজ্ঞে সতী যদি ছাড়িল শরীর।
তাঁহা বিনে সর্ব্বদেব হইল অস্থির॥
শুনিয়া হাসিলা প্রভু দেব ত্রিলোচন।
আকাশ প্রকাশে যেন চন্দ্রেব কিরণ॥
ততক্ষণে উপজিল অন্তরীক্ষ বাণী।
হেমন্তের ঘরে জন্ম লভিলা ভবানী॥ (ব.)

অতসী-কুসুম তনু ভ্রূয় যুগ কামধেনু *
সুগন্ধি চন্দন বিলেপন।
নাসীকা উপরে মোতি হিরক জড়িত শ্রুতি
বদন কমলে ভাল সাজে।
তবে তুলা দিতে পারি যদি অতি মনোহারী
তারা শোভে সুধাকর মাঝে।
গৌরীর বদন-শোভা লখিতে নারীয়া কিবা
দিনে চান্দ নাহি দেই দেখা।
মালীন্যতা য়ই শোকে না বিচারী সর্ব্ব লোকে
মিথ্যা বলে কলঙ্কের রেখা।
মুকুতার হার গলে সিন্দুর চন্দন ভালে
ভুজে শঙ্খ কঙ্কণ কেহ্বর †।
অশীত চামর কেশ কুণ্ডল শ্রবণদেশ
পদযুগে সুনাদ নুপুর।
স্থুলতা উদর ছিল বলেতে লুটিয়া নিল
উরস্থল জঘন দুজনে।
চরণ-চঞ্চলভাব নয়নে করয়ে লাভ
নব নৃপ আসিতে জৌবনে।
দেখিয়া গৌরীর রূপ চিন্তেন পর্ব্বত-ভূপ
কারে দিব য়েই কন্যা দান।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

---

* কামধনু (কাঃ)

† কেয়ূব

নারদাগমন।

হিমালয় অনুদিনা চিন্তেন অন্তর।

কুলশীল গুণবান নিজ বংশ শোভমান
কোথা পাব কন্যা-যোগ্য বর।
অকুলিনে দিলা স্থতা সভা মধ্যে হেটমাথা
বংশে বংশে থাকয়ে গঞ্জন।
মনে নাহি পরিতোষ লোক ঘোষে ধর্ম্মদোষ
কত পুণ্যে পাই কুলজন।
বিদ্যা-নিবেশীত মন যদি বা কুলিন জন
সদাচার বিনয়ে ভুশীত।
সকল জনের মাঝে অতিশয় সেই সাজে
করিদন্ত হিরাতে জড়িত।
মিলি যত বন্ধুজন দশদিকে দেহ মন
কোথা পাব অমলিন কুল।
ত্রিভুবনে য়েক ধন্যা * তথা সমর্পীয়া কন্যা
কবে আমি হব নিরাকুল।
বন্ধুজন মিলি করি বিচার করেন গিরি
সভার অন্তর দিনে দিনে।
ভ্রমেন য়েমন কালে শ্রীনারদ কুতুহলে
তথা আসি দিলা দরশনে।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিলা তাঁরে হেমাশন
জিজ্ঞাশেন করিয়া অঞ্জলি।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণ রাজার কুতুহলী॥

---

* সমর্পিয়া যশে কন্যা (কাঃ)
কারে সমর্পিব কন্যা (অ, ব,)

কৃতাঞ্জলি জিজ্ঞাসেন মুনীবরে গিরী।
কোন বরে বিভা দিব কন্যা মোর গৌরী॥
হেমন্তের সুনি কথা কহেন নারদ।
গৌরী হৈতে বাড়িবেক তোমার সম্পদ॥
অচিরাত হবে গৌরী হরের গৃহিনী।
অর্দ্ধ য়ঙ্গ দিব হর গৌরীরে আপনী॥
যেও উপদেশ বলি গেলা হরিদাস।
তেজিলা হেমন্ত অন্য বর অভিলাশ॥
যেমন সময় হর তপস্যা কারণে।
গঙ্গার নিকটে গেলা হিমালয়-বনে॥
দেখি হরশীত অতি হৈলা হিমালয়।
পাদ্য অর্ঘ্য আসন দিয়া বলেন বিনয়॥
আমার আশ্রম নাথ হৈলা পুণ্যশালী।
শঙ্গোগ হইলা জাতে তব পদধূলী॥
মনের মানশ ইবে হইলা সফল।
মোর কন্যা নিত্য দিব কুশ পুষ্প জল॥
হেমন্তের বিনয় শুনিঞা পশুপতি।
গৌরীরে করিতে সেবা দিলা অনুমতি॥
শোল উপচার শেবেন শঙ্করে।
হেনকালে দৈত্যভয় হৈলা সুরপুরে॥
তারকের রণে ইন্দ্র পায়্যা পরাজয়।
দেবতা মিলীয়া গেলা ব্রহ্মার নিলয়॥
তারকের ভয় ইন্দ্র করিলা গোচর।
ধ্যানে জানি প্রজাপতি দিলেন উত্তর॥
মহেশের * পুত্র হব নাম ষড়ানন।
পার্ব্বতীর গর্ব্ভে জার হবেক জনন॥

---

* শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হৃদয়ে পরম ব্যথা
বলে ব্রহ্মা ইন্দ্রের সম্মুখে।

তাঁর বাণে তারকের হইব নীধন।
শবে মিলী শিবের বিভাতে দেহ মন॥
যেত বাক্য শুনি ইন্দ্র হেট কৈলা মাথা।
অভিপ্রায় জানী তারে বলেন বিধাতা॥

আমার যুকতি ধব উপায় বিশেষ কর
পরিহরি হৃদয়ের দুঃখে॥
শুন শুন পুবন্দর আমি তারে দিনু বর
হৈল সেই ভুবনে দুর্জ্জয়।
গাছ আরোপিয়া মাঠে সে আপনি নাহি কাটে
যদি সেই বিষবৃক্ষ হয়॥
সংগ্রামে তাহাকে জিনে কেবা আছে ত্রিভুবনে
সংসারে অধিক বল ধরে।
তার সিদ্ধ কলেবব সুখ ভুঞ্জে নিরন্তব
তার বলে ত্রিভূবন হাবে॥
বরুণ পবন যম কেহ নহে তাব সম
বিষ্ণুচক্রে ক্ষয় নাহি যায়।
মহেশের পুত্র হবে ষড়ানন নাম থুইবে
তবে তাব মবণ নিশ্চয়॥
সেই দেব পশুপতি তপস্বী পবমযতি
আঁখি মিলি নাহি চাহে নাবী।
শঙ্করের তেজ সয় হেন নারী কেবা হয়
বিনা দেবী হেমন্তকুমারী॥
চল দেব ইন্দ্রবাজ সাধহ আমাব কাজ
দেবী আছে শম্ভু সন্নিধানে।
কবাইবে ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যেন এক অঙ্গ
আবতি দেই কামবাণে।
আর যেই কথা কই তারে তুমি হবে জয়ী
যুক্তি করি যাহ নিজ বাস।
অভয়া-চরণে চিত রচিয়া-নৌতুন গীত
পঞ্চালিকা করিলা প্রকাশ॥ (বঃ)

অজোধ্যা নগরে আছে ভূপতি মান্ধাতা।
শূর্য্যের সমান কল্পতরুশম দাতা ॥
তাহার তনয় মোহাবীর মুচুকুন্দ।
রণ পাল্যে হয় যার হৃদয় আনন্দ ॥
জতদিন না হবে কার্ত্তীক অবতার।
ততদিনা মুচুকুন্দে দেহ রাজ্যভার ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞাতে ইন্দ্র পরম সানন্দে।
প্রণিপাত করিয়া আনিলা মুচুকুন্দে ॥
মুচুকুন্দ তারকের রজনী দিবা রণ।
কামদেবে পান দিয়া ইন্দ্র আদেশন ॥
আমার আড়তি তুমি চল হিমগিরি।
তপশ্যা করেন জথা দেব ত্রিপুরারী ॥
ধ্যানেতে আছয়ে শিব স্বস্তিক আসনে।
ঝারী হাথে গৌরী তার আছে শন্নিধানে ॥
আছেন পার্ব্বতী তথা হৈয়া শহচরী।
ঝাট গিয়া কর পার্ব্বতীরে কামচারী ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞাতে কাম হৈলা ত্বরাজুত।
সঙ্গে লৈলা শহচরি বসন্ত মারুত ॥
ফুলময় ধনু ফুলময় পঞ্চবাণ।
মধুকর কোকিল করয়ে কলগান ॥
প্রণতি করিয়া ইন্দ্রে চলিলা মদন।
দণ্ডমাত্রে উত্তরিলা যথা পঞ্চানন ॥
ইন্দ্রবাক্যে শঙ্করে এড়িলা কামশর।
ইশ্বত চঞ্চল শিব হইল অন্তর ॥
তপ ভঙ্গ হৈলা প্রভু দশদিগে চান।
শমুখে দেখিলা চাপধারী পঞ্চবাণ ॥
কোপদৃষ্টে মহেশের বরিষে দহন।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হৈলা মদন ॥

তপভঙ্গ হৈলা শিব অন্য স্থানে জান।
পর্ব্বতনন্দিনী গেলা পিতৃসন্নিধান॥
অভয়া ইত্যাদি—

রতির খেদ।

করুণা।

কোলে করি মৃত পতি কামকান্তা কান্দে রতি
ধুলাতে ধুষর কলেবর।
লোটায়ে কুন্তলভার তেজি নানা অলঙ্কার
শঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণতলে রতি শকরুণ বলে
প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেক দারুণ হৈয়া পাষরিলা নিজ জইয়া
দূর কৈলা সোহাগ সম্মান॥
জাগীয়া উত্তর দেহ রতিরে সংহতি লহ
পাষরিলা পুরব পিরিত।
তুমি যাহ যথা তথা আমি আগে জাই তথা
ইবে কেনে কৈলা বিপরীত॥
শঙ্করে মারিতে বাণ লইলা ইন্দ্রের পান
রতিরে করিতে অনাথীনী।
দিয়া সে দারুণ শোক গেলা নাথ পরলোক
মোর তরে পোহাল রজনী॥

তোমার কুসুমধনু ভুবনে বিক্ষাত তনু
সম্মোহন আদি পঞ্চ বাণ।
লোটায়ে ধরণীতলে মোর পাপকর্ম্মফলে
নিদারুণ না জিয়ে পরাণ ॥
জেই হর-কোপানল তোমারে করিলা বল
না হরিলা আমার জীবন।
তোমা বীনে প্রাণপতি তিলেক বা * জিয়ে রতি
যেই বড় রহিল গঞ্জন ॥
কুলশীল রূপগুণ জিবন জৌবন ধন
বিধবার সকলি বিফল।
বসন্ত স্বামীর সখা মোরে আসী দেহ দেখা
কুণ্ড কুড়ি জাল হে অনল ॥
সিন্দুর শকল ভালে চিরুণী কুন্তলজালে
করে আম্রডাল রূপবতি।
শঘনে হুলুই পড়ে রতি চতুর্দ্দোলে চড়ে
সুনিয়া চিন্তিত সুরপতি ॥
অনুমৃতা হব রতি হেন কালে শরশ্বতি
আকাশে কহেন সত্যবাণী।
করিয়া চণ্ডীকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
পরিতুষ্টা জাহারে ভবানী ॥

---

* না (ব, অ,)

রতির প্রতি দৈববাণী।

হিত বাণী তোরে বলি সুন সখি রতি।
ভেদ করি কহি সুন ভবিস্য ভারতি ॥
অনলে পুড়িয়া নষ্ট না করিহ তনু।
অবিলম্বে পাবে তুমি স্বামি ফুলধনু ॥
কথদিন রহ গিয়া সম্বরের ঘরে।
তথাই তোমার স্বামী মিলিব তোমারে ॥
আপনার নাম তুমি না লইবে রতি।
আজি হৈতে ধর নিজ নাম মাইয়াবতি ॥
রন্ধনের ধামে তুমি হবে অধিকারী।
তনয়া মানীব তোরে সম্বরের নারী ॥
বলবৃত্তি তোমারে করিবে জেই জন।
সেইক্ষণে হবে তার অবশ্য মরণ ॥
যদুকুলে শ্রীহরি করিব অবতার।
হরিব অসুর বধে অবনির ভার ॥
দৈবকীতনয় বসুদেবের নন্দন।
কংশ-কারাগারে জার হইব জনম ॥
কংশভয় জাব কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে।
নন্দের তনয়া দিয়া ভাণ্ডীব রাজারে ॥
কংশ আদি দৈত্য প্রভূ করিয়া বিনাশ।
অবনীর ভার প্রভু করিব উশ্বাস ॥
রুক্মিনীরে বিবাহ কৃষ্ণ করিব প্রথম।
তার গর্ব্ভে হবে কামদেবের জনম ॥
সম্বর পাইয়া নারদের উপদেশ।
তাহার স্যুতিকাশালে করিব প্রবেষ ॥

চুরি করি লৈয়া জাব কৃষ্ণের নন্দনে।
শমুদ্রে ফেলিয়া জাব আপন ভবনে॥
বিশাল বোয়ালী তারে করিব গরাস।
কৃষ্ণের নন্দন তথি নাহি যার নাস॥
পড়িব বোয়ালী বন্দী ধীবরের জালে।
সম্বর পাইবে ভেট রন্ধনের শালে॥
বোয়ালী কুটীতে তুমি পাবে নিজ স্বামী।
শকল বিষেস কথা কহিলাঙ আমি॥
কাখে কোলে করি স্বামী করিবে পালন।
অতি অল্পকালে তিহঁ পাবেন জৌবন॥
মা বলিয়া জখন করিবে সম্ভাশন।
সেইকালে আচ্ছাদন করিবে শ্রবণ॥
তার বিদ্যা তারে দিয়া দিবে পরিচয়।
সম্বরে বধিয়া জেন চলেন নিলয়॥
শরশ্বতি-পদে রামা করিয়া প্রণাম।
সত্বরে চলিলা রতি সম্বরের ধাম॥
আপনার ধাম বাণী চলিলা ত্বরিত।
তপস্যা কারণে নাচাড়ি গাবু গীত॥
অভয়া ইত্যাদি—

গৌরীর তপস্যা।

তপস্থা করেন গৌরী শিবপদ-আসে।
আহার টুটাল্যা দেবী দিবসে দিবসে॥
দিনে য়েক উপবাস দিনেক ভোজন।
তেজিলা তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন॥

য়েক পায় কৃতাঞ্জলী দিবসে থাক্যন।
রজনী সময়ে কৈলা কুশের শয়ন॥
পঞ্চতপ শাধেন জ্বালীয়া পঞ্চানলে ।
ঊর্দ্ধমুখে দৃষ্টী কৈলা অরুনমণ্ডলে ॥
বঙ্কবাশা পিঙ্গকেশা অরূণ মুরতি ।
বৈশাখ জৈষ্ঠে কৈলা ব্রতের নিয়তি ॥
দুই উপবাস করি করিলা পারণা ।
মহেষ পূজন করি ধেয়ান ধারণা ॥
চিন্তেন শিবের পদ মুদ্রিত লোচন ।
মাঘমাসে নিসাকালে উদকে শয়ন॥
ব্রত কৈলা গিরিসুতা তিন উপবাস ।
পারণা করিলা গৌরী সবে তিন গ্রাশ॥
অন্ন তেজি খান মাতা কপীথ্য বদর ।
কথকাল পান কৈলা কেবল পুষ্কর ॥
শিবপদ ধ্যান গৌরী করি অনুক্ষণ ।
বৃক্ষের গলিত পত্র করিলা ভক্ষণ ॥
তেজিলা বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্নদান ।*
যেই হেতু অপর্ণ ধরিলা অবিধান ॥
ছলিতে আইলা হর দ্বিজ-বেষ-ধর ।
জিজ্ঞাসীতে গৌরী তারে দিলেন উত্তর ॥
তপস্বিনী হইয়া করি শিবপদ আসা ।
বিরচিলা মুকুন্দ লৌকীক যেই ভাসা ॥

---

* অন্নপান (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

শঙ্করের ছলনা।

মঙ্গল রাগ।

কহ গ নিরূপমা কাহার বোলে রমা
ইচ্ছীলা তুমি জটাধরে।
হইয়া হেন নারী ভক্তহ ভিক্ষাহারী *
দারীদ্র বর দিগাম্বরে॥
সুন গ চন্দ্রমুখি তোমারে আমি দেখি
রূপেতে ভুবনমোহিনী।
কতেক আছে বর ভুবনে মহোহর †
ইচ্ছি বুড়া বরে কেনী॥
তুমি গ রূপবতি দেহের হেমজ্যোতি
মাণিকারুচির-দশনা।
নাহিঁ সে তৈল ঘরে ইচ্ছীলা হেন বরে
হইবে বিভূতিভূষণা॥
ভিক্ষার অনুশারে ‡ ভূ ভ্রমেণ ঘরে ঘরে
করিয়া ডমুরু বাজনা।
দারুণ দৈবগতি ইচ্ছীলা হেন পতি
তোমারে দৈববিড়ম্বনা॥
থাকিয়া শিবশিরে ভিক্ষুক দেখি তাঁরে
মিলীলা গঙ্গা রত্নাকরে।
সুন গ গুণমই তোমারে হিত কই
নিধ্বনে কেহ না আদরে॥

---

* ভজহ ভিখারী (বঃ ; কাঃ)

† মনোহর (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

‡ ভ্রমেন (কাঃ)

বসন বাগছাল কণ্ঠেতে অস্তিমাল
উত্তরি তার বিষধর।
প্রমোথ ভূত সঙ্গে চিতার ধুলা অঙ্গে
ইচ্ছীলা কেন হেন বর॥
কাহার পুত্রবর না জানী কোথা ঘর
না দেখি ভাই বন্ধুজনে।
সেবিয়া পশুপতি পাইবে দুঃখ অতি
দারুণ দৈবের কারণে॥
দারীদ্র পতি জার বিফল জনম তার
দারীদ্রে গুণরাশী নাসে।
গৃহিণী হবে ভিক্ষে জনম জাব দুঃখে
দারীদ্রে কেহ না সম্ভাসে॥
দ্বিজের সুনি কথা বলেন গিরীসুতা
তপস্বী কর অবধান।
জে জার মনে ভায় শে নারী ভজে তায়
পাঁচালী শ্রীমুকুন্দ গান॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

অণিমা লঘিমা আদি যার অষ্টসিদ্ধী।
যাহার ষোড়শ অংশ না ধরিলা বিধি॥
ত্রিভুবন রক্ষিলা করিয়া বিষপান।
মৃত্যুঞ্জয় বিনে বর কেবা আছে আন॥
ব্রহ্মা যার বাঞ্ছীত করেন পদধুলী।
ইন্দ্র আদি দেব জারে করেন অঞ্জলী॥

ত্রিভুবন মধ্যে দেখ যাহার সম্পদ।
কেবা নাহি করে শেবা মহেষের পদ ॥
যেমন গৌরীর কথা সুনী তপোধন।
পুনর্ব্বার কিছু নিবেদিতা কৈলা মন ॥
তপস্বীর দেখি কিছু চঞ্চল অধর।
সেইস্থান ছাড়ী চণ্ডী যান অন্যন্তর ॥
যেমন সময় শিব নিজবেশ ধরী।
পার্ব্বতির শমুখে রহিলা ত্রিপুরারী ॥
মদনদহন শিব দেখি বিদ্যমানে।
সম্ভ্রমে ছাড়িলা চণ্ডী পূজার বিধানে ॥
সন্নিধানে দেখি গৌরী ত্রিদশের নাথ।
অবনী লোটায়্যা গৌরী কৈলা প্রণীপাত ॥
অভিপ্রায় বুঝি শিব বর দিলা তারে।
প্রশন্ন তোমারে গৌরী মাল্য দেহ মোরে ॥
তপস্যাতে বশ আমী হইনু তোমারে।
অঞ্জলী করিয়া গৌরী কহেন শঙ্করে ॥
কৃপা করি যদি মোরে দিবে বরদান।
আমার পিতারে নাথ করহ প্রমাণ ॥
যেমন সুনিঞা শিব গৌরীর বিনয়।
নারদ মুনী পাঠাইলা হিমালয় ॥
আনিয়া নারদমুনী কহিলা শকল।
সুনি হিমালয় আনন্দে তরল ॥
অভয়া ইত্যাদি।

হরগৌরীর বিবাহ।

মঙ্গল রাগ।

হেমন্ত হরশীতে দিলান সর্ব্বত্রেতে
সানন্দে দুন্দুভিঘোষণা।
অমর নাগ নর আসীব মোর ঘর
জো মোর হয় বন্ধুজনা॥
শকল-দোষহীন আজু মো শুভদীন
গৌরীর বিবাহমঙ্গল।
সুশঙ্খ বেনু বিনা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজানা হৈলা কোলাহল॥
আনীঞা মুনীগণে সুদিন শুভক্ষণে
করিলা স্বস্তিক বাচন।
আরোপী হেমবারী করিলা হীমগিরী
কন্যার গন্ধাধীবাসন॥
পার্ব্বতী রূপবতী হরিদ্রাযুত ধুতি
পরিয়া বসিল আশনে।
মিলিয়া জত মুনী করেন বেদধ্বনি
কন্যার গন্ধাধিবাসনে॥
মহি সে গন্ধশিলা দুর্ব্বাপুষ্পমালা
ধান্য সুঘৃত ফল দধি।
সস্তিক সুসিন্দূর কর্জ্জল কর্ণপুর
চামর শঙ্খ যথাবিধি॥
বান্ধীলা করে সূত্র প্রশস্ত দ্বিপপাত্র
মস্তকে করাল্য বন্দনা।
কনক সিথি শিরে অঙ্গুরি-দিয়া করে
করিল আশীশ জোজনা॥

নৈবেদ্য দিয়া ভূরি মাতৃকা পূজা করি
দিলান বসুধারা দান।
বসুর পূজা করি করিলা হিমগিরি
নান্দী * সে সুখির বিধান ॥
কাখেতে হেমবারী মেনকা মিলী নারী
জল সে শয়ে ঘরে ঘরে।
সানন্দে আয্য মিলী করিয়া হুলাহুলী
তণ্ডুলমঙ্গলন করে ॥
গন্ধাদি বাস আদি মহেষে জথাবিধি
করিলা বেদের বিধানে।
আপন আভরণ পরিয়া ত্রিলোচন
বৃষবে করিলা আরোহণে ॥
প্রমথ পাছে ধায় চলিল দেবরায়
দেয়ড়ি ধরে দানাগণ।
দুন্দভি সিঙ্গা নানা বাজয়ে ভূত দানা
চলয়ে ঝড় বরিশন ॥
তাহিলা ত্রিপুরারী হেমন্ত হাতে ধরি
বসাল্যা কনক আসনে।
কাঞ্চন বস্ত্রাঙ্গুরি চন্দন মাল্যগিরি
দিয়া শে করিলা বরণে ॥
বিরল করি স্থল মেনকা কুতুহল
করেন বরের বরণ।
রচিয়া নানা ছন্দ পাঁচালী করি বন্ধ
গাইলা কবিকঙ্কণ ॥

---

* নান্দীমুখের বিধান (কাঃ)

মেনকার খেদ।

মেনকা ঢালিলা দধি বরের চরণে।
অঙ্গের বিভূতি দেখে বিষধরগণে॥
অস্থিচর্ম্মবিভূষণ দেখি কলেবরে।
হইয়া বিরসমুখি চিন্তেন অন্তরে॥
কান্দেন মেনকা গৌরী মাইয়া মোয়।
ঝলকে ঝলকেতে লোচনে গলে লোয়॥
চরণে নূপুর সর্প সাপ কোটিবন্ধ।
পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে ধন্ধ॥
অঙ্গদ কঙ্কণ সাপ সাপের পইতা।
চক্ষু খায়্যা হেন বরে দিলাঙ দুহিতা॥
গৌরীর কপালে ছিলা বাদিয়ার পোয়।
চন্দন কপালে দিতে সাপে মারে ছোয়॥
ঔষধ সাধীয়া ঘৃত দিলাঙ কপালে।
ঘৃত দিতে ললাটে লোচনে বহ্নি জলে॥
দেখিয়া বরের রূপ লাগী গেলা ধান্ধা।
কোন ভাগ্য উদয় কৈলা সাপের মাথায় চান্দা॥
হের আর জটায় জলের কলকলী।
জলজন্তুগণ তত করে কোলাহলী॥
অঙ্গুরি-জড়িত করে ছিলা গরুড় মণী।
যেই হেতু মোর হাথে নাহি খাইলা ফণী॥
বর দেখ্যা অয়্য সব করে কাণাকাণী।
চক্ষু খাগু কন্যার পিতা চক্ষে পড়ুক ছাণী॥
হেন বরে বিভা দিলা কি দেখি সম্পদ।
বাপ হৈয়া মূঢ়মতি কন্যা কৈলা বধ॥
মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালা।
আছিলা ঈষরমূল তথি এক ফালা॥

ঈষরমূলের গন্ধে পালায় ভুজঙ্গ।
অঙ্গনাসমাঝে শিব হইলা উলঙ্গ॥
লাজ পায়্যা মেনকা পালায় গুড়ি গুড়ি।
নন্দী শে বুঝিয়া কাজ নিবাইল দেয়ড়ি॥*
আছিলা জে ব্যাঘ্রছাল হইলা বসন।
অঙ্গের বিভূতি হৈলা স্বগন্ধি চন্দন॥
হাড়মালা হইলা কনক রত্নমাল।
হরিতাল তিলকে শোভীত কৈলা ভাল॥
যোগবলে কৈলা হর মনোহর বেষ।
জটাভার হইল কুঞ্চিত চারু কেশ॥
মাথায় বাস্থকী শোভে কিরীট ভূষণ।
অঙ্গদ বলয়া হৈলা ভুজঙ্গমগণ॥
মুকুট উপরে শোভে সুধাকর-কলা।
ধরিলা মদন-ঋপু মদনের ছলা॥
কনক পদক গলে দোলে সিংহনাদ।
দেখিয়া মেনকা বর তেজিলা বিষাদ॥
দেখিয়া বরের রূপ জতেক যুবতি।
মনে মনে নিন্দা করে আপনার পতি॥
অভয়াচরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গিত॥

---

* নন্দী বলে শুন দেব দেব শূলপাণি
মদনমোহনরূপ ধর হে আপনি।
এমন নন্দীর কথা শুনি পঞ্চানন
হেমসম রূপ হৈলা মদনমোহন॥ (কাঃ)

নারীগণের পতিনিন্দা।

সভে বুলে গৌরীর বর মিলিয়াছে ভাল।
মদনমোহনরূপে ঘর কর‍্যাছে আল॥
য়েক যুবতি বলে পতির পতিত দশন।
সাক স্থপ ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন॥
দড় কিছু ব্যঞ্জন জে দীনে আমি রান্ধী।
মারয়ে পিড়ির বাড়ি কোণে বস্যা কান্দী॥
আর যুবতি বলে আমার গোদাপতি।
কোয়াজ্ঞব সদাই ঔষধ পাব কতি॥
ভাদ্রপদ মাসেতে পাঁকাইড় দুরবার।
গোধেতে তেল দিয়া কত তুলিব নাকার॥
আর যুবতি বলে গ আমার কর্ম্ম মন্দ।
অভাগিয়া স্বামী মোর দুই চক্ষু অন্ধ॥
কোথাহ না দেখি গ দুখিনী মোর পারা।
কোলে কোলে থাকিতে সদাই করে হারা॥
আর যুবতি বলে মোর স্বামি বড় কালা।
আনের সকল ভাল মোর হৈল জ্বালা॥
ঠারে-ঠোরে কহি কথা পতিদেব শনে।
রাত্রে নিদ্রা যাই যেন গরুর শয়নে॥
পোয়ের পো হইয়াছে নাতীর হইয়াছে ঝি।
প্রয়োগ তেলে চুল পাকীছে বয়স বটে কি॥
রূপে গুণে সুন্দরী নাতীনী ঘরে আছে।
হেন বরে বিয়া দিয়া রাখী আপন কাছে॥
আর যুবতি বলে খর্ব্ব স্বামী নাহি সাজে।
লোক মাঝে কথা নাহি কহি লোকলাজে॥
খোড়া কুজা খান্দা স্বামী কার স্বামী ব্যাধি।
কান্দীয়া তাহারা অবিরত নিন্দে বিধি॥

আর যুবতি বলে আমি মন্দার জাব।
কামনা করিয়া গিয়া শাগরে মরিব॥
আর যুবতি বলে আমি না রহিব ঘরে।
আর যুবতি বলে আমার প্রাণ কেন করে॥
নগরে নাগরীগণ খায় মনকলা।
হরগৌরীর বিভা হব শুভক্ষণ বেলা॥
অভয়া-চরণে মজুক নিজ চিত্য।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গিত॥

হরগৌরীর বিবাহ।

বৃষে আরোহণ কৈলা দেব পঞ্চানন।
মধ্যেতে কাণ্ডার পট্ট ধরে কোনজন॥
শিব প্রদক্ষিণ গৌরী কৈলা শপ্তবার।
নিছিয়া পেলীয়া পান হৈলা নমস্কার॥
মহেশের গলে গৌবী দিলা রত্নমাল।
দেখি দেবতার সুখ বাড়িলা বিশাল॥
হরিসে পুলকতনু দুহেতে ছামনি।
হুলাহুলী দিলা জত দেবতা রমণী॥
ইন্দ্র আদি দেব কৈলা পুষ্প বরিশণ।
মন্দ মন্দ নিনাদ করিলা মেঘগণ॥
ব্রহ্মা পুরোহীত কৈলা বাক্যের বিধান।
হিমালয় সানন্দে কবিলা কন্যাদান॥
হরগৌরী সানন্দে বসিলা য়েকাশনে।
গ্রন্থছড়া পিতামহ করিলা বন্দনে॥

গন্ধপুষ্প দিয়া দুঁহে বসিলা দম্পতি।
হরগৌরী আনন্দে দেখিলা অরুন্ধতি॥
শয্যা ঝারী ধেনু থালা শিবে দিলা দান।
উত্তম আবাশ শিবে দিলা হিমবান॥
জয়া বিজয়াদি সখি দিলা পদ্মাবতি।
শমর্পীলা গিরীরাজ বিনয়ে পার্ব্বতি॥
ক্ষির অন্ন ভোগ কৈলা মহেশ ভবানী।
কুযুম-সয্যায় দুহেঁ গোঙল্যো রজনী॥
বিভা করি মোহাদেব রহিলা নিলয়।
নানালিলারঙ্গে গেলা অনেক শময়॥
প্রভাতে ভিক্ষায় অনুদিন শিব জান।
অভয়া-মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান॥

গণেশের জন্ম।

জয়া সে বিজয়া মিলী গৌরীর তুলিলা মলী
কুস্কুম চন্দন দিয়া অঙ্গে।
য়েকত্র করিয়া মলী মনোহর সুপুত্তলী
গৌরী নিরমিলা খেলারঙ্গে॥

গণেশের শুনহ উৎপত্তি।
সুনীতে বাড়য়ে সুখ জেই পাকে গজমুখ
দূর হয় অসেস দুর্গতি।
বরণে প্রভাত-ভানু খর্ব্ব সুপিবর তনু
চারিভুজ অজানূলম্বীত।
নখপাতি জিনি কুন্দ চারু পরমান তুন্দ
যোগপাটা হৃদয়ে ভূশীত॥

ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরাইলা গলে রত্নহার দিলা
নানারত্ন ভূজের ভূষণ।
বিকশীত কোকনদ নিন্দিয়া উভয় পদ
তাহে চারু মঞ্জির শোভন॥
দন্ত অভিমত বর শূলী পাষ মনোহর
নির্ম্মাণ করিয়া দিলা হাথে।
জে অঙ্গে যে অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিলা তাঁর
নাহি মলা শির নীরমিতে॥
হেনকালে আল্যা ঘর ভিক্ষা মাগী মহেশ্বর
লাজে ঘব প্রবেষে পার্ব্বতী।
কহিলান শূলপাণী কহ জইয়া সত্যবাণী
শালভূঞ্জী কাহাব নির্ম্মিতি॥
জইয়া কহে জুড়ি কর স্থন প্রভু মহেশ্বর
গৌবী কৈলা পুত্তলী নির্ম্মাণ।
দামন্যা নগরে বাসী সঙ্গিতের অভিলাসী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

জইয়ার স্থনীয়া কথা কহেন শঙ্কর।
অভিপ্রায় জানী প্রভু দিলান উত্তর॥
দেখি পুত্র-অভিলাস পুত্তলী নির্ম্মাণ।
শিশুগণ নাহি তাঁর খেলার বিধান॥
হরশীতে নন্দীরে দিলান আখিঠার।
নন্দী চলিলান অসি লৈয়া খরধার॥
কথতুরে গিয়া নন্দী দেখিলা কুঞ্জরে।
নিদ্রা যায় গজমাতা উত্তর শিয়রে॥
য়েক চোটে গজমুণ্ড করিয়া ছেদন।
আনীয়া দিলান মুণ্ড জথা পঞ্চানন॥
পুত্তলীর কন্ধে মাথা আরোপিলা শিব।
শিব-অঙ্গ-পরশে পুত্তলী পায় জীব॥

শব্দ করি উঠি তথা বসিয়া পুত্তলী।
দেখিয়া মদনঋপু হৈলা কুতহলী॥
জইয়া পুত্র দিল লৈয়া গৌরীর সদনে।
পুত্র দেখি হইলা গৌরী বিরশ বদনে॥
দেখি পুত্রবর গৌরী কুঞ্জরবদন।
শিরেতে আঘাত হানী করয়ে রোদন॥
য়েই পুত্রবরেতে আমার নাহি কাজ।
কেমতে জাইব পুত্র দেবতা-শমাঝ॥
সুবেস* জুত দেবতা-নন্দন
তার পাষে কেমনে বসিবে গজানন॥
গৌরীর বিনয়ে জইয়া কহিলা শঙ্করে।
সুনী লঘুগতি প্রভু আইলা সত্তরে॥
গৌরীরে কহিলা প্রভু না ভাবিহ দুঃখ।
বড় পুণ্যে পাইলা তুমি পুত্র গজমুখ॥
শকল দেবতা মধ্যে হইবে প্রধান।
য়েই হেতু ইহার গনেশ অবিধান॥
শকল দেবতা মধ্যে আগে লব পূজা।
ইহারে পূজিবে পুরন্দর আদি রাজা॥
জেই ঠাই না হইব গনেশের মান।
শকল বিফল তার পূজার বিধান॥
গনেশের কারণ কহিলা পশুপতি।
সুতবুদ্ধি গণাধীপে করিলা পার্ব্বতী॥
অভয়া ইত্যাদি

স্থাপনা পালা সমাপ্ত।

---

* স্বরূপ (কাঃ)

কাৰ্ত্তিকেয়ের জন্ম।

কুসুম-রচিত ঘরে গিরিসুতা গঙ্গাধরে
কুসুম-শয়নে নিজোজিত।
দুঃসহ মদনশর দুই অঙ্গ জরজর
দুই তনু পুলকে পুরিত॥

কার্ত্তিকের শুনহ জনন।
সুন পাপহর কথা জেই পাকে ছয় মাথা
সুনিলা কলুশ বিনাশন॥
রতিরশকুতুহলে মহেশের বিন্দু টলে
পাৰ্ব্বতি নারিলা ধরিবারে।
অনলে ফেলিলা গৌরী অনল শহিতে নারী
পেলাইলা জাহ্নবীর নীরে॥
মোহাতেজ কলেবরে গঙ্গা সহিবারে নারে
শরমূলে পেলে বলাধীক।
অমোঘ শিবের বিন্দু তথি হৈল গুণসিন্ধু
ছয়মুখ কুমার কাৰ্ত্তিক॥
কাঞ্চন-বরণ তনু জেন দেখি হিমভানু
শরমুলে কৈলা বিভূশীত।
কির্ত্তিকা আদি করি চন্দের যে ছয় নারী
কুমারে দেখিলা আচম্বিত॥
কির্ত্তিকা ধরিয়া তোলে রোহিনী করিলা কোলে
মৃগশিরা করিলা চুম্বন।
আদ্রা আর পুনর্ব্বসু মানীলা পরম অসু
পুষ্যা কৈলা অনেক পালন॥

শোঙরিয়া পূর্ব্ব কথা হৈয়া ছয় উপমাতা
ছয় মুখে দিলা স্তনপান।
শকল-ভূষণ-যুত পুষিয়া পালীয়া সুত
গৌরী-কোলে করিলা আধান ॥
দুই পুত্র তিন দাসি দেখি সিব অভিলাসী
গৌরী সঙ্গে রহিলা নিবাশে।
গৌরী দৈব নিজোজনে কলি হব মায়ে শনে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাসে ॥*

---

* হবগৌরীব পাশক্রীড়া।

ত্রিপুবা রঙ্গে হবের সঙ্গে
দুহে বসি কুতূহলে।
এমন সময় জয়া পাশা দেয়
হব বলে গৌবী খেলে ॥
পদ্মা বলে বাণী, শুন শূলপাণি
যদি বা খেলিবা রঙ্গে।
যদিবা খেলিবে, হাবিলে কি দিবে
বলি তবে খেল সঙ্গে ॥
বলে ত্রিনয়নী, যদি হারি আমি
গায়েব ভূষণ দিব।
যদ্যপি খেলিব কহ সদাশিব
তোমাব কি ধন পাব ॥
বলে ত্রিপুরারি শুন তুমি গৌবী
খেলহ আগে ত পাশা।
হারি পরাজয়, দৈবে যদি হয়
তবে করিহ লৈতে আশা ॥
শুন মোর বাণী প্রভু শূলপাণি
ইহা ত না বুঝি আমি।
খেলিয়া হারিবে কিবা ধন দিবে
তাহা রাখ আগে তুমি ॥

গৌরীর সহিত মেনকার কলহ।

কালী রাঙ্গী পাষা সারী আনীলা পার্ব্বতী।
আপনে লইলা রাঙ্গা কালী পদ্মাবতি ॥
হাথে পাষ্টি করিয়া ডাকেন দশ দশ।
হেন কালে মেনা আসী করিলা বিরস ॥
তোমা ঝিয়ে হৈতে মজিল গরব্যাল।
ঘরে রাখি জামতা পুশিব কতকাল ॥

কথায় না যায় গৌরী ধন চায়
হাসিয়া বলেন শূলী।
শুন মোর পণ আছে যেবা ধন
নিবে ত সিদ্ধির ঝুলি ॥
মহেশ শঙ্করী খেলে পাশা সারি
রচিয়া হীরার ঢাল।
বসিয়া খেলিতে লাগিল কহিতে
সাক্ষী হইও মহাকাল ॥
দশ দশ দশে ডাকে ভুবনেশে
চবের গতি খেলে।
দেখি অভিমুখে পাষ্টি ঘষি বুকে
পার্ব্বতী চৌরঙ্গ ফেলে ॥
হাতে কবি বলে পদ্মা কুতুহলে
এক দানে দুই কাট।
সাতা সাতা বলি ডাকে ত্রিপুবারি
দোষা চাবি হৈল বাট ॥

ত্রিপুরা ফেলিল দুবী।
পড়িল তুতিয়া সুখ হৈল হিয়া
হারিল মদন-অরি ॥

প্রভাতে খাইতে আসে কার্ত্তিক গণাঞি।
চারি পণ সম্ভাপনা তোর ঘরে নাঞি॥
দারিদ্র তোমার পতি পরে বাঘ-ছাল।
সুবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল॥
দুগ্ধ উথালীনা তুমি নাহি দেহ পাণী।
পাষ কাখে প্রাতে জায় দিবস রজনী॥
মিছে কাজে ফিরে পতি নাহি চাশ বাস।
অন্ন-বস্ত্র কত যোগাইব বারমাস॥

বুদ্ধি পাইল লোপ শিবের বাড়ে কোপ
বলে পাত আব চাল।
ভিক্ষার কারণে, যাইবা বিহানে
জিনি লেহ বাঘছাল॥
পাশা কর দূর শুনহ ঠাকুর
সভাব আছয়ে কাজ।
তুমি ভূতনাথ খেল মোর সাথ
হারিলে পাইবে লাজ॥
পুন খেলে গৌরী দশ দুই চারি
খেলিল করিয়া শলী।
দুতিয়া ফেলিয়া হারিল খেলিয়া
হরিণলাঞ্ছনমৌলি॥
কহে সদাশিব আছে মোর দৈব
সম্মুখে নিবসে কাল।
হারিল শঙ্কর দেব দিগম্বর
ছাড়ি দিল বাঘ-ছাল॥
পাশা ছাড়ি যান করিল ভোজন
দুহে কভু ভিন্ন নহে॥
শ্রীকবি মুকুন্দ রচি পরিবন্ধ
দেবের চরণে কহে॥ রঃ

দুই পুত্র তীন দাসী স্বামি শূলপাণী।
প্রেতভূত পিশাচের লেখা নাহি জানী॥
অব্যাগত* সদাই দারুণ উৎপাত।
রান্ধ্যা বাড়্যা দিয়া গ কাকালে ণ† বেলে ঝাত॥
প্রেত ভূত পিশাচ লইয়া তার সঙ্গে।
সাম্বুড়ি হইয়া কত কিণী দিব ভাঙ্গে॥
লোক-লাজে মোর স্বামী কিছু নাহি কয়।
জামাতার পাকে ঘরে হৈলা শর্পভয়॥
তোমার কর্ম্মের গতি স্বামী বামপথি।
তথি সুহ সতা তোরে মিলীলা দুর্গতি॥
বুঝিয়া না বুঝ কত কব বারে বার।
যে-শব জঞ্জাল শহিবারে নারী আর॥
জামাতারে পিতা মোর দিলা ভূমিদান।
তথি মাস শরশা কাপাষ হয় ধান॥
রন্ধন রান্ধিয়া মাতা কত দেহ খোঁটা।
আসীতে তোমার ঘরে পথে দিল কাঁটা॥
মৈনাক তনয় লৈয়া সুখে কর ঘর।
কত না শহিব নিন্দা জাব অন্যন্তর॥
য়েতেক মায়েরে চণ্ডী করি নিবেদন।
কান্দিতে কান্দিতে মাতা করিলা গমন॥
শঙ্করে কহিলা গিয়া জত বিবরণ।
অভয়া-মঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

---

* অতীতব্যাগতেব সদাই উৎপাত (কা)

† হল্য (কা)

শঙ্করের ভিক্ষা।

গৌরী সঙ্গে যুক্তি করি চলিলা কৈলাশ-গিরি
সম্বরের ছাড়িয়া বসতি।
ভবনে সম্বলহীন ভাবে প্রভূ অনুদিন
ভিক্ষা উপদেসে কৈলা মতি ॥

ভিক্ষা সে মাগেন মহেশ্বর।
বাসুকী গলাতে পাটা কপালে চাঁদের ফোটা
বিভূতি-ভূষণ কলেবর ॥
ত্রিদশ-ঈশ্বরবর ভিক্ষা মাগে মহেশ্বর
আরোহণ করি বৃষবরে।
বাজ্যা ডমুরু শৃঙ্গ সুনিঞা বাজয়ে রঙ্গ
নগর্যা যোগান আসি ধরে ॥
মাথায় বেড়িত ফণী অমুল্য জাহার মণী
কুণ্ডলী কুণ্ডল দোলে কাণে।
কর্ণেতে ধুতুরা ফুল অমুল্য জাহার মুল
বাসুকী কিরিট বিভূষণে ॥
ভ্রমেন উজান ভাটি চৌদিকে কোচের পটি
কোচবধু ভিক্ষা দেই থালে।
থালা হৈতে চালুগুলি পুরিয়া যোড়ন ঝুলি
দ্বাদশ লম্বিত ঝুলী দোলে ॥
কেহ দেই চালু কড়ি কেহ দেয় ডালী বড়ি
কোঁপি পুরি তৈল দেই তেলী।
লবনীঞা দেই লোণ ঘৃত দধি গোপীগণ
বাণ্যা দেই * নাগ্যের পুটলী ॥

---

* ভাঙ্গের (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

ময়রা মোদক দেই সূত্রধর দেই খই
তাম্বুলীক দেই গুয়াপান।
বেলা হৈলা দুই পর মহেশ আইলা ঘর
কার্ত্তীক আইলা আগুয়ান॥
মহেশ ঝাড়িলা ঝুলী চালু হৈলা কথগুলী
নানাদ্রব্য থুল্যা নানা ঠাই।
দেখিয়া মোদক খই দুজনে আইলা ধাই
কন্দল বাড়িলা দুটি ভাই॥
দুহারে প্রবোধ করি বাটিয়া দিলেন গৌরী
রন্ধন করিলা ভগবতি।
ভোজন করিলা হর গৌরী গুহ লম্বোদর
সুখে গেলা শেই শুভ রাতি॥
মোহামীশ্র ইত্যাদি।

হরগৌরীর কলহারম্ভ।

রাম রাম শোঙরণে পোহাল্য রজনী।
শয্যা হৈতে প্রভাতে উঠিলা শূলপানী॥
নিত্য নিয়মীত কর্ম্ম করি শমাপনে।
বসিলান মহাদেব শার্দ্দুল-অজীনে॥
জণী বামে বসিলা কার্ত্তিক লম্বোদর।
গৃহী বলিয়া ডাক দিলান শঙ্কর॥
শমুখে রহিলা মাতা করিয়া অঞ্জলী।
তাহারে মদনঋপু বলে কুতুহলী॥

কালী ভিক্ষা করি দুঃখ পাল্য ধামে ধামে।
শকলে ভোজন করি থাকীব আশ্রমে ॥
আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত।
সিমে নিম্বে বাগ্যনে রান্ধিয়া দিবে তিত ॥
সুকতা শিতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বাগ্যান দিয়া রান্ধিবে প্রচুর ॥
কড়ই করিয়া রান্ধ শরশার শাক।
কটু তৈলে বাথুয়া কর দৃঢ় পাক ॥
ঘৃতে ভাজি দুগ্ধ-গুড়ে ফেল ফুলবড়ি।
চড়ীচড়ী করি রান্ধ পলতার কড়ি ॥
রান্ধিবো ছোলার সুপ দিবে তথি খণ্ড।
আলস্য তেজিয়া জাল দিবে দুই দণ্ড ॥
নটিয়া কাঁঠালবিচি সারী গোটা দশ।
ঘন কাঠে দিয়া তথি দিবে আদারস ॥
ঘৃত জিরা সম্ভলনে রান্ধ ভাল ঘণ্ট।
তবে সে উদব মোর পুরিব আকণ্ঠ ॥
রান্ধিবে মুসরি-সুপ দিবে টাবা-জল।
খণ্ড মিশাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল ॥
মানের বেশারি রান্ধ কুমুড়ার বড়ি।
ভাঙ্গিয়া কাঠালবিচি দিবে দশকুড়ি ॥
কোরা নারিকেল দিয়া ঘন দিবে জাল।
শমুলিয়া তথি চঞীর দিবে ঝাল ॥
আমড়াঞা সহযোগে রান্ধিবে পলঙ্ক।
ঝাট স্নান কর গৌরী হইয়া নিরাতঙ্ক ॥
গোটা কাসন্দীতে দিবে জাম্বীরের রস।
যে বেলার মত ভাল ব্যঞ্জন দ্বাদশ ॥
আপনে উদ্যোগ যদি কর তুমি গৌরী।
ভোজনের শেসে খাই হাণ্ডী দুই ক্ষীরি ॥

গৌরী কহে রান্ধিবারে কহিলা গোসাঞী।
পৈল পত্রে যাহা দিব শেই ঘরে নাঞী ॥
কালীকার ভিক্ষে নাথ উদ্ধার সুধিল।
যে বা অবশেষ ছিলা রন্ধন রান্ধীল ॥
আছিলা ভিক্ষের বাকী পালী দশ ধান।
গনেশের মুশা তাহা কৈল জলপান ॥
আজীকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।
তবে শে আনিতে পারী হে তণ্ডুল ॥
য়েমন সুনীয়া শৈল-সুতার ভারতি ।
রোসযুত হইয়া বলেন পসুপতি ॥
অভয়া ইত্যাদি ॥

আমি ছাড়ি ঘর জাব দেশান্তর
কি মোর ঘর-করণে।
হৈয়া সতন্তর গোরী কর্য ঘর
লৈয়া গুহ গজাননে ॥
কত ঘরে আনী লেখা নাহি জানী
ডেড়ি অন্ন নাহি থাকে।
কতেক ইন্দুর ধায়ে ঢুর ঢুর
গণার মুষার পাকে ॥
গুহের ময়ূর ধায়ে অতি স্বর
সাপ খেদি খেদি খায়।
হেন মন করে য়েই পাপ ঘরে
রহিতে নাহি জুয়ায় ॥
কারণ করিয়া ব্যাঘ্র বুলে ধায়্যা
দেখিয়া তার চাহনী।
বলদ দুর্ব্বল করে টলটল
নাহি খায় ঘাস পানী ॥

দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায়ে না অন্ন মিলে।
গৃহিনী দুর্জ্জন ঘর হৈলা বন
বাস করি তরুতলে॥
আন ব্যাঘ্রছাল শিঙ্গা হাড়মাল
ডমরু বিভূতি ঝুলি।
আস্য আস্য নন্দী জান সর্ব্ব সন্ধি
ঘরে না রহিবে শূলী॥
এত বলি ঘর ছাড়িলা শঙ্কর
চলিলা বৃষবাহনে।
করি আত্মঘাতি কান্দে ভগবতি
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥

গৌরীর খেদ।

কি জানী তপের ফলে হর পায়্যাছি বর।
সই সাংহাতীন নাহিঁ আস্থে দেখ্যা দিগম্বর॥
উন্মত্ব নঙ্গেট জটাধর চিতাধুলী গায়।
দাণ্ডাতে মাথার জটা অবনী লোটায়॥
য়েক শয়নে স্বতে নারী সাপের নিশ্বাসে।
তারে অধিক পরাণ পোড়ে বাগের ছালের বাসে॥
ময়ূর মুশায়ে দন্তাদন্তি সদাই কন্দল।
য়ই নিমিত্যে দুভাই কলি মোর করমের ফল॥
দারুণ করম-দোসে আমি হৈল্যাও দুঃখিনী।
ভিক্ষের ভাতে দারুণ বিধি করাইল গৃহিনী॥

বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলী।
গণারী মুশায়ে ঝুলী কাটে আমি খাই গালী॥
বাগ বলদে সদাই কন্দল নহে নিবারক।
অভাগিনী গৌবীর কপাল দকদক॥
বিনয় করি উদ্ধার করি সুধিতে কন্দল.।
পুনর্ব্বার উধার করিতে নাহি স্থল॥
উচিত কহিতে আমী সবাকার য়রী।
দুঃখ জৌতুক দিয়া বাপ বিভা দিলা গৌরী॥
উরে ফণীপতি শোভে ললাটে দহন।
জটায় জাহ্নবী শিরে *   ॥
কি কহিব সহচরি মনের বিবল কথা।
মিথ্যা নারী করিয়া মোরে সৃজীলা বিধাতা॥
জইয়া সে বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদরে।
সঙ্গে লৈয়া জান মাতা গৌরী বাপের মন্দিরে॥
হেন কালে পদ্মাবতি দুহারে বুঝান।
অম্বিকামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান॥
ভগবতির খেদোক্তি সমাপ্ত॥

পদ্মার উপদেশ।

সুন গ শেখরিসুতা   কহিলুঁ ভবিষ্যত কথা
তোমার পূজাব ইতিহাস।
শপ্ত দ্বীপে যুগে যুগে   তোমার অর্চ্চনা আগে
আপনে করহ পরকাশ॥

---

* হবিণ-লাঞ্ছন (কাঃ ; বঃ)

দ্বাপর যুগের যেসে কলিঙ্গ রাজার দেসে
বিশ্বকর্ম্ম রচিব দেহারা।
মঙ্গল-চণ্ডিকা-রূপে শপন কহিয়া ভূপে
পূজা লবে দৈন্য-দুঃখ-হরা॥
পস্থর লইবে পূজা সিংহে করাইবে রাজা
নিজ ঘণ্টা দিয়া নিরীশন।
সম্পদ-বিপদ-ভূমি দারু দুর্ব্বাকর ভূমি
কাননে স্থাপীবে পস্থগণ॥
প্রথম কলির অংশে জন্মাবে ব্যাধের বংশে
মাহেন্দ্র-কুমার নিলাম্বরে।
ছলিয়া অবনী আনী লবে তার ফুল পানী
অবযেসে লবে সুরপুরে॥
রত্নমালা রূপবতি তালভঙ্গে আনী ক্ষীতি
জন্মাইবে বণীকের ঘরে।
সদাগর ধনপতি হইব তাহার পতি
নিবসতি উজানী নগরে॥
পতি জাবে দেশান্তর ঘরে সতা সতান্তব
বহুবিধ তারে দিব দুঃখ।
কাননে পূজিব তোমা হব পতিপ্রাণশমা
তুমি তারে হইবে সমুখ॥
আসিবেন পতি বাসে পতি সঙ্গে লিলারসে
সুত গর্ব্ভে হব মালাধর।
বান্ধব করিবে ছল পরিক্ষাতে অনুবল
বিশঙ্কটে হবে শুভকর॥
রাজা-আজ্ঞা শিরে ধরি সঙ্গে লইয়া সাত তরী
ধনপতি চলিব সিংহলে।
লংঘিয়া তোমার ঘট ছয় ডিঙ্গা হব নট
হব বন্দী রাজবন্দীশালে॥

শ্রীপতি হইব সুত লৈয়া সাততরীযুত
চলিবেন পিতার উদ্দেশে।
আপনে করিবে দইয়া রাজ-কন্যা বিভা দিয়া
আনাইবে আপনার দেসে॥
বিক্রমকেশরী নাম নিজকন্যা দিব দান
কেবল তোমার পূজাফলে।
গর্ব্ভে নীর হেমবারী দুর্ব্বা তণ্ডুলাদি করি
পূজা লবে বাশর মঙ্গলে॥
পদ্মার য়েতেক কথা সুনি চণ্ডী সানন্দিতা
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা শোঙরণ।
বচিয়া ত্রিপদিছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্দ
বিবচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

পুরীনির্ম্মাণ।

মনে লাগে চণ্ডীর পদ্মার উপদেশ।
সখিসঙ্গে যুক্তি কৈলা উপায় বিষেস॥
বিশ্বকর্ম্মে ভগবতি করিলা ধেয়ান।
সেই ক্ষণে বিশ্বকর্ম্ম আল্যা সন্নিধান॥
ক্ষিতি লুটি বিসাই হইলা নতিমান।
আশংশীয়া অভয়া দিলান গুয়াপান॥
ভার দি তোমাবে বাপা নিজ পূজামূল।
কলিঙ্গ নগরে মোর তুলিবে দেউল॥
হনুমানে আনাইয়া দিলান সংহতি।
চণ্ডীর চরণ বন্দী জান লঘুগতি॥

উপনিত দুইজনে কংসনদকুলে ।
শুভক্ষণে আরম্ভ তমালতরুমূলে ॥
সাতানইয়া বন্ধে বিশ্বকর্ম্ম ধরে সুতা ।
ইন্দ্রনিল-মণীতে রচিত কৈলা পোতা ॥
লুটিয়া রোহন গিরি আনে হনুমান ।
নানাচিত্র পাশাণে করিলা নিরমান ॥
থরে থরে প্রবালে মুকুতা পাঁতি পাঁতি
পৌর্ণমাস* মানাইলা অমাবস্যা-রাতি ॥
নখে চিরে হনুমান পর্ব্বত পাশাণ ।
চারি পর রাত্রি করে দেউল নির্ম্মাণ ॥
হিরা নিলা পাসানে রচিত কৈলা ছড়া ।
রসাল দর্পণ লাগে চারী দিকে বেড়া ॥
ধবল চামর শিরে ত্রিশক পতাকা ।
রাকাপতি বেড়ি জেন উড়িছে বলাকা ॥
নানাচিত্র নিরিমান করিলা যগতি ।
হেমময় তথি নিরমিলা ভগবতি ॥
কাঞ্চনের ছুটি বারী উপরে মহেশ ।
ময়ূর কার্ত্তিক লিখে মুশিকে গনেশ ॥
হনুমান অভয়ার লৈয়া অনুমতি ।
পথরে নখরে লিখে পূজার পদ্ধতি ॥
নখে কোড়ে হনুমান দীর্ঘ শরোবর ।
চারিখান আড়া হৈলা জেন মহিধর ॥
পাশানে নির্ম্মান কৈলা চারি ঘাট ।
নানাচিত্র পাশানে বান্ধিলা নাছ বাট ॥

---

* পৌর্ণীমা সমান হৈলা (দামিন্যাব পুঁথিব এই পাঠও সম্ভব)।
পূর্ণিমা সমান হৈল (অঃ ; বঃ)

স্নুন্য সরোবর দেখি বীর মোহাবল।
পাতাল ভেদিয়া তোলে ভোগবতি-জল ॥
শরোবর বেড়ি তথা করিল উদ্যান।
কদ্রুলী পনষ রম্ভা রোপে হনুমান ॥
তাল নারিকেল গুয়া দাড়িম্ব খর্জ্জুর।
করুণা কমলা করমদ্দ বিজপুর ॥
নেয়ালী বান্ধুলী চাঁপা আর তুলশী।
রঙ্গেন মালতী জাতী সিফালী অতসী ॥
শপ্তনা মল্লি জাতি কুন্দ কুরুবক।
কেতকী ধাতকী করবীর কুর ইক ॥
রাতী দিনা যাগরণ পবননন্দন।
মলইয়া লুটিয়া আনী রুপিলা চন্দন ॥
নির্ম্মাণ করিতে হৈলা নিসি অবসান।
বিদায় দিলেন চণ্ডী করিয়া শম্মান ॥
শপ্ন দিতে জান চণ্ডী ভূপতি-শকাস।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈলা পাঁচালি প্রকাশ ॥

স্বপ্নাদেশ।

রজনীর অবসেশে রাজার শিয়রদেশে
শপন কহেন ভগবতি।
শজল উভয় নেত্র লোমাঞ্চপুরিত গাত্র
শ্রবণ কবেন মহীপতি ॥

স্নুন রে কলিঙ্গ মহীপাল।
ছাড়ি দক্ষজনী অঙ্গ করি তার মখ ভঙ্গ
অবনী না আসী চিরকাল ॥

করি বহু পরামর্শ আল্যাও ভাবর্তবর্ষ
লইব তোমার পূজা আগে।
করাব ঋপুর ধ্বংশ বাড়াব তোমার বংশ
নৃপতি করাব নব ভাগে॥
হৈয়া তোরে কৃপামই শমরে করাব জই
য়েকছত্রে পালীবে অবনী।
বাড়াব তোমার যশ ভুবন করাব বশ
করিব নৃপতি-চূড়ামণী॥
য়েই কংসনদতীরে ইচ্ছিয়া কুস্থম-নীরে
নিরমিল দেহারা আপনী।
প্রজা পাত্র পুরোহীত শঙ্গে লৈয়া শাবহীত
আপনে পূজিবে নৃপমনী॥
দক্ষসুতা আমি দাক্ষী কাশীপুরে বিশালাক্ষী
লিঙ্গধরা নৈমেষকাননে॥
প্রয়াগে ললিতা নামে বিমলা পুরুশোত্তমে
কামবতি যে গন্ধমাদনে॥
গোমন্থে গোমতি-নামা তম্বুলিপ্তে বর্গভীমা
উত্তরে বিদিত বিশ্বকাইয়া।
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে বিজইয়া নন্দের ঘরে
হরি-সন্নিধানে মোহামাইয়া॥
পরিচয় পায়্যা রায় পড়িলা চণ্ডীর পায়
কোকীল পঞ্চম স্বব পুরে।
হইলা প্রভাত কাল বরঙ্গ ফুকরে ভাল
সানন্দে বাধাই রাজপুরে॥
মোহামিশ্র ইত্যাদি।

———

চণ্ডীপূজা।

মঙ্গল রাগ।

শোভন শপ্ন দেখি নৃপতি হৈলা সুখি
দিলান দুন্দভি-ঘোষনা।
কলিঙ্গ সুনগরে বিভব অনুশারে
পুজিব দেবি ত্রিনয়না॥
প্রভাতে করি স্নান দিলান ব্রাহ্মণে দান
ভট্টেরে দিলান গজ ঘোড়া।
রুদ্রাক্ষ কণ্ঠে মাল পাইয়া শুভকাল
পূজেন হেমবারী জোড়া॥
পূজেন নরপতি সানন্দে হৈমবতি
ব্রাহ্মণে করে বেদগান।
শঙ্খ সুঘণ্টা ডম্ব মৃদঙ্গ মগঝম্প
বাজয়ে ডমরু বিষান॥
দেউল আকস্মীত কাঞ্চন-কলশীত
দেখিয়া সবিস্ময় মতি।
স্থবির শিশু যুবা বেহঙ্গ পশু কিবা
দেখিতে ধায় লঘুগতি॥
সেই* ত নদতটে ডভয় উদভট্
পুরট-রচিত দেহারা।
কুলেরণ† অন্ততনী বদনে জয়ধ্বনী
দেখিতে ধায় সতন্তরা॥

---

* কংসনদীতট উদ তট নিকট (অঃ)
কংসনদী-তট উভ তট নিকট (বঃ)
কংস নদীতট নিকট সউভট (কাঃ)

† পুবনিতম্বিনী (কাঃ)

অমাত্য পুরোহীত কুটুম্ব জ্ঞাতিযুত
বন্দয়ে নৃপ বারে বারে।
মোদক মধু আদি প্রচুর নানাবিধি
নৈবেদ্য দিয়া ভারে ভারে॥
পূজার অবশানে মহিস ছাগল আনে
উচ্ছর্গী দিলা বলীদান।
দেউল চারীভীতে স্রনীত বহে শঁতে
চামুণ্ডা করে রক্তপান॥
সানন্দে নৃত্যগীত বাজান চারিভীত
মাতঙ্গ-পিঠে বাজে দামা।
ছাড়িয়া নিজালয় বদনে জয় জয়
দেখিতে আস্যে যত রামা॥
অষ্টমী ভৌমবারে অনেক উপহারে
নৃপতি পূজে পুণ্যবান।
মহিস ছাগ মেষ রোহিত মিন হংস
শতেক দিয়া বলিদান॥
তণ্ডুল অষ্টদুর্ব্বা জাহ্নবীজল-গর্ব্বা
কাঞ্চন-বিরচীত বারী। *
অঞ্জলী-শরসীজে চণ্ডীকা রাজা পূজে
নাচয়ে গায় বিদ্যাধরি॥
পূজিয়া পরিবার প্রণতি বারে বার
নৃপতি করয়ে অঞ্জলী।
ধরনীপতি নতি নৃপতি করে স্তুতি
অঙ্গেতে পুলকপত্তলী॥

শ্রীরঘুনাথ ইত্যাদি।

---

* ঝাবি (অ, বঃ)

কলিঙ্গরাজের স্তব।

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী।
গকুলরক্ষিনী জইয়া যশোদা-নন্দিনী॥
নিদ্রারূপা হৈয়া তুমি ভণ্ডিলা প্রহরী।
জখন দৈবকী হৈতে জন্মীল শ্রীহরি॥
ভূভার খণ্ডনে কৈলা আপনে প্রকার।
কংশভয় কৈলা কৃষ্ণে কালীন্দীর পার॥
কোতুকে সুইয়াছিল দৈবকীর স্থানে*।
করে পদ ধরিয়া ধরিতো† কংস তোলে।
কংশ করে থাকী মাতা উঠিলা গগনে।
জইয়াকারে পুজন করিলা শুরগণে॥
নানায়ূধ বিভূষন অষ্টমহাভূজা।
বলী দিয়া দশ লোকপাল কৈলা পূজা॥
নন্দগোপসুতা শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী।
ভুবনবন্দিতা বিন্দশিখরবাসিনী॥
জেই জন না জানে তোমার সপূজন।
শেই জন কিবা হরি-শেবার ভাজন॥
কাত্যায়নী পূজা করি পাল্যা বরদান।
নন্দগোপ জাঙ্গ নাই ইহাতে প্রমান‡॥
মনীর কারণে প্রভূ নিরুদ্দেশ হৈলা।
দৈবকী রুক্মিণী তোমা পূজি তাঁরে পাল্যা॥

---

* কোলে (বঃ)

† বধিতে (বঃ)

‡ নন্দগোপসুত দেবী তাহার প্রমান (অঃ ; বঃ)
নন্দ গোপ ব্রজগোপী ইহাতে প্রমান (কাঃ)

মুনী-সাপে দৈত্যভয় ব্রহ্মোন্দ্র-রক্ষিতা।
তোমারে পূজিয়া রাম উদ্ধারিলা সিতা ॥
য়েত স্তব কৈলা যদি কলিঙ্গভূপতি।
বর দিয়া কৈলাস গেলান ভগবতি ॥
অভয়া ইত্যাদি।

পশুদিগের প্রতি দেবীর বরদান।

পূজার দক্ষিণা দিতে দিলা হেমতুলা* ।
শিরে লৈলা রাজা ব্রাহ্মণের পদধূলা ॥
দ্বিজে নিজোজীলা নিত্য পূজায় ভূপতি।
শতেক ব্রাহ্মণে নিত্য পূজে শপ্তশতি† ॥
শঙ্কর-শকাসে চণ্ডী জান নিজ বেসে।
অংশরূপে পূজা লৈয়া কলিঙ্গের দেশে ॥
বিজুবন নিকটে যত পশুগণ।
পথে জাত্যে পার্ব্বতীর পাল্যা দরশন ॥
কেশরি শার্দ্দুল গণ্ডা ভল্লুক বারণ।
সর্ব্ব পশু বন্দে আসী চণ্ডীর চরণ ॥

---

* পূজাব দক্ষিণা দ্বিজে দিলা হেমতোলা (কাঃ)
পূজার দক্ষিণা দিল হেম দশ তোলা (অঃ ; বঃ)

† পড়ি সপ্তস্তুতি (কাঃ)
পড়ে সপ্তশতী (অঃ ; বঃ)

ঊর্দ্ধমুখে পশুগণ করিলা গোহারী।
কৃপা করি ফুলজল লহ মাহেশ্বরী ॥
অপরাধ বিনে পশু সদাই শশঙ্ক।
বর দিয়া মাহেশ্বরী কর নিরাতঙ্ক ॥
পশুগণে কৃপামই হৈলা ভগবতি।
আত্মপূজা-বিধান দিলান অনুমতি ॥
আজ্ঞা পায়্যা পশুগণ হরিস অতুল।
বনে বনে খুজিয়া আনীলা নানা ফুল ॥
আম্র জাম সিরঙ্গিনা কালোচিত ফল।
নৈবেদ্য দিলান পাদ্য কংশ-নদ-জল ॥
পূজা করি স্তবন করিলা নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ ভগবতি কৈলা বারে বার ॥
বাগে না খাইব মৃগ কেশরি বারণে।
তুরঙ্গ মহিসে দুই থাক য়েকস্থানে ॥
অবিবাদে দুঁহে থাক নকুল কটাশ।
স্মেরণ করিলা দুঃখ করিব বিনাস ॥
অভয়া ইত্যাদি।

পশুরাজ-সভা।

পস্তুর লইয়া পূজা সিংহ করাইলা রাজা
নিজঘণ্টা দিলা মোহামাইয়া।
জারে জা উচিত হয় তারে দিলা শে বিশয়
কৈলা চণ্ডী পস্তুগণে দইয়া ॥

সিংহ তুমি মহাতেজা পস্থর হইবে রাজা
টিকা দিলা ভবানী ললাটে।
তরক্ষু স্থনহ কথা ধরিয়া ধবল ছাতা
থাক তুমি রাজার নিকটে ॥
শরভঙ্গ* নিল তুমি সকল পশুর স্বামী
ব্রাহ্মণ যেমন নর মাঝে।
হৈয়া তুমি পুরোহিত চিন্তিবে রাজার হীত
যেই কাজ্য অন্যে নাহি শাজে ॥
দুর করাইব শোক শার্দ্দিল ভল্লুক কোক
বনবরা গণ্ডা মোহাবীর।
গুরু সঙ্গে জেন ছাত্র হৈয়া পঞ্চ মোহাপাত্র
প্রতিদিনা দিবে ফুলনীর ॥
সত্য করি মৃগরাজে অভয়া দিলেন গজে
করাইলা সিংহের বাহন।
আসী তথা জোড়া জোড়া বাহন হইলা ঘোড়া
বারানণ† লইলা কপিগণ ॥
নিজোজীতে তোমারে আমি স্থনহ চামর তুমি
চামর ঢুলাবে রাজ-অঙ্গে।
তোমারে দিলাঙ ভার ভেরু হবে রায়বার
আপনে থাকিব তোর শঙ্গে ॥
বৈদ্য সে নকুল তুমি খাইবে বর্ত্তন ভূমি
চিকিচ্ছা‡ করিবে রাজপুরে।

---

* শরভ কুলীন (বঃ)

† বাজন করিল (অঃ ; বঃ)
বারাণ হইল (কাঃ)

‡ চিকিৎসা (অঃ, বঃ, কাঃ)

পথ্যের* সঞ্চয় দীক্ষা পস্থর করিবে রক্ষা
ভূজঙ্গে না বধিবে† তোমারে ॥
পস্থর হাজরা মস্ব খাইবো‡ পূজার সস্ব
হবে তুমি রাজার দুয়ারি।
নিশাতে যাগীয়া থাক প্রহরে প্রহরে ডাক
কোটোয়াল শৃগাল প্রহরী ॥
নিলকণ্ঠ বলবাণ বারসিঙ্গা ঢোলকাণ
পাঁজা মুদা কারশে করমা§।
আমার পূজার ফলে বনে থাক কুতুহলে
বাঘ রিক্ষে নাহি খাব তোমা ॥
উঠ গাধা ক্ষেমণ¶ খাবে রাজার নফর হবে
সম্পদে বিপদে ববে ভার||।
অন্য জত পস্থগণ সবে হৈব প্রজজন
মণ্ডল হৈব কালশার ॥
পালধি অন্যয় জাত দ্বিজরাজ রঘুনাথ
সভাসদ শ্রীকবিকঙ্কণ।
জিত দৈত্য স্থীর চিত** রচিলা নূতন গীত
শিব লৈয়া স্থনীব বচন ॥

---

* পথ্যেব নিয়ম শিক্ষা (অঃ ; বঃ)
বৈত্যক তোমার দীক্ষা (কাঃ)

† জিনিবে (অঃ ; বঃ)
বধিহ (কাঃ)

‡ প্রজাব (অ, ব, কা)

§ পাঁজা মিন্থা কারফরমা (কা ; ব)

¶ ক্ষেতি (অ,ব,)

|| সম্পদ বিপদের ভার (অ) ; সম্পদে বিপদে তোর ভার, (বঃ)
সম্পদে বিপদে ব্যবহার (কা)

** জিত ধন্য স্থিতচিত (কা)

শিবপূজা প্রচার।

জে কালে ভবানী গেলা কলিঙ্গের দেশ।
সেই কালে পূজা কৈলা ভূবনে মহেশ॥
শপ্তম পাতালে শিবে পূজে নাগলোক।
বর দিয়া শিব তারে দূর কৈলা শোক॥
অবনীমণ্ডলে পূজে ধর্ম্মশীল নর।
জিবন-শময়াবধি মৃত্তিকা-শঙ্কর॥
পুরমধ্যে দেই কেহ শিবের মন্দীর।
বর পায়্যা যত লোক রণে হয় স্থীর॥
চৈত্র মাশে পূজে নর নানা উপহারে।
ঢাক ঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দীরে॥
জিব কাটে জীব ফোড়ে করয়ে চরখ।
অভিমত ফল পায় না জায় নরক।
ত্রেতা যুগে শন্যাশ করিল দশানন।
তেন মতে মরতে পূজয়ে সর্ব্বজন॥
পিশাচ দানব যক্ষ পূজে প্রতিদিন।
জে জন শঙ্কর পূজে নহে ধনহীন॥
প্রথমে পূজার যুক্তি করে দৈত্যগণ।
শুম্ভ জম্ভ নিশুম্ভ পূজয়ে য়েকমন॥
মহীষ চিকুর পূজে বাতাপী ইল্লোল।
পূজিয়া শঙ্করে তারা পাল্যা নানাফল॥
রাজসভা বার্ত্তা দিতে চলিলা নারদ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মনোহর পদ॥

শক্তিপূজা প্রচারের সূচনা।

সুধর্ম্ম সুশভায় বসিলা সুররায়
সুচারু স্বর্ণ সিংহাসনে।
শহীত পজি পুথি শমুখে বৃহস্পতি
বসিলা রাজসন্নিধানে ॥

বসিলা সুর-অধিপতি।
সুনৃত্য গীত জত বাদন রত্ন কত
বিবিধরূপে মোহামতি ॥
জয়ন্ত নিলাম্বর দুই ভাই পরস্পর
চৌদীক শতেক কুমার।
সেবক সাবধান যোগায় গুয়া পান
মিলীত করিয়া সুসার ॥
বাজায়্যা* শ্রীয়খণ্ড হেমসুরত্ন-দণ্ড
চামর ঢুলায় মাতুলী।
মগদ বন্দী ভাট করয়ে স্তুতিপাঠ
মাথায় করিয়া অঞ্জলী ॥
পাবক আদী করি দিকের অধিকারী
বরুণ লোহীত শমন।
কুবের প্রভঞ্জন আদী সে মুনীগণ
আইলা ইন্দ্রের শদন ॥

---

* বাজায় শ্রীখণ্ড মুকজা হেমদণ্ড (অ)
বাসয়্যা শ্রীখণ্ড হেমরত্ন-দণ্ড (ব)
বসায়্যা শ্রীখণ্ড হেমবত্ন-কুণ্ড (কা)

অঙ্গিরা বসিষ্ঠাদি দুর্ব্বাশা গুণণিধি
আইলাই জথা মঘবন।
যেমন সুশময় আইলা মোহাশয়
নারদ বিরিঞ্চী-নন্দন॥
উঠিয়া প্রণিপাত করিলা সুরনাথ
বসাল্যা কনক-আশনে।
করিয়া সুপূজন বার্ত্তা জিজ্ঞাশন
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥

নারদের প্রতি ইন্দ্রবাক্য।

নারদ হে কহ দেশের বারতা।
কহ না শকল কথা ছিলা যথা তথা॥
এ তিন ভুবনে নাহিঁ তোমার শমান।
ভূত ভবিষ্যত তুমি জান বর্ত্তমান॥
দেখিয়া তোমার কৃপা হেন লহে মনে।
চীরদিন লক্ষী মোর থাকীবে ভবনে॥
নিজস্থষ্টি রাখীতে স্বজীল ধর্ম্মসেতু।
তোমারে করিলা বিধি পালনের হেতু॥
ভাগ্যে তব পদরেণু আমার ভবনে।
পবিত্র হইলাম আমি তোমা দরশনে॥
শেই জন ভাগ্যবান এ তীন ভুবনে।
জেই জন তোমর বিণাধ্বণী সুনে॥
শুনীঞা ইন্দ্রের কথা কহেন নারদ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মনোহর পদ॥

ইন্দ্রের প্রতি নারদের উক্তি।

কি আর কহিব কথা হৃদয়ে লাগয়ে ব্যথা
নিবেদিতে বড় ভয় করি।
নিবাত কবচ জম্ভ কি বা সে নিশুম্ভ শুম্ভ
বাড়িলা তোমার বড় অরি॥
সর্ব্ব উপভোগহীন শত ফুল প্রতিদীন
দশদণ্ডে মহাদেবে পূজে।
শিব শনে বর পায় সুর মুনী সিদ্ধ তায়
দেখি ভয় করয়ে শহজে॥
জেই শুম্ভ মোহা জম্ভ কি কহিব তার দম্ভ
ভূজবলে পর্ব্বত উপাড়ে।
শেই সব ভূজবলে মহেষ পূজার ফলে
ধীককরি* তুলিয়া আছাড়ে॥
নানা ফুল পরবন্ধে কুঙ্কুম কৌস্তুরি গন্ধে
নৈবেদ্যাদি কি কহীব আর।
পূজা কি কহিব তার জথি† শোল উপহার
দক্ষিণা কাঞ্চণ শতভার॥
প্রভুর করিতে প্রীত প্রতিদিনা নৃত্যগীত
পূজাকালে ব্যালীশ বাজন।
যদি পায় চতুর্দ্দশী থাকে বীর উপবাসী
নিসাকালে করে যাগরণ॥

---

* দিক্‌কবী (কাঃ; বঃ)

† তথি (কা)

কিবা সে শঙ্কল্প করি পূজ দৈত্য ত্রিপুরারী
এ বড় সন্দেহ লাগে মনে।
বুঝিল দৈত্যের কাজ্য লবেক তোমার রাজ্য
হেন আমি লখি অনুমানে॥
ভোগ কর লিলারঙ্গে থাকহ কামিনীসঙ্গে
রাজভোগে হৈয়াছ ভোল।
পাইয়া শিবের বর দৈত্য হৈলা খরতর
কোন দিনা করে গণ্ডগোল॥
ছাড়িয়া সকল কাজ যেক চিত্তে সুররাজ
মহেশের কর সভাজন।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্দ
বীরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ইন্দ্রের শিবপূজার উদ্যোগ।

উপদেশ কহিয়া চলিলা মোহামুনী।
ইন্দ্রেরে বিদায় করি চলিলা অবনী॥
সুরসভা শহিত উঠিয়া সুরপতি।
চরণে পড়িয়া ইন্দ্র করিলা প্রণতি॥
পুনর্ব্বার সভাতে বসিলা সুররায়।
নিবিষ্ট করিলা মন শিবের পূজায়॥
বৃহস্পতি বসিলা লইয়া পাঁজি পুঁথি।
বিচার করেন গুরু বার সুভতিথি॥
বিচারী কহিলা গুরু কালী ভাল দিন।
আছয়ে অনেক গুণ দোসন-বিহীন॥

মহেশ পূজিতে ইন্দ্র হৈলা ভক্তিমান।
জয়ন্তে ডাকিয়া ইন্দ্র দিলা তারে পান॥
প্রভাতে উঠীয়া পুত্র করি গঙ্গাস্নান।
উপহার শিবের করিহ সাবধান॥
শচিরে দিলান পান চন্দনের তরে।
পুষ্প তুলিবারে পান দেন নিলাম্বরে॥
পান লইতে নিলাম্বর জোড় কৈলা কর।
ডাকিলা মুশলী তার মাথার উপর॥
জিঠিরব নিলাম্বর করিলা শ্রবণ।
দৈব-যোগে তাহা নাহিঁ স্নুনে অধজন॥
বুকে হাত দিয়া নিবেদয়ে নিলাম্বর।
বাধক হৈল মোর মাথার উপর॥
পুষ্প তোলনের বিনে করি য আড়তি।
রোশযুত হইয়া বলেন স্নুরপতি॥
অভয়া ইত্যাদি।

নীলাম্বরের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ।

পুষ্প তুলিবারে লহ পান।
দিধা ঘুচাইয়া মনে প্রবেশ নন্দনবনে
মোর বাক্য নহি কর আন॥
অধিক আড়তি নয় সবে জাবে দণ্ড ছয়
নন্দনকানন অভ্যান্তর।
নিকটে কুস্নুম আছে না চড়িতে হবে গাছে
আরাধনা করিব শঙ্কর॥

দুর্জ্জয় দানব সনে তোরে না পাঠাই রণে
না পাঠাই তোর দূরদেশ।
আপন কানন জাবে প্রশূন তুলিয়া দিবে
ইহাতে নাহিক কিছু ক্লেশ।
আদেশ করিলা তাত বনে গেলা রঘুনাথ
ছাড়ি কনক সিংহাসন।
জানকী লক্ষণ শাথে প্রবেশী কাননপথে
যশে পূর্ণ কৈলা ত্রিভুবন॥
ভৃগু নামে মোহামুনী সকল ভুবনে জানী
বিধাতার কুলের নন্দন।
রেণুকা রমণী তার সূত ভূবনের শার
ক্ষেত্রীয় কুলের বিনাশন॥
রেণুকার দেখি দোস উঠিলা মুনীর রোস
সুতে আদেশীলা মোহামুনী।
সুনিঞা বাপের কথা মায়ের কাটীলা মাথা
ত্রিভুবনে করে ধনী ধনী॥
জজাতীর পুত্র পুরু তাহার চরিত্র চারু
জ্জরা লইলা বাপের বচনে।
সান্তীরসে দিয়া মন দিলান জৌবন ধন
ধন্য যারে ঘোষে ত্রিভূবনে॥
রোশযুত পুরন্দর দেখিলান নিলাম্বর
অঞ্জলী করিয়া নৈলা পান।
দামন্যা নগরবাসী সঙ্গিতের অভিলাসী
শ্রীকবিকঙ্কণ যস গান॥

নীলাম্বরের পুষ্পচয়ন।

স্নান করি গঙ্গাজলে শুক্ষধুতি*.পরি চলে
প্রভাত সময় নিলাম্বর।
সাজি কুড়ি করি হাথে† চলিলা কাননপথে
শোঙরণ করিয়া শঙ্কর॥

গণিঞা তোলেন শতফুল।
কুমার হরিশ মনে প্রবেশী নন্দন-বনে
ছয় ঋতু দেখিয়া শঙ্কুল॥
কল্হার কৈরব কালা সিউলী সেফালী কলা
কমল কন্দল ইন্দীবর।
অশোক কিংশুক ঝিটি জাতি যুতি দুইবুটি
রাঙ্গন তুলিলা নাগেশ্বর॥
কুরুবক কুরণ্টক কুন্দ তোলে মরুবক
কনক কদম্ব করবীর।
লবঙ্গ তুলশী দনা ঘলঘশী বাকশানা
প্রত্যঙ্গিরা তুলিলা করির॥
কুমার হরিশমনা ধুলী কদম্বাদি বানা*
আটু চাঁপা কাঞ্চন কেশর।
শ্বেত রক্ত তোলে উড় তুলিলা মল্লিকা জোড়
তোলে কুশ কুসুম আর॥

---

* শুক্ল (অ, ব)
"শুদ্ধ" অথবা "শুঙ্গ" (কা)
† সাজি আকুড়সি হাথে (কা)
* কেলিকদম তুলে দনা (কা)

নেয়ালী বান্ধুলী দুর্ব্বা বনকরবীর মুর্ব্বা
অতশী শিয়লী পারীজাত।
অপামার্গ বাগনন্য শাঁত্রিও তেনে ভদ্রবনা
রক্ত উতপল অবদাত॥
বিষলাঙ্গলীয় জটা বৃহতী ঘুচায্যা কাটা
ভূমির্চাপা তিলক শপুলা।
আঙ্গলা কুড়চি কেয়া মদন বাসক জইয়া
কোপীদার তুলিলা পাটলা॥
শাল তোলে ঘাটফুল কল্যাকড়া তোলে মৌল
বসন্তিকা অখণ্ড শ্রীফল।
লোটাইয়া ধরে ডালে তামাল পিয়াল তোলে
দুই হাথে তুলিলা হিজল॥
শেরতি কর্ব্বটী লতা ইন্দ্র-ফুল তোলে তথা
খইরী তুলিলা সতাবরী।
করঞ্জ যুগল শোনা দাড়িম্ব মুদিতমনা
তোলে রঙ্গে তুলসী বিদারি॥
আকন্দ তপনকাটা কর্ণীকার শ্বেতজটা
শূর্য্যমণী তুলিলা দুলাল।
বিলশোনা ভারদ্বাজি তুলিয়া পরিল শাজি
কোকিলাঙ্গ চিত্রক গুল্লাল॥
গাঁথিল শতেক মালা হইল পূজার বেলা
নিলাম্বর আইলা ত্বরিত।
আচ্ছাদিয়া পদ্মদলে থুইলা পূজার স্থলে
শ্রীকবিকঙ্কণ গান গীত॥

ইন্দ্রের শিবপূজা।

মঙ্গলরাগ

চৌদিগে জয় জয় পূজেন হরিহয়
অনোন্যভাবে ভূতনাথে।
শকল বাদ্য বায় শানন্দে সুররায়
শতেক পুত্রর সে শাথে॥
দিবস পূর্ব্বজাম বাগীশ গান শ্যাম
রূদ্রের অধ্যায় মহিমা।
নারদ বিনাপাণী গায়ন মোহামুনী
শঙ্কর-গুণের গরিমা॥
প্রভূরে প্রেম-দিঠে বসাল্যা হেমপীঠে
পাখালে শিবের চরণ।
বসনে পদ মুছি নিছনী কৈলা শচী
বসন অমূল্য রতন॥
শিবের মহাস্নান করাল্য জত্নবান
শতেক ভার গঙ্গাজলে।
মৃগাঙ্ক জিণী ভাসে পরাল্যা পট্টবাসে
কৌস্তবি ফোটা দিলা ভালে॥
নৈবেদ্য নানাবিধি মোদক মধু দধি
শর্করা পুরি হেমথালা।
সুগন্ধি ধূপধূমে মঞ্জুল কৈলা ধামে
জালীলা রত্নদীপমালা॥
কুসুম সুচন্দন কৌস্তুরী বিলেপন
বাসব দিলা শিব-অঙ্গে।
প্রচুর উপহারে পুজিলা পুরহরে
শকল পরিবার সঙ্গে॥

ডমুরু ডিমিডিমি বাজান দেবস্বামী
সুশঙ্খ ঘন ঘন শিঙ্গা।
প্রমোথপতি কাছে ত্রিদশপতি নাচে
বাজয়ে ডম্ফ ধিধিধিঙ্গা॥
স্তবন গদ্যপদ্যে শঘনে মুখ-বাদ্যে
অষ্টাঙ্গ দণ্ডবত নতি।
বাসবে য়েকচিত্য য়েকান্ত ভাব নিত্য
তুশীলা দেব উমাপতি॥
য়েমন সুবিধানে পূজেন দিনে দিনে
নিয়মে দ্বাদশ বৎসর।
ফিরিয়া বনে বন জতনেকমন
প্রশুন তোলে নিলাম্বর॥
আপন ব্রতকথা সাধিতে সাবহীতা
সখির সঙ্গে বিচারণ।
রচিয়া নানা ছন্দ পাঁচালী করি বন্ধ
গাইলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ।

পূজা লব পদ্মাবতি অবণীমণ্ডলে।
কোন উপদেশে পূজা লব স্বর্গতলে॥
আপনার যদি পদ্মা প্রভাব দেখাই।
দেবতা-শমাঝেতে তবে সে পূজা পাই॥
ছলিয়া লইব মহি ইন্দ্রের কুমারে।
আপনার প্রভাব দেখাব সুরপুরে॥

পদ্মাবতি বলে যুক্তি মনে নাহি লয়।
মোহাদেবে নিলাম্বরে কুষুম যোগায়॥
য়েমণ বিচারী দুহে চলিলা সত্বরে।
চরণে ধরিয়া নিবেদিলা মহেশ্বরে॥
জিজ্ঞাশীলা শিব তারে জত বিবরণ।
চরণে ধরিয়া গৌরী করে নিবেদন॥
অষ্ট দীন পূজা মোর মরত ভীতর।
তিন দিবসের সঙ্গে নিলা নিলাম্বর* ॥
নিলাম্বরে শাঁপ দিয়া যদি লহ ক্ষিতি।
তবে সে প্রচার মোর পূজার পধ্বতি॥
মোহাদেব বলেন স্থনহ শশীমুখি।
তবে অভিশাপ দিয়া যদি দোস দেখি॥
তিলমাত্র নিলাম্বর নাহি করে পাপ।
কেমন কারনে তারে দিব অবিশাঁপ॥
যদি মহি ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কুমার।
তবে আর সাঁপণ† দিবে কি দোস তোমার॥
অঙ্গিকার কৈলা শিব নিলা চণ্ডী পান।
বিদায় করিয়া চণ্ডী করিলা পয়াণ॥
পদ্মার সহিত যুক্তি করিয়া অভয়া।
নন্দনকাননে আশী পাতিলান মাইয়া॥
ফুলহীন কৈলা জত নন্দনকানন।
ফলফুলহীন কৈলা জত উপবন॥
বাম হাথে করণ্ড আঁকুড়ি করি করে।
প্রবেশীলা নিলাম্বর কানন ভীতরে॥

---

* তিন দিবসের তবে লয়্যা নীলাম্বর (ক')

† অভির্শাপ (কা)

ফলহীন কাননে ভাবেন নিলাম্বর।
কোথা পাব শতফুল তাহার* ভিতর॥
অভার ফুলের চিন্তা নিলাম্বর পায়।
রথে চাপী নিলাম্বর লঘুগতি† ধায়॥
জাত্রার শময়ে প্রতিকুল হৈলা বায়ু।
বাম ছাড়ি শব্য দিকে চলিলা গোমায়ু॥
কাষ্ঠভার লৈয়া পথে জায় কোন জন।
সুরূপা সুবেশা নারী করয়ে ক্রন্দন॥
ডোমচিল মাথে উড়ে গেলান কাননে।
ধর্ম্মকেতু তাড়াতাড়ি আনিছে হরিণে॥
রূপশী হরিণী হৈয়া আপনে অভয়া।
ধর্ম্মকেতু শমুখে উরিলা মোহামায়া॥
আগে জায় ভগবতি দিঘল তরঙ্গ।
পিছে ধর্ম্মকেতু যেন উড়িছে পতঙ্গ॥
চক্রাকার করিয় লুঠয়ে বীরবর।
দেখিয়া বিস্যাদমনে ভাবে নিলাম্বর‡॥
অভয়া § ইত্যাদি।

---

* প্রহর (কা)

† বসুমতি (কা)

‡ আকর্ণ পূরিয়া ধনু বীর ছাড়ে শর।
শর ছাড়ি দিতে চণ্ডী উঠিলা অম্বর॥ (কা)

§ (অতিরিক্ত অংশ) অনিমিষ লোচনে দেখেন নীলাম্বর।
ফুলচিন্তা দুরে গেল কান্দেন কোঙর॥ (কা)

নীলাম্বরের খেদ।

বসিয়া বৃক্ষের তলে ভাসীয়া লোচন-জলে
বিসাদ ভাবেন নিলাম্বর।
হৃদয়ে রহিল শাল ব্যাধের জনম ভাল
কেনে হৈনু ইন্দ্রের কোঙর॥
য়েই ব্যাধ রূপধাম* বনবাসী যেন রাম
মৃগ দেখি মারীচ শমান।
অতি ক্ষীণ† মধ্যদেশ লতায় বেড়িত কেশ
অভিনব জেন পঞ্চবান॥
য়েই ব্যাধ ভালে জিয়ে তৃশা-কালে জল পিয়ে
ক্ষুধাকালে করয়ে ভোজন।
পুরমথনের পূজা যাবত না করে রাজা
ততক্ষণ উদরে দহন॥
না করিলা কোন কর্ম্ম বিফল দেবতা-জন্ম
বিদ্যার না কৈল অন্যাশন‡।
না করি ধনু শিক্ষা কিসে পাব রণে রক্ষা
যদি হয় দেবাসুরে রণ॥
সাজি দণ্ড হাথে করি প্রভাতে প্রভাতে ফিরি
অনুদিন যেন মালাকার।
চরণে কণ্টক ফুটে শতেক আচর বুকে
নিদারুণ দৈব সে আমার॥

---

* গুণধাম (কা)

† সিংহজিনি (কা)

‡ অস্ত্রেব না হৈল অন্বেষণ (কা)

দুঃখ ভাবে ইন্দ্রবালা দুইপর হৈল বেলা
সাবধান করয়ে সারথি।
হৈয়া অতি সমাকুল* সম্ভ্রমে তোলয়ে ফুল
মুকুন্দ গাইল সুদ্ধমতি॥

নীলাম্বরকে সদাশিবের অভিশাপ।

হইলা পূজার বেলা সচিন্তা† কোঙর।
দুই করে তোলে ফুল কানন-ভীতর॥
ঘন বেলা পানে চাহে তৃশাতে আকুল।
জত পায় তত তোলে না ছাড়ে মুকুল॥
কুসুম ভীতরে চণ্ডী পাতিলান মাইয়া।
পলাসে রহিলা দারুপিপিলিকা হৈয়া॥
ব্যমজানে লঘুগতি আস্থে নিলাম্বর।
সুতের বিলম্বে দুঃখ ভাবে পুরন্দর॥
খেলাতে উন্মত্ত্য শিশু কিবা কৈলা পাপ।
আজি শিব দিবেন অবশ্য অবিসাঁপ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য রচিয়া সবিলম্ব।
আল্যা নিলাম্বর পূজা করিলা আরম্ভ॥
কুসুম-অঞ্জলী পঞ্চ দিলা শিব-শীরে।
দারুপিপিলিকা দংশে প্রবেশী চিকুরে॥

---

* হয়্যা বড় বেয়াকুল (কা)

† চিন্তিত (কা)

অনল সমান পোড়ে পিপিড়ির বিষ।
কোপেতে বলেন শিব হৈয়া বিমরিশ॥
শুন ইন্দ্র তুমি ত্রিদশের অধিকারি।
কি কারণে পূজা কর জনম-ভিখারী॥
আমারে তোমার যদি নাহি অবধান।
কি কারণে কর তুমি অন্যায় গেয়ান॥
করহ আমারে তুমি কপট অর্চ্চনা।
কপট ভকতি মোরে কর বিড়ম্বনা॥
পাট-নেত বাস পর গলে রত্নমাল।
হাড়মালা মোর কণ্ঠে পরি বাঘছাল॥
অচলা কমলা তোর শম্পদ বিশাল।
পরিহাস কর কিবা দেখিয়া কাঙ্গাল॥
বলেন নিষ্ঠুর বাণী ভৃকুটি ভীমমুখে।
নয়নে নির্গত অগ্নি ঝলকে ঝলকে॥
অঞ্জলী জুড়িয়া বলে পুরন্দর।
মোর দোস নাহি ফুল তোলে নিলাম্বর॥
নিলাম্বরে জিজ্ঞাসা করিলা শূলপাণী।
ভয় তেজি নিলাম্বর কহ সত্যবাণী॥
কহিলা কুমার সত্য জে দেখিলা বনে।
পার্ব্বতীর সত্য কথা শিব কৈল মনে॥
মোর শেবা ছাড়ি অন্য কর সাধ।
বসুমতি চল ঝাট হয় গিয়া ব্যাধ॥
শিবের বদনে স্তুনি যে শব উত্তর।
কুমারের মুণ্ডে যেন পড়িল ভূধর॥
কান্দিতে লাগিলা ধরি শিবের চরণ।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নীলাম্বরের স্তব।

পড়ি শিব-পদ-পাষে কুমার করুণ ভাসে
অঞ্জলী করিয়া বিনয়।
অতি লঘু মোর পাপ দিলা গুরু অধিসাঁপ
ব্যাধকুলে জনম নিশ্চয়॥
আরোপীয়া পাণীপুটে পান করি কালকুটে
কৈলা ত্রিভুবন পরিত্রাণ।
তুমি সত্য গুণধাম কিঙ্করে হইলা বাম
মোর দৈব ইহাতে নিদান॥
সুর নর নাগ জেবা করয়ে তোমার সেবা
কেহ নাহি জায় অধোগতি।
আমার দৈবের ফলে সাপ দিয়া ব্যাধকুলে
জনম করিল্যা পসুপতি॥
তোমার রোপীত তরু আপনে হানহ দারু
দেখিয়া লাগয়ে বড় ভয়।
না দেখি যেমন শৃষ্টী চাঁদ হৈতে বিষবৃষ্টী
চন্দনে প্রশবে ধনঞ্জয়॥
অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাঙ কামসয়রী
ফল যোগে করিলা নৈরাস *।
নিরুদ্ধ † দৈবের বসে ভরা দিল লাভ আসে
হরি হরি ধুল হৈলা নাস ‡॥
বেচিল তোমার পায় নিলাম্বর নিজকায়
জেন ইচ্ছা করহ তেমন।

---

* ফল যোগ হল্য প্রতিকূল (কা)

† নির্ব্বন্ধ (কা)

‡ হরি হরি নাশ কৈলা মূল (কা)

কৃপা কর দেব ভর্গ * না চাহি নরক সর্গ
তোমার চরণে রহু মন ॥
ইহা স্তুনী ভূতনাথে লাজে প্রভূ হেট মাথে
আজ্ঞা দিলা দেব পঞ্চানন।
হইয়া চণ্ডীকা-ভক্ত চারি মাসে হৈয়া মুক্ত
আসীবে আপন নিকেতন ॥
য়েতেক বলীতে হর জ্বর আল্যা মাহেশ্বর
নিলাম্বরে কৈলা আলীঙ্গন।
চৌদীকে বান্ধব-মেলা গলে তুলশীর মালা
গঙ্গা-জলে করাল্য শয়ন ॥

মহামিশ্র ইত্যাদি।

ইন্দ্র কর্ত্তৃক শিবের স্তব।

মন্দাকীনী-তিরে শয্যা কৈলা নিলাম্বর।
পূজা সাঙ্গ করি স্তুতি কৈলা পুরন্দর † ॥
ক্ষেম ক্ষেম ক্ষম নাথ বালকের দোস।
শিশুমতি নিলাম্বরে না করিবে রোশ ॥
পুত্র-মিত্র-পরিজন-শোকের নিদান।
তুমি সত্য তোমা বিনে ভাবি নাহি আন ॥

---

* বর্গ (ব)
বর্য্য (অ)

† প্রদক্ষিণ প্রণতি কবিলা বাবে বাব।
তোমাব চবণ বিনে গতি নাই আব ॥
(কাঃ)

অভক্তি তোমার পদে বিপদ নিদান।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ ইহাতে প্রমাণ ॥
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈলা জয়।
জে জন তোমারে ভজে তার নাহি ভয় ॥
তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি।
ত্রিভূবন জিনে অন্তেতে মুকতি ॥
জন্ম জরা শোক প্রভূ ব্যাধি দৈন্য দোস।
তাবত জাবত নহে তোমাতে সন্তোস ॥
য়েই নিবেদন করি হৌক অবধান।
কুসুম তুলিতে প্রবরে দেহ পান ॥
ইন্দ্রের বচনে অনুমতি দিলা হর।
অঞ্জলী করিয়া পান লইলা প্রবর ॥

অভয়া ইত্যাদি।

ছায়ার সহমরণ।

হৈলা জলশাহি পতি ইন্দ্রবধু ছায়াবতি
লোকমুখে সুনীলা বারতা।
চৌদীকে বেষ্টীত সখি সন্তাপে মলীনমুখি
হরি হরি শোঙরে বিধাতা ॥

রামা কান্দে ইন্দ্রবধু ছাইয়া *।

স্বামি মৈলা এ নব জৌবনে।
নিলাম্বর ধরি কোলে বসিলা গঙ্গার জলে
হৃদয়ে যুগল মুষ্টী হানে ॥

---

* মলিন বদন বিধু কান্দেন ইন্দ্রেব বধু

আলাইলা স্থকবরি আভরণ ত্যাগ করী
শঘনে নাড়য়ে আম্রডাল।
স্থরপুরে কোলাহল সভার লোচনে জল
শচির হৃদয়ে গুরু শাল॥
মোর পরমায়ূ লৈয়া চির দিন থাক জিয়া
আমি মরী তোমার বদলে।
জেই গতি পাহ তুমি শেই গতি ইচ্ছি আমী
রহিব তোমার পদতলে॥
আড়তি তুলিতে ফুল বিধি হৈলা প্রতিকূল
জিবন তেজিলা শিব-সাঁপে।
এ খণ্ড-কপালী ছাইয়া শঙ্কর তেজিল দইয়া
ডুবিনু পরম পরিতাপে॥
দেহযোগ নহে নিত্য কেবল মরণ সত্য
য়েই কথা সর্ব্বজন জানে।
জৌবনে মরণ হয় এ দুখ সহন নয়*
প্রবোধ পরাণ নাহি মানে॥
ঢালী বহু ঘৃত-ভাণ্ড জালীলা অনলকুণ্ড
স্থরনদিতীরে স্থরপতি।
দুই কুলে দিয়া বাতি জিবন তেজিলা সতি
পতির অনলে ছাইয়াবতি॥
বিদায়ে করিয়া শিবে লইয়া দুহার জীবে
জান চণ্ডী ব্যাধের নিবাসে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রঘুনাথ নৃপতি প্রকাশে॥

---

* যৌবনে মরণকাল হৃদয়ে রহিল শাল (কাঃ)

নিদয়াকে ভগবতীর ঔষধ-দান।

প্রভাতে দোয়াদসী অভয়া উপবাসী
হইলা জরতি ব্রাহ্মণী।
আইলা ভিক্ষা-আসে সধর্ম্মকেতু-বাসে
নিদইয়া দিলা পিড়ি পানী॥

কল্যাণ করে ভগবতি।
পারণা হেতু ভিক্ষা দেহ গ প্রাণরক্ষা
অচিরে হবে পুত্রবতি॥
হৈয়াছে পাঁচ কন্যা অন্যে সে* স্বামী ধন্যা
ঘটক ভ্রমে স্থানে স্থানে।
দেখিল পুণ্য-ফলে নিদইয়া যেই স্থলে
কেবল কল্যাণ-নিদানে† ।

শফল কর মোর আশ।
তোমার পায়্যা বর হইব বংশধর
তোমার করাইব দাস॥
কহি গ হিতবাণী ঔষধ আমী জানি
কুমার-জনম-কারণ।
দিব গ নাশাপুটে শোহাগ নাহি টুটে
হইব পুত্রের জনন॥

---

* অলসে (কাঃ)
অই রসে (বঃ)

† কেবল কন্যা কৈল দান (কাঃ)
কেবল কন্যাব নিদানে (বঃ)

বচন মিথ্যা নহে মোর।
শিনান কর তুমি ঔষধ দিব আমী
হইব বংশধর তোর॥
ত্বরাতে পুত্র-আসে সিনান করি আস্যে
নিদয়া বৈসে উর্দ্ধ মুখে।
মক্ষিকারূপ-ধর প্রবেশে নিলাম্বর
ঔষধ দিলা তার নাকে॥

বিষেশ বলেন অভয়া।
খণ্ডীব সর্ব্ব দুঃখ ইথেতে পাবে সুখ
সুনহ সুনহ গ নিদয়া॥
নিদইয়া পায় পড়ি তণ্ডুল ডালী বড়ি
দিলান কড়ি চারী পণ।
দেবির উপদেশে হিরার গর্ব্ভ-বাসে
ছায়ার হইল জনন॥

বল হরি সর্ব্বজন।
সুনীলা য়েই ব্রত খণ্ডী বহু দুঃখ জত
মুকুন্দ করিলা রচন॥

নিদয়ার গর্ভ ।*

আন বেস ব্যাধের নন্দীনী ।
ইন্দ্রের নন্দন পূর্ব্বে জেমন আছিলা গর্ব্বে
পুলমজা ইন্দ্রের রমণী ॥
মাস দুই তিন জায় দুর্ব্বল হইলা গায়
পণ্ডুবর্ণে কপোল প্রকাশ ।
জাড্যে পদ নাহি চলে শয়ন ধরণী-তলে
অন্যের না লইতে পারে বাস ॥

---

* পাঠান্তর :—

সেই দিন ধর্ম্মকেতু রতি-রঙ্গ মনে ।
আনন্দে ভুঞ্জিল রতি নিদয়ার সনে ॥
দেবীর মুখের বাক্য মিথ্যা নহে আব ।
সেইদিন হৈতে হইল গর্ভের সঞ্চার ॥
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি ।
দ্বিতীয় মাসেতে লোকে করে কাণাকাণি ॥
তৃতীয় মাসের বেলা ভূতলে শয়ন ।
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
পাঁচ মাসে নিদয়ার না রুচে ওদন ।
ছয় মাসেতে কাঞ্জি করঞ্জায় মন ॥
সাত মাসে নববাস দিল ধর্ম্মকেতু ।
জ্ঞাতি বন্ধু নিঞা সভে দিলা সাধ হেতু ॥
অষ্ট মাসে নিদয়াব বাড়্যা যায় পেট ।
চলিতে না পারে রামা চাহিতে নাবে হেঁঠ ॥
নয়মাসে নিদয়াব সাধ দেয় ব্যাধ ।
নিদয়া স্বামীকে কহে ভাবিয়া বিবাদ ॥
রচিয়া মধুর পদ একপদী ছন্দ ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ ॥

চারি পাঁচ জায় মাস গর্ব্ভ হৈল পরকাশ
শ্যামমুখ হৈলা পয়োধর।
সুগন্ধি মৃত্তিকা পায় কত অভিলাষ তায়
দিনে দিনে সুখায় অধর ॥
ছয় শাত জায় মাস সুতে বড় অভিলাস
নববাস দিলা ধর্ম্মকেতু।
যদি বা দৈবজ্ঞ পায় মৃগমাংশ দেই তায়
পুত্র কন্যা গণনের হেতু ॥

নিদয়ার মনের কথা।

শুন প্রাণনাথ। কহিয়ে তোমারে।
এবে মোরে প্রাণ কেমন কেমন করে ॥
কৈতে নিজ সাধ বড় লাজ বাসি।
পান্ত ওদনে ব্যঞ্জন বাসী ॥
বাথুয়া ঠনঠান তেলেব পাক।
ডগি ডগি লাউ ছোলার শাক ॥
মীন চড়চড়ি কুসুম-বড়ী।
সরল সফরী ভাজা চিংড়ী ॥
যদি ভাল পাই মহিষা দই।
চিনি ফেলি কিছু মিশায়ে খই ॥
পাকা চাঁপাকলা কবিয়া জড়।
খাইতে মনের সাধ বড় ॥
কনকের থালে ওদন শালি।
কাঞ্জিকা সহিত করিয়া মেলি ॥
কাঞ্জি ভুঞ্জি কিছু মনেতে ভায়।
চাকা চাকা মুলা বাগ্যণ তায় ॥
আমড়া নোয়াড়ি পাকা চাল্‌তা।
আম্‌সী কাসন্দী কুল করঞ্জা ॥
থোড় উড়ুম্বর ইচলি মাচে।
খাইলে মুখেব অরুচি ঘুচে ॥

আষ্ট নয় জায় মাস কিসে তোর অভিলাস
জিজ্ঞাসেন ব্যাধের নন্দন।
নিদইয়া রমণী তারে নিজ নিবেদন করে
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সাধ ভক্ষণ।

অঙ্গ পোড়ে উদর-অনলে।*
আরুচা করিলা বল ওদন ব্যঞ্জন জল
পেটে ভোক মুখে নাহি চলে ॥

হিয়ে দগদগী অন্তরে ভোক।
মুখে নাঞি চলে এ বড় শোক ॥
মনে করি সাধ খাইতে মিঠা।
খীর নারিকেল তিলের পিঠা ॥
বসিতে উঠিতে ঘুরয়ে মাথা।
মুখে উঠে হাই কহিতে কথা ॥
সখী সাথে যদি বাড়াই পা।
আলাইয়া পড়ে সকল গা ॥
দুগ্ধে গুড়ে তিলে মিশায়ে লাউ।
দধির সহিত খুদের জাউ ॥
শুন প্রভু কিছু কহি অপর।
চিঁড়া চাঁপাকলা দুধের সর ॥
আর কহি কিছু যে উঠে মনে।
শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দ ভণে ॥ (বঃ)

* প্রাণনাথ! কালগর্ভ হৈল কোন ফলে। (কাঃ)

নিকটে নাহিক মায় নিজ কথা কহি তায়
পিশি মাসী বহিনী মাতুলী।
জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আর জে বহে ঘরের ভার
নিয়তি আমার প্রতিকূলী॥
নিধানী করিয়া খই তথি মহিশের দই
কুল করঞ্জা প্রাণসম বাসী।
যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসী॥
আমার সাধের সিমা হিলতা পলতা গিমা
বোয়ালী কুটীয়া কর পাক।
ঘন কাঠে খর জালে শাতুলি কটু তৈলে
কিছু দিবে পলতার শাক॥
পুই-ডগি খুপি-কচু ফুলবড়ি দিবে কিছু
কাটালের বিচি গণ্ডা দশ।
রান্ধিবে চিঙ্গুড়ি মিনে শাতুলীবে কটু তৈলে
অবশেসে দিবে আদারস॥
আমি জেন দেখি শোনা শকুল মৎসের পোনা
তথি গোটা কাসুন্দি মিশায়্যা।
যদি কিছু পাই বুপ আমে মুশরির স্থপ
তথি প্রাণ পায়ে শে নিদইয়া॥
পোড়া মৎসে লেম্বুরস কই মৎসে রান্ধ ঝশ
দিবে তথি মরিচের ঝাল।
হরিদ্রা-রঞ্জিত কাঞ্জী উদর পুরিয়া ভুঞ্জী
প্রাণ পাই পাইলে পাকাতাল॥
সদাই নাকার উঠে দিনে দিনে বল টুটে
সদাই বদনে উঠে জল।
মুলাতে বাগ্যন শীম তথি মিশাইয়া নীম
কিছু দিবে উড়ম্বর ফল॥

নিদইয়ার সাধ হেতু ঘরে ঘরে ধর্ম্মকেতু
খুজিয়া আনীলা আইয়োজন।
আপনে রান্ধিয়া ব্যাধ নিদইয়ারে দিলা সাধ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কালকেতুর জন্ম।

পূর্ণ হৈল দশমাস ইন্দ্রসুত-গর্ব্ভবাস
তেজিলা আপন কর্ম্মফলে।
প্রসুতি-মারুত নড়ে অনুক্ষণ বেথা বাড়ে
নিদইয়া লোটায় মহিতলে ॥
সখি-কান্দে দিয়া কর আসে জায় বারী ঘর
কেহ মাথে দেই তৈল পানী।
আনি কেহ গ্রীয় সই মুখে তুলি দেই দই
নিদাইয়া স্বামীরে বলে বাণী ॥
পুন নাথ যদি বসী উঠিতে শঙ্কট বাসী
স্থল্যে না ফিরাতে পারি পায।
না চাহিতে পারি হেট সুচে জেন বিন্ধে পেট
দুর হৈলা জীবনের আস ॥
শংশয় জিবন-আসা হইলা মরণ-দশা
বুকে পিঠে বিন্ধে জেন বাণ।
শত শঙ্কা আমী জাইয়া কেবল তোমার দইয়া
জীবনের আমার নিদান ॥*

---

* শত সংখ্যা আমি জায়া যদি তব হয় দয়া
জায়া তব হইল নিদান ॥ (বঃ)

যদি দইয়া থাকে মোরে ডাকি আন পড়শীরে
জেই জানে প্রশব-সন্ধান।
বিষেসে জ্ঞানীরে আন ঔষধ করিয়া জেন
করয়ে আমার পরিত্রাণ ॥
নিদইয়া কহিল যেত মনে ভাবী ব্যাধস্থত
চলিলান কলিঙ্গ নগরে।
সেবক-সন্তাপ-খণ্ডী ব্রাহ্মণীর বেশে চণ্ডী
উরিলান ব্যাধের মন্দীরে ॥
কেবল পূর্ব্বের পুণ্যে পথে দেখা ব্যাধ শনে
ধর্ম্মকেতু পড়িলা চরণে।
গর্ব্ভের কারণ জত নিবেদয়ে ব্যাধস্থত
নিদইয়ার রাখহ পরাণে ॥
জানী জিজ্ঞাসেন কথা স্থনিয়া প্রশবে বেথা
কপটে মন্ত্রীত কৈলা জলে।
কেবল পুণ্যের ফল নিদইয়া পিলান জল
কুমার পড়িল মহীতলে ॥
উঙা উঙা ডাকে স্থত তুহেঁ হৈল মুদ-জুত
জাইয়া-পতি শফল-মানশ।
স্থতের কল্যাণ হেতু স্নান কৈলা ধর্ম্মকেতু
দ্বিজে দিলা মৃগ গোটা দশ ॥

পুত্র হৈলা ধর্ম্মকেতু অন্য নাহি মনে।
ব্যমজানে নারায়ণী উঠিলা গগনে ॥
মঙ্গলিয়া অগ্নি স্থাপয়ে ব্যাধ-স্থত।
আরাধিয়া ষষ্ঠীরে পূজিলা বিধিমত ॥

শত শঙ্কা আজি যায় যদি তব দয়া হয়
জায়া তব হইল নিদান। (অঃ)

তিনদিনে পাচন স্থপত্য করাইয়া।
ষাট্যারা করিলা ব্যাধ রজনী যাগীয়া ॥
অষ্ঠা-কড়াইয়া আদী কৈল ধর্ম্মকেতু।
লত্তী* কৈলা নয় দিনে স্থত-শুভ হেতু ॥
আন বেষ ব্যাধস্থত দিবসে দিবসে।
ষষ্ঠীপূজা য়েকত্রীশা কৈলা য়েকমাসে ॥
পূজিল সোমঞি ওঁঝা দিয়া বলীদান।
ঘোড়ারু দক্ষিণে বলী বামে ঢোলকান ॥
প্রেঙখায়েণ† নিদ্রা যায় বালা করয়ে দেহালা।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে গলে রক্ষামালা ॥
নিরাতঙ্কে জায় তার দুই তিন মাস।
কিরাত-নন্দন দেই উলটিয়া পাষ ॥
চারি পাচ মাস জায় ছয় পরাবেসে।
ভোজন করাল্য দিয়া বলী ছাগ মেসে ॥
গণক আনীঞা নাম থুল্যা কালকেতু।
গণকে দক্ষিণা দিলা পরমায়ূ হেতু ॥
শাত আট জায় মাস আল্য নয় মাস।
মুকুতা জিনীঞা তার দশন প্রকাশ ॥
দশ মাসে ধায় বালা দিয়া হামাগুড়ি।
ধিরে ধিরে জায় শিশু বাকুড়ি বাকুড়ি ॥
য়েকাদশ মাস গেলা আইলা বৎসর।
বাড়ি বাড়ি ফিরে বালা মনে নাহি ডর ॥
দুই তিন সমা জায় শিশুগণ মিলে।
ভল্লুক বানর ধরি কালকেতু খেলে ॥

---

* নত্তা (কা)

† পিড়ায় (কা)

পঞ্চম বরসে কৈলা শ্রবণ ভেদন।
বিক্রম বর্ণীয়া কিছু কহিব বচন ॥
শঞ্জয়কেতুর ঘরে ছাইয়া উপজিল।
সুন্দরী দেখিয়া নাম ফুলরা রাখিল ॥
অভয়া ইত্যাদি।

কালকেতুর বাল্যখেলা।

দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু।
বুলে মাতঙ্গজ-গতি* জেন নব রতি-পতি
সভার লোচনে সুখ-হেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে জেন নিরিমাণ
দুই বাহু লোহার শাবল।
শীল রূপ গুণে বাড়া জেন বাড়ে হাথি কড়া
জিনে শ্যাম চামর কুন্তল ॥
বিচিত্র ললাটতটী† গলাতে জালের কাঠী
করে জোড়া লোহার শিকলী।
উরে শোভে বাঘনখে অঙ্গে রাঙ্গা ধুলী মাখে
তনুমাঝে শোভিছে ত্রিবলী ॥
বক্ষ অতি পরিশর মুখ নীল ইন্দীবর
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনী মৃগরাজ কেশরী জিনীএগ মাঝ
মোতি-পাঁতি জিনিয়া দশন ॥

---

* জিনিয়া মাতঙ্গ-গতি (কা)

† জালের ঝুটি (কা)
গলায় তথি (অ)

দুই চক্ষু জেন নাটা খেলে ঠিক কুচ ভাঠা*
কানে শোভে ফটিক-কুণ্ডল।
রাঙ্গা ধুলা মাখি গায় পবন-গমনে জায়†
শিশু মধ্যে যেমন মণ্ডল॥
নানালিলা গতি চেলা‡ জা শনে করয়ে খেলা
তার হয় জীবন সংশয়।
জে জনে আকাড়ি করে পড়িয়া ধরণী ধরে
ভয় কেহ নিয়ড় না হয়॥
বাহুযুদ্ধে সবে হারে তাড়াঘাত মারে জারে
তার হয় শঙ্কট পরাণ।
মুড়িয়া আলক ঠীত (?) গুলি চাপগরি নিত্য
সিক্ষা করে ব্যাধের অধীন॥
সঙ্গে সিশুগণ ফিরে তাড়িয়া শসারু ধরে
দুরে গেলা ধরয়ে কুকুরে§॥
বেহঙ্গ বাটুলে বধে¶ লতায়ে সাঁজুড়ি পদে||
কান্ধে ভার বীর আস্থে ঘরে॥
গণক আনীঞা ঘরে শুভদিন শুভবারে
ধনু দিলা ব্যাধ সুতকরে।

---

* দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি ভাটা (অ; ব)

† পরিধান বীরধড়ী, মাথায় জালের দড়ী (কা; অ; ব)

‡ লইয়া পাড়ার ছেল্যা (কা)
লইয়া ফাউড়া ডেলা (অ; ব)

§ দূর গেলে ছুবায় কুকুবে (ব)
কালদারে তাড়াতাড়ি করে (অ)

¶ বিন্ধে (অ; ব)

|| জড়িয়া বান্ধে (অ; ব)

ফোটা দিয়ে বিন্ধে রেঙ্গা ছাড়িয়া শিখায় নেঙ্গা
চামের চতনা* শোভে শীরে ॥
ইচ্ছা লয় জেই দিনে বন জায় পিতা শনে
আগে ধায় জিনীঞা পবনে।
তাড়িয়া হরিণ ধরে কি কাজ ধনুক শরে
বিভা হেতু ব্যাধ ভাবে মনে ॥
দৈবযোগে য়েকবার পিতাপুত্রে লৈয়া ভার
হাট গেলা নিদইয়ার স্থানে। †
হিরা নিদইয়ার কাছে মাংশের পশারে আছে
ফুলরা বসিছে সন্নিধানে ॥
হিরা নিদইয়ারে বলে কি হৈল পুত্রের কোলে
তারে কিছু নিবেদে নিদইয়া।
য়ই জিয়ে থাকু সই হগু বহু পরমাই
বর দেহ ঝাট হৌক বিয়া ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ বড় য়েকত্র দুজনে জড়
মনে মনে ভাবে হিরাবতি।
ফুলরা পূজিছে হর তার হব হেন বর
কাম শম মোহন-মুরতি ॥
কুলেতে কুষুমখুলী ‡ হাতে কুষ কান্ধে ঝলী
গেলা দ্বিজ ধর্ম্মকেতু স্থান।
জরঠ § কমঠ ভেঠ দিয়া মাথা কৈল হেট
দ্বিজ তারে করিলা কল্যাণ ॥

---

* চৌতুলী (অ)
টোপর (ব)
† সনে (অ ; ব)
‡ কুল-ওঝা কুসুম তুলি (অ)
কুল-ওঝা ফুল তুলি (ব)
§ শরট (অ ; ব)

কলমে বসিয়া দেবি আপনে সঙ্গিত কবি
জে বলান যেই বাণী শুনি।
না জানী কি শকৌতুকে অম্বিকা মুকুন্দমুখে
নিজ শঙ্কির্ত্তন-বস গান ॥

কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ।

শমাপ্তি ওঁঝার সনে বসীয়া বীরলে।
চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে ॥
সাত সাত পুরুষের তুমি পুরোহীত।
দেবের সমান বুঝি তোমার ইঙ্গীত* ॥
পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাস।
কিরাত নগরে কন্যা করহ তপাষণ† ॥
য়েত যদি বলে ব্যাধ দ্বিজের চরণে।
ফুলরা সঞ্জয়সুতা পড়ে তার মনে ॥
অঙ্গিকার করি ওঝা চলিলা বিরাট‡।
এথা সভে ঘরে গেলা শমাপীয়া হাট ॥
সঞ্জয়কেতুর ঘরে উত্তরিলা দ্বিজ।
বন্দিলা সঞ্জয় তার পদসরসিজ ॥

---

* চরিত (অ ; বঃ)

† তল্লাস (অ ; ব)

‡ চলি গেলা ঝাট (ব)

য়েমন শময় আসী ফুলরা স্নুন্দরী ।
দ্বিজেরে প্রণতি কৈলা জোড় কর করি ॥
বলে ব্যাধ এই কন্যা নামেতে ফুলরা ।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পশরা ॥
রন্ধন করিতে ভাল য়েই কন্যা জানে ।
বন্ধু মিলি রূপ গুণ ইহার বাখানে ॥
কহিলা সঞ্জয়কেতু দিল য়েই ভার ।
ফুলরার বর দেখ উদ্যোগ তোমার ॥
ইহা স্নুনী দ্বিজ তারে দিলান উত্তর ।
ইহার উচিত আছে কালকেতু বর ॥
ধর্ম্মকেতুস্নুত শেই স্নুকেতুর নাতি ।
অর্জ্জুন শমান জার ধনুক-খেয়াতি ॥
হৃদে পরিতোস পাবে দেখি শেই বরে ।
নিত্য মৃগ বধ করে অন্ন আছে ঘরে ॥
শেই ত বরের যোগ্য তোমার দুহিতা ।
দুঁহে শম রূপগুণ শৃজীলা বিধাতা ॥
য়েকে চায় আরে পায় জাইয়া হিরাবতি ।
শঞ্জয়কেতুর সঙ্গে নিবাও* যুকতি ॥
পণের নিয়ম কৈলা পঞ্চম কাহন ।
দ্বিজের দক্ষিণা ফুরাইলা পাঁচ পণ ॥
পাচ গাণ† গুবাক দিব গুড় তিন শের ।
ইহা দিলা আর কিছু না করিহ ফের ॥
নিশ্চ‡ করি গেলা দ্বিজ জথা ধর্ম্মকেতু ।
কহিলা নির্ণয় তারে বিভাহের হেতু ॥

---

* নিবালে (অঃ ; বঃ)

† পাঁচগণ্ডা (অঃ ; বঃ)

‡ ত্বয় (অঃ ; বঃ)

ভক্ষ ভোজ্য কৈলা ব্যাধ বান্ধবের মেলা।
সঞ্জয় আনীঞা বীরে দিলা বরমালা॥
তিনটা পাটন কাণ্ড দিল জামাতারে।
কোলাকোলী দু বিহাই সবে গেল ঘরে॥
গোলাহাটে শোধ দিলা পঞ্চম কাহন।
কন্যার দর্শনী দিয়া ধরিলা নগণ॥
রবিবার ত্রয়োদশী তারকা রেবতী।
বিবাহ সঞ্জয়কেতু দিলা অনুমতি॥
অভয়া ইত্যাদি।

কালকেতুর বিবাহ।

নানা বস্ত্র কিনে হাটে হরিণ মহিষ কাটে
নিমন্ত্রণে আনে বন্ধুজন।
লৈয়া অধিবাস-ডালা কিরাত নগরে গেলা
বন্ধু মেলী শমাঞি ব্রাহ্মণ॥

ফুলরার অঙ্গ-অধিবাস।

নৃত্য গীত সুবাদন কোলাহল বন্ধুজন
হিরাবতি হৃদয়ে উল্লাস॥
আসনে বসিলা দ্বিজ স্মেরমুখ শরবীজ
শুভক্ষণে বান্ধিলা ছান্দনা।
গোমঞে লেপিয়া মাটি আলীপনা পরিপাটি
চৌদীগে বান্ধবজনমেলা॥

পরিয়া হরিদ্রা-বাসে কটাক্ষ করিয়া হাসে
জত সর্ব্ব পরিহাসী জনে।
প্রবেষ ফুলরা নারী সঙ্গে সখি পাচ চারী
বসিলা পিতার শন্নিধানে॥
ব্রাহ্মণে বসেন পিঠে বেদমন্ত্র পড়ে ঘটে
গনেশেরে কৈল আবাহন।
পুজি পঞ্চ উপাচারে পূজি অন্য দেবতারে
শুভক্ষণে গন্ধাধীবাসন॥
মহি গন্ধ ধান্য শিলা শতদূর্ব্ব পুষ্পমালা
দধি ঘৃত সস্তিক সিন্দুর।
শঙ্খ সুকজ্জল শোনা অস্ত্র* রূপ্য গোরচনা
চামর দর্পণ কর্ণপুর॥
দ্বিজ সুতা বান্ধে হাথে মুগুল্যো † বান্ধিলা মাথে
আয়্য দেই জয় চারি ভিতি।
শত আয়্যাগন মিলে বাদ্য গীত কুতুহলে
জল শয়ে নিশাভাগরাতি॥
ষোড়শ মাতৃকা পূজা ঘৃতধারা চেদিরাজা
পূজা করি কৈলা নান্দীমুখ।
কর্ম্মকাণ্ড ছিলা জত শমাপিলা পুরোহীত
সুনী ধর্ম্মকেতু সকৌতুক॥
যেমন মঙ্গল কর্ম্ম জত ছিলা কুলধর্ম্ম
ধর্ম্মকেতু কৈলা সমাপন।
মুকুট-মণ্ডীত শীর কালকেতু মোহাবীর
বন্দে মাতা-পিতার চরণ॥

মোহামিশ্র ইত্যাদি।

---

* তাম্র (অঃ ; বঃ)

† মুড়লা (অঃ ; বঃ)

গমনের শুভবেলা বাউরি যোগায় দোল
তথি বীর কৈলা আরোহণ।
বর্যাতার* পড়ে ঘাড়া ঢেমহা দগড়ি কাড়া
বর বেড়ি বাজায় বাজন॥

কালকেতুর বিবাহ-মঙ্গল।

চৌদীকে হুলুই ধ্বনী দেই ব্যাধ-নিতম্বিনী
নিদইয়ার মানস সফল॥
চৌদিকে দেউটি জলে হাস্যকথা কুতুহলে
বরজাত পাল্যা মোহাজন। †
জামতা-গৌরব হেতু আসীয়া শঞ্জয়কেতু
জামতায় কৈলা সভাজন॥
ছায়ামণ্ডপের তলে বসাল্যা কুঞ্জরছালে
বন্ধুজন মিলী কুতুহল।
স্বস্তিবাক্য দ্বিজ করে বরণ করিলা বরে
বীর-ধড়ি ফটিক-কুণ্ডল॥
বিরল করিয়া স্থান জামাতার করে মান
প্রেমবতী ব্যাধের অবলা।
দুর্ব্বা ধান্য দিয়া শিরে মঙ্গল আচার করে
গলে তার দিলা পুষ্পমালা॥
চারী দিকে গীত নাট ফুলরা চড়য়ে পাট
কুঞ্জরের ছাল মাঝে ধরে।
চৌদীগে ব্যাধের নারী উচ্চস্বরে বলে হরী
ছামনী হইলা কন্যাবরে॥

---

* বরযাত্র (অঃ)

† যায় সবে এড়ি নানা বন (অঃ; বঃ)

পিতার পুণ্যের হেতু আনন্দে শঞ্জয়কেতু
করে কুষে কৈলা কন্যাদান।
জৌতুক ধনুকখান দিলা তিন খর বাণ
মুর্ব্বা গুণ অঙ্গুলীর ত্রাণ॥
(?) অন্তবন্ধ অরুন্ধতি দেখি বন্দে নিশাপতি
অগ্নি পূজি গৃহে দুঁহে জায়।
ভোজন শয়ন রসে ধর্ম্মকেতু নিসি সেশে
বিহাইরে মাগীলা বিদায়॥
বিহাই চরণে পড়ি ব্যবহার কৈলা বড়ি
সাতনলা জাল আটা ফান্ধে।
মাট্যা শিলা চালু পুরি * দিয়া শঞ্জয়ের নারী
ফুলরা করিয়া কোলে কান্দে॥
ইষ্টবন্ধু নানা জাতি সঞ্জয়ের জত জ্ঞাতি
অভিলাস পুরিলা কৌতুকে।
উমাপদ-হীত-চিত্য মুকুন্দ গাইলা গীত
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে॥

বুধবার পালা সমাপ্ত।

বৃহস্পতিবারারম্ভ।

কালকেতুর স্বদেশে গমন।

শশুরে বিদায় করি আল্যা বীর নিজপুরী
ফুলরা শহিত কুতূহলী।
পুত্রেরে আশীস দিয়া পান নিছে পেলাইয়া
নিদইয়া দিলান হুলাহুলী॥

---

* পাথবে আমানী ভরি (অঃ ; বঃ)

নৃত্যগীত বাগুরোলে আনীয়াত কুতুহলে
বন্ধুজনে শমাজ জৌতুক।
পঞ্চ দিন ঘরে রাখি অন্নপানে করি-স্থখি
বিদায় দিলান শকৌতুক॥
সম্বল উজ্যোগে বীর কাল হৈলা কালকেতু বীর
দেখি স্থখি হৈলা ধর্ম্মকেতু।
নিদইয়া হরিস বড় গৃহকর্ম্মে বধু দড়
কুলধর্ম্ম রক্ষণের হেতু॥
জে দিনে জতেক পায় তাই সেই দিনে খায়
ডেড়ি অন্ন নাহি থাকে ঘরে।
তিন বাণ শরাসন বিনে আর নাহি ধন
বান্ধা দিতে ধারেতে * উধারে॥
প্রভাতে শম্বল ত্বরা ধরে খগ মৃগ বরা
অনুদিন করয়ে মৃগয়া।
পুত্র হেতু ধর্ম্মকেতু নিশ্চিন্ত সম্বল হেতু
আনন্দীত হৃদয়ে নিদয়া॥
নিদয়া বসিলা খাটে অনুদীন লইয়া হাটে
অনুদিনা চলয়ে ফুলরা।
ষাবুড়ি জেমন ভণে তেন মত বিচে কিনে
শিরে কাখে মাংসের পসরা॥
মাংস বেচি লয় কড়ি চালু কিনে চাল্যা বাড়ি †
তৈল লোণ কিনয়ে বেসাতি।
জে দিনে জে দ্রব্য হয় তাহা রামা কিনী লয়
চলে রামা পূর্ণ করি পাথি॥

---

* পারে না (অঃ ; বঃ)

† ডালি বড়ী (বঃ অঃ)

ফুলরা আইলা ঘরে নিদয়া জিজ্ঞাসা করে
কহে রামা হাট-বিবরণ।
আজ্ঞা নিদয়ার ধরে ফুলরা রন্ধন করে
আগে ধর্ম্মকেতুর ভোজন॥
তনয়ে বাগুরা জাল শমর্পিয়া জথাকাল
সুভ্য * ভূঞ্জে কিরাত-নন্দন।
খাওয়ায় ফুলরা বধু ক্ষির খণ্ড দধি মধু
নিদয়ার শফল জীবন॥
ব্যাধের উত্তম দৈব জে জন আছিলা শৈব
শে জন কুলের বংশধর।
চিরদিন সাধুসঙ্গ বিপক্ষে করয়ে ভঙ্গ
ধর্ম্মকেতু চিন্তে পুরহর॥
মুক্তিপথে দিয়া মন শিব ভাবে অনুক্ষণ
গুরু-গৃহে শুনেন পুরাণ।
জাইয়া সঙ্গে ধর্ম্মকেতু কথ কালে মুক্তিহেতু
বারাণশী করিলা পয়ান॥
দম্পতি লোটায়্যা তথা কান্দে বহু ভাবি বেথা
মাসে মাসে পাঠায় সম্বল।
সুধন্য আড়ড়া স্থান শ্রীকবিকঙ্কন গান
হৈমবতি-সঙ্গিত-মঙ্গল॥

---

* সুখে (অঃ; বঃ)

কালকেতুর মৃগয়া*।

অনুদিন মৃগয়ায় বীর কালকেতু জায়
মোহামার করয়ে কাননে।
জাহারে শমুখে দেখে মারে বীর জাকে তাকে
ফুলরার হরশীত মনে॥

বধে পশু বীর মোহাবল।
জেন কুরু সৈন্যগণে যুদ্ধ করি দিনে দিনে
নিধন করিলা বৃহন্নল॥
জেই দিকে বীর ধায় ক্ষীতি কাঁপে পদ-ঘায়
বেগবাতে কাঁপে তরুগণ।
অশণীর রব জিনি ঘোর শিঞ্জীনীর ধ্বনী
বন ছাড়ি পলায় বারণ॥

---

* পাঠান্তর—অনুদিন পশুবধে বীর মহাবল।
কুরুরাজসেনা যেন বধে বৃহন্নল॥
শুণ্ডে ধরি মাতঙ্গেরে আছাড়িয়া মারে।
দন্ত উপাড়িয়া বীর আনে ভারে ভারে॥
চুপড়ি মূলায়ে হাটে বেচেন ফুল্লরা।
কৃষাণে যেমন বেচে মূলার পসরা॥
সাজুড়িয়া পালে পালে আনয়ে চমরী।
লেজ কাটি গছায়ে ফুল্লরা বরাবরি॥
ফুল্লরা পসারি করে নগর-চাতরে।
ছাড়িয়া চামর বেচে চারি পণ দরে॥
ভল্লুক সান্ধায় গর্ত্তে ভয়ে কম্পবান।
তাড়িয়া মহিষ ধরে উপাড়ে বিষাণ॥
শৃঙ্গের পসরা দেয় ফুল্লরা বাজারে।
পণমূদে শিঙ্গা যোড়া বেচে শিঙ্গাদারে॥

কাণ্ডেতে গণ্ডার মারে খড়গ চারীপণ দরে
বিচে লৈয়া ব্রাহ্মণ সজ্জনে।
মাতঙ্গ ধরিয়া বলে বিচে লৈয়া নানাস্থলে
পুজি মূলে বেচয়ে দশনে ॥
জন্ত্র পাতি ব্যাঘ্র মারে নখ বিচে ঘরে ঘরে
কাপড়ি শন্যাশী লয় ছাল।
তাড়িয়া মহীষ ধরে সিংহ বিচে সিঙ্গাদারে
চর্ম্ম বিচে নিরমীত ঢাল ॥
চামরী সাঁজুড়ি ধরে লেঞ্জ কাটী আনে ঘরে
বিচে দরে চারী পাচ পণ।
কপি বিচে ঠুঠারেরে ঘোড়া-শালে রাখিবারে
কিনী তাহা লয় কোন জন ॥

যন্ত্র পাতি বাঘ মারে ছাড়ি লয় ছালে।
তার নখ ক্ষুদ দিয়া কিনয়ে ছাওয়ালে ॥
হাটে বাঘছাল বেচে ফুল্লরা রূপসী।
যতনে কিনয়ে তাহা কাপালী সন্ন্যাসী ॥
সরভে সরভে মারে চুসাইয়া মুণ্ডে।
গণ্ডক বাঁধিয়া কাণ্ডে খড়্গাবলে ছিণ্ডে ॥
ফুল্লরা বেচয়ে খড়্গা দরে এক পণ।
ব্রাহ্মণ সজ্জন কিনে করিতে তর্পণ ॥
বন বেড়ি জাল আড়ি ঝোপে মারে বাড়ি।
জালে পড়ে ছোট পশু পায়া তাড়াতাড়ি ॥
শশারু হরিণ মারি লতাপাশে বান্ধে।
ঘরে আইলা মহাবীর ভার লৈয়া কান্ধে ॥
ফুল্লরা বীরের তরে করিছে রন্ধন।
পাঁচালী করিল গীত শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (অঃ)

বরাহ মারয়ে বানে লোম তার কেহ কিনে
দেব-অঙ্গ মার্জ্জনা কারণ।
পূজে পূজে শিবা মারে শিবা-ঘৃত করিবারে
কিনী তাহা লয় বৈদ্যজন ॥
নকুল গউলা ধরে তাহা প্রয়োগের তরে
কোন কোন জন কিনী লয়।
শরভ করভ ধরে চারি পাঁচ পণ দরে
কোন জনে করয়ে বিক্রয় ॥
ভল্লুক কিনীঞা লয় কোন জন তা কি লয়
লোম তরে বিচে কোন স্থানে।
মারয়ে কুরঙ্গচয় মৃগ-মদ কার লয়
বেচে বীর করিয়া জতনে ॥
পক্ষ পশু করে ক্ষয় জার যে ভক্ষক হয়
বিচে মাংস জতনে দম্পতি।
কহে অভয়ার দাসে শ্রবণে অধর্ম্ম নাশে
অন্তে তার হবে শুভগতি ॥

কালকেতুর ভোজন।

দুরে থাকী ফুলরা বিরের পায় ঝাড়া।
সম্ভ্রমে বসিতে দিলা হরিণের ছড়া ॥
মোকা নারীকেলেতে পুরিয়া দিলা জল।
ঝাটী জল দিয়া কৈলা ভোজনের স্থল ॥
পাখালীলা মোহাবীর পানী পদ মুখে।
ভোজন করিতে বৈসে মনের সে সুখে ॥

পাতিলা ফুলরা আনী মাটীয়া পাথরা।
ব্যঞ্জনের তরে দিলা নূতন খাপরা ॥
সাজুড়িয়া দুটা গোঁফ বান্ধে লৈয়া ঘাড়ে।
এক শ্বাসে সাত হাড়া আমানী উজাড়ে ॥
সাত হাড়ী মোহাবীর খায় খুদ জায়ু।
ছয় হাণ্ডী মুশরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ ॥
ঝুড়ি দুই তীন খায় আলু ওল পোড়া।
ভার দুই বন-পুই কলম্বী কাচড়া ॥
ফুলরা রন্ধন করে জাল গোটা বাঁশ।
ঝোল রান্ধী দিলা দুটা হরিণের মাশ ॥
দশ গণ্ডা খাইলা নকুল করি পোড়া।
শারী কচু ঘণ্টে মিশা করঞ্জা আমড়া ॥
অন্ন খায় মোহাবীর জাইয়াকে জিজ্ঞাসে।
রন্ধন করিছ ভাল আর কিছু আছে ॥
আন্যাছে হরিণ দিয়া দধি য়েক ডাড়ী * ।
দধি দিয়া অন্ন বীর খায় তিন বাড়ীণ† ॥
আচমন করি হরিতকি মুখে দিলা।
মুকুন্দ কহেন নিশি শয়নে বঞ্চিলা ॥

---

* জাড়ি (কাঃ ; অঃ)
হাঁড়ি (বঃ)
† হাঁড়ি (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

পশুরাজের নিকট বাঘিনীর গমন।*

মোহাবীর কুতুহলে শরাশন হাথে চলে
অনুদিন গহন কানন।
দুই চারি পশু মারে আনী বীর দেই ঘরে
বিচয়ে ফুলরা হিষ্ঠমন॥
দৈবপাকে য়েকদিনে দেখে বীর শেই বনে
ভল্লুকী বাঘিনী দুই সখি।
দুই দিকে দুই ছায় লেহালেহী করে গায়
দুঁহেতে রূসিলা বীরে দেখি॥
ভল্লুকী শারীয়া নখ বাঘিনী সারীয়া মুখ
দুঁহেতে ধাইলা দুই দিগে।
আকর্ণ পুরিয়া চাপে মারে বীর অতি কোপে
ভল্লুকী পড়িলা বীর-আগে॥
বাঘিনী পালায়্যা জায় মোহাবীর ধরে ছায়
রাজস্থানে চলিলা বাঘিনী।
ঢালী অঙ্গ ক্ষিতীতলে পুত্র পুত্র ঘন বলে
রাজা তারে জিজ্ঞাসে আপনী॥

মোহামিশ্র ইত্যাদি।

---

* এই অংশ কোন মুদ্রিত পুস্তকে নাই।

সিংহের নিকট বাঘিনীর আবেদন।

আমি তব পায় মাগী হে বিদায়
ছাড়িব তোমার বন।
পাত্র অধিকারী না শুনে গোহারী
বিপাকে ছাড়ি জীবন॥
রাণীগণ সঙ্গে থাক লীলা-রঙ্গে
না কর দেশ বিচার।
বীর কালকেতু পশুবধ হেতু
নিত্য পাড়ে মোহামার॥
শেই বীরবর ধরে তিন শর
কুলিতা কাষ্ঠের ধনু।
পশুগণে কাল নিত্য পাতী জাল
ধায়ে যেন বাতজনু॥
মোরে বাম বিধি স্বামী গুণনিধি
কালকেতু মাল্য বানে।
দেখি পুত্রমুখ তেজি পতিশোক
না গেনু পতির শনে॥
রূপ-গুণ-যুত মোর দুই সুত
কালকেতু কৈলা বধ।
হাট নিরমীল বেসাত্যে না পাল্য
হরিলা বিধি শম্পদ॥
তোমার কিংকরে ছার নরে মারে
ইথে নাহি বাস লাজ।

যদি পশুগণ না কৈলা পালন
কেনে হৈলা মৃগরাজ ॥
বহু পস্বুগণ আসীয়া তখন
রাজারে করে গোহারী।
তিনপদি ছন্দ গাহিলা মুকুন্দ
চণ্ডিরে প্রণাম করি ॥

সিংহের নিকট অন্য পশুগণের নিবেদন।

* কান্দে গজঘটা সিংহে নিবেদয় দুঃখ।
তোমা শেবি দশনবর্জ্জিত হৈল মুখ ॥
মহীষ আইলা সিরে গলিত রুধির।
কহেন যেতেক দুঃখ দেই মোহাবীর ॥
আর্দ্দাস করয়ে আসী চামরীর ঘটা।
ভাবয়ে বিশাদ সভাকার লেঞ্জ কাটা ॥
গণ্ডক বলেন আমি বড় দুঃখ পাই।
খড়েগর কারণ মোর মৈল শাত ভাই ॥

---

* অতিরিক্ত :—
বার দিয়া বৈসে গিরিশিখরে কেশরী।
ছোট বড় পশু আইল করিতে গোহারী ॥ (কাঃ)

* কপি বলে সুন রাজ করহ নৃশংশ (?)।
† কালকেতু কুঠারে * * * *

---

* কপি বলে শুন রাজা হইলু নির্ব্বংশ।
কালকেতু কুটিরে বেচিল মোর বংশ ॥ (কাঃ)
কপি বলে রায় মুই হইমু সশঙ্ক।
কালকেতু বান্ধিয়া বেচিল মোর বংশ ॥ (অঃ ; বঃ)

† দামিন্যার পুঁথির ২৫ পাতা নষ্ট হইয়াছে। এই অংশ তজ্জন্য অন্য পুঁথি ও পুস্তক হইতে দেওয়া হইল :—

বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকাণ।
অবনী লোটায়্যা কান্দে করে অভিমান ॥
নিধন করিল কালকেতু পরিবার।
বিফল জীবন ধরি মৃত সুতদার ॥
বাড়বাড়া করে পশু কান্দে উভরায়।
পতি সুত মৃত মোর প্রাণ নাহি যায় ॥
পশুর গোহারি শুনি রাজা পঞ্চানন।
ভ্রূকুটি করিয়া কোটালেরে আদেশন ॥ (কাঃ)
অভয়ার চরণ ইতি ॥

সিংহের সমর-সজ্জা।

শার্দ্দূলের বিলাপ শুনিয়া মৃগরাজ।
পশুর গোহারি শুনি পাইল বড় লাজ ॥
আদেশ করেন রাজা লোহিত-লোচন।
কোক শার্দ্দূল আদি কাঁপে পশুগণ ॥
আজি মোরে কোটাল্যা দেখাবি কালকেতু।
নর হৈতে হৈলা মোর প্রজানাশ হেতু ॥
পশুমধ্যে তোমারে দেখি যে বড়লোক।
রায়বার তোমারে দেখিলাম আমি কোক ॥
পশু মারে কালকেতু দিয়া মোরে ব্যথা।
ভাল মন্দ নাহি দেহ দেশের বারতা ॥

শমর শাহুশ বানা দক্ষিণে মাতঙ্গ শেনা
বাম ব্যাঘ্র শরভ ভল্লুক।
ফুরনা করয়ে দাপে অন্তরে পরাণ কাঁপে
দেখিয়া বীরের ভীমমুখ॥

আজি কালি তুমি যদি না দেখাও বীর।
তোর বুক নখেতে করিব দুই চির॥
বাঘ বলে রায় একদিন হও স্থির।
কালি আমি প্রভাতে দেখাব মহাবীর॥
সেই নিশা গেল হৈল যামিনী প্রভাত।
পঞ্চ পাত্র সনে যুক্তি করে পশুনাথ॥
পশ্চিমে চলিলা গণ্ডা রাজার আরতি।
ভল্লুক উত্তরে চলে করিয়া প্রণতি॥
কোক শার্দ্দূল তারা দুই যোদ্ধাপতি।
পূর্ব্বদিকে যান যেন সমীরণগতি॥
গণ্ডক শরভ আছে দুই সেনাপতি।
দক্ষিণ দিগেতে যায় যেন বায়ুগতি॥
চারিদিকে চর পাঠাইল সাবধানে।
শুভক্ষণে মৃগরাজ করিলা গমনে॥
এমন সময়ে গণ্ডা দিলেন উত্তর।
তোমারে উচিত নহে নরের সমর॥
নর সনে রণে রায় পাবে বড় লাজ।
মাছিকে মারিতে কিবা এড়িলেন বাজ॥
এমন শুনিয়া সিংহ গণ্ডার যুকতি।
চন্দনতরুর তলে করিলা বসতি॥ (কাঃ)

* * *

কালকেতুর সহিত শার্দ্দূলের যুদ্ধ।

চন্দনের গাছে সিংহ হেলাইয়া গা।
বামেতে চামরী দেই চামরের বা॥

ঘন তোলা দেই গোকে পেলিয়া পট্টীষ লোকে
আগলায় সিংহের শরণী।
ধাইতে হুঁহার দাপে ভরে বসুমতি কাঁপে
ধুলিতে লুকায়ে দিনমণী ॥

প্রভাতে উঠিয়া বীর পরে পাট ধড়া।
কৌতুকেতে বাঁশে দিল মুগরার চড়া ॥
জালদড়ি বান্ধিয়া সজ্জিত কৈলা কেশ।
রাঙ্গা ধুলা মাখিয়া অঙ্গের কৈলা বেশ ॥
প্রণাম করিলা বীর চণ্ডীর চরণে।
শুভক্ষণে প্রবেশ করিলা বিজুবনে ॥
কাননে থাকিয়া বাঘা দেখে মহাবীরে।
সাড়া মারাা লঘুগতি আস্তে ধীরে ধীরে ॥
চিরদিন ক্রোধে বাঘা হয়্যা নততনু।
লাফ দিয়া বাঘা সে বীবের ধরে ধনু ॥
বাঘেরে দেখিয়া রোষ করে মহাবীর।
এক মুটকীর ঘায়ে ভাঙ্গে তার শির ॥
শার্দ্দূল পড়িল রণে পায়্যা বড় শোক।
রাজসভায় বার্ত্তা দিতে চলিলেন কোক ॥
অভয়ার চরণে ইতি * * *
রত্নমালা ইত্যাদি। (কাঃ)

পশুরাজের যুদ্ধে গমন।

কোকের মুখেতে শুনি বাঘের মরণ।
কোপে সিংহরাজা যায় করিবারে রণ ॥
লাঙ্গুল বাউলায় সিংহ মাথার উপর।
কলার বাউড়ি যেন কম্পিত অধর ॥
পশুরাজ সনে যুঝে বীর কালকেতু।
দেবাসুরে রণ যেন হৈল সুধা হেতু ॥
ধাইল কুঞ্জর-বল বড়ই দুরন্ত।
মহাবীরের গায়ে ঠেকাইয়া দিল দন্ত ॥

গগনে উঠিয়া দাপে বীরকে কেশরী ঝাপে
হানীতে চাপড় তোলে বুকে।
জুড়িয়া মহিষা ঢালে সিংহের হানীলা ভালে
দারুণ মুটকি মারে মুখে॥

খর টাঙ্গী লয়্যা বীর কাটে তার শুণ্ড।
বালকে যেমন কাটে ইক্ষুকের দণ্ড॥
পড়িল সকল সেনা দেখি পশুপতি।
ধাইল সমরতলে সমীরণগতি॥
দশ নখে আঁচড়ে বীরের কলেবর।
শোণিত নিকলে অঙ্গে বহে ঝরঝর॥
দেবীর বাহন সিংহ বিশাল দশন।
এ চড় চাপড়ে মহাবীর করে রণ॥
মুটকী প্রহারে বীর মৃগেন্দ্রের মুখে।
দন্ত ভাঙ্গি রক্ত পড়ে ঝলকে ঝলকে॥
রণ ছাড়ি কেশরী পালায় গুড়িগুড়ি।
পিছে মহাবীর মারে ধনুকের বাড়ি॥
ধনুকের বাড়ি খায়্যা সিংহ নাহি ফিরে।
লাঙ্গুড় লোটায় তার মহীর উপরে॥
দেবীর বাহন বলি নাই মারে বীর।
তৃষ্ণায় আকুল হয়্যা পান কৈলা নীর॥
অম্বার চরণে ইতি। (কাঃ)

পশুরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ।

কেশরী বীরেতে রণ সচকিত পশুগণ
অভিনব দুহাঁর গর্জ্জন।
নাই সিংহ বলে টুটে অস্ত্র নাই গায়ে ফুটে
ঝড় বহে নিশ্বাসে পবন॥

মার মার বীর ডাকে বাণ যেড়ে জাকে জাকে
বিডায় পড়িলা গজঠাটে * ।
শরভ ভল্লুক বাঘ রনে আসী লয় লাগ
কালকেতু বলে নাহি টুটে ॥
সিংহ করে মার মার করে বাণ অবতার
শঘনে বাজায় জয়শঙ্খ ।
মোহাবীর ছাড়ে গুলী শ্রবণে লাগয়ে তালী
সুরপুরে লাগীলা আতঙ্ক ॥
সিংহ বড় বলে দড় বীরকে মারিয়া চড়
লাফ দিয়া উঠিলা গগনে ।
পড়িতে বীরের গায় ঢালে লুকাইলা কায়
সিংহ রহে চাপিয়া চরণে ॥
পুন বীর মোহা হঠে কেশরী ঠেলিয়া উঠে
জেন ক্ষিতি উদয় তপন ।
ধাইয়া কানন মাঝে সিংহের ধরিলা লেঞ্জে
বীষধরে গরূড় জেমন ॥

মুখ মেলে যেন দরী নখ যেন ভাঙ্গা ছুরি
গোঁফ দুটা লাগ্যাছে শ্রবণে ।
দশনের কড়মড়ি ঢাকে যেন মারে বাড়ি
কেতুতারা উদর লোচনে ॥
কাঁপায় উন্নত সটা ব্যোমযানে মেঘঘটা
লেজ ফিরে বিজুলি সঞ্চরে ।
সদা ধায় দ্রুতগতি নখে আঁচড়য়ে ক্ষিতি
ক্ষণে ভূমে ক্ষণেক অম্বরে ॥ (কাঃ)

* বীর গরজায় গজঠাটে (অঃ ; বঃ)
বিবাধ পড়িল গজঠাটে (কাঃ)

লেঞ্জে ধরি দেই পাক সিংহ জেন ফিরে চাক
তথাপী সিংহের বড় বল।
তুলিয়া আছাড়ে ভূঞে স্থনীতা নিকলে মুঞে
দুঁহাকার অঙ্গে ঘর্ম্মজল ॥
সিংহ চাঁহে কোপ দিঠে আচড়ে বীরের পীঠে
কবচ করিলা ছারখার।
জমধর নখ-ঘায় রক্ত দুহাকার গায়
সিংহ রণ নাহি শহে আর ॥
মোহামিশ্র ইত্যাদি।

পশুগণের রণে ভঙ্গ।

দেবীর বাহন বলী নাহি মালে * বীর।
তৃশাতে আকুল সিংহ পান কৈলা নীর ॥
তরাশে পালায় গণ্ডা শার্দ্দুল কুরঙ্গ।
শরভ করভ হয় বাহ দিলা ভঙ্গ † ॥
বড় বড় হ্রদে গজ লুকাইলা গায়।
গবয়ে পালায় পিছে পানে নাহি চায় ॥
বায়ে ভর করি ধায় তুলারু ঘোড়ারু।
উভকান করি ধায় আহড়ে শশারু ॥
ভুয়্যে লেঞ্জ লোটাইয়া ধায় বনগরু।
কিচক কণ্টক-বনে লুকাল্যা সজারু ॥

---

* মারে (কাঃ)

† শরভ ভল্লুক কোক মহিষ দিল ভঙ্গ (অঃ)
শরভ ভল্লুক কোক সভে দিল ভঙ্গ (বঃ)

নকুল লুকায়ে গাড়ে লুকায় জাম্বুকী।
আহনে বিহনে * কপি মারয়ে ভাবকী ॥
উপনীত হইলা তমাল তরুমুলে।
প্রদক্ষিণ নমস্কার বেড়িয়া দেউলে ॥
দেউলের চারীভীতে করয়ে রোদন।
অভয়ামঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

পশুগণের ক্রন্দন।

কান্দে সিংহ আদি পশু সোঙরি অভয়া।
অপরাধ বিনে মাতা দূর কৈলে দইয়া ॥
ভালে টিকা দিয়া মোরে কৈলা মৃগরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ ॥
সুখে রাজ্য করিতে অক্ষটি হৈলা কাল।
কেন হেন দিলা মাতা বিষয়† জঞ্জাল ॥
শরভ করভ কান্দে করি অভিমান।
আমার জেমন কুল তোমাতে প্রমাণ ॥
আন ধায়ে পদ চার্য়ে আমি পদ আঠে।
শকল বিক্রম টুটে বীরের নিকটে ॥
আপনি পস্বর মোরে কৈলা পুরোহীত।
বিপদ উদ্ধার হেতু তোমার ইঙ্গীত ॥
শ্যামল সুন্দর পুণ্ডরীক-বিলোচন।
ভ্রুয়যুগ কামধনু মদনগঞ্জন ॥

---

* আহড়ে বিহড়ে (কঃ ; বঃ ; অঃ)
† বিষম (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

কানন করয়ে আল কপালের চান্দে।
শোঙরিয়া রূপ গুণ প্রাণ মোর কান্দে॥
স্বামীরে বর্ণিয়া কান্দে গণ্ডকি রণ্ডিকা।
সদাই শোঙরে শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা॥
প্রাণের দোসর ভাই গেলা পরলোক।
উদরের বেথা আর সোদরের শোক॥
হাতে গলে দড়ি দিয়া বান্দে দুই তোক।
গড়াগড়ি দিয়া তথা কান্দে বীর কোক॥
দইয়াসিন্ধু কর পার অপার শংশার।
তোমা শোঙরন গ বিপদ-প্রতিকার॥
উইচারা খাই পশু নামেতে ভল্লুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক॥
প্রতিদিনা নিদ্রা নাহি বীরের তরাসে।
মাগু মৈলা পুত্র মৈলা দুটি নাতি সঁশে * ॥
কান্দয়ে ভল্লুক শিরে করি অত্যাহতি † ।
জরাকালে হৈল মোর এ পঞ্চ দুর্গতি॥
বরাট্যা চুচুড়া মুথা আমার ভক্ষণ।
কার হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন॥
সাত পুত্র লতাপাযে বান্ধে মোহাবীর।
সবংশে মজিলুঁ মাতা প্রাণ নহে স্থির॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর আদি বরা।
অরূণ নয়ন-যুগে বহে জলধারা॥
শস্থর শাস্থড়ি মৈলা দেওর ভাসুর।
পতি মৈলা রতিসুখ বিধি কৈলা দুর॥

---

* শোষে (কাঃ)

† আত্মঘাতী (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

ছিলা অভাগীর মোর পেট-রাণ্ড পোএে।
পাশরিব কেমনে শে সব মাইয়া মোএে ॥
ধুলাতে ধুশর হৈয়া কান্দেন বাঘীণী।
শোঙরে ভৈরবী ভীমা ভবানী ভাবিনী ॥
সভা হইতে আমার বড়ই কলেবর। *
লুকাইতে স্থল নাহিঁ বীর-অগোচর ॥
কিবা করি কিবা বলী কোথা গেলা তরী।
আপনার মাংশ † আপনারে হৈলা অরী ॥
শুণ্ডে ধরি মোহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন জন ॥
পূর্ব্বে আছীলাঙ আমি গৃহস্থের ঘরে।
শত পুত্র কাটা গেল তোমার কর্পরে ॥
চারিটী তনয় হৈলা বাস করি বনে।
পতি পুত্র বধু মাল্যা কালকেতু-বাণে ॥
স্বামীর মরণ মোর হৃদে গুরু কাণ্ড।
শংশারে সন্ততি নাহি আরে তথি রাণ্ড ॥
বারসিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকাণ।
কান্দয়ে চণ্ডীর পদে করি অভিমান ॥
কেনে জন্মাইলাম তো হেন পাপবংশে। ‡
হৈলাঙ ভুবনে অরি আপনার মাংশে ॥
হেকটি কুটিয়া§ কান্দে সেজারু শসারু।
দুঃখ না খণ্ডীল মাতা সেবি কল্পতরু ॥

---

* বড়বা বড় পা এক কলেবর (কাঃ)
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর (অঃ ; বঃ)

† দন্ত (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

‡ কেন জন্ম হৈল মোর হেন পাপ বংশে (কাঃ)

§ হেকচি কবিয়া (অঃ ; বঃ)
হেটকি ফুটায়্যা (কাঃ)

পিতামহ ছিলা মোর রাম-সেনাপতি।
সাগর লংঘিতে হৈলা গগনে পদাতি ॥*
কি মোর দারুণ বিধি লিখিলা কপালে।
শাত পুত্র বীর মোর বান্ধে ঘোড়াশালে ॥
হুঁহুঁপ করিয়া কান্দে বানর কটকে।†
মিরাসে নাহিক কাজ বীর সঙ্গে হটে ॥‡
গাড়ের ভিতর থাকি লুকী ভেল জানী।
কি করি উপায় বীর গাড়ে দেই পানী ॥
চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটী ঝিএ।
মাগু মৈল তথি বুড়া জিয়া কাজ কিএ ॥
কান্দয়ে নকুল স্থত-দারের হাইবাসে।
সবংশে মজিলুঁ মাতা বৈছের § আশ্বাসে ॥
পশুর স্তবন ধ্যানে জানী ভগবতী।
সঙ্গে সঙ্গে বিজুবনে আল্যা লঘুগতি ॥
দেখি সিংহ আদী তার বন্দীলা চরণ।
অভয়া-মঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

---

* থেয়াতি (কাঃ)
† মর্কটে (অঃ)
‡ নিবাসে নাহিক কাজ বীর সনে হটে (অঃ)
সবংশে মজিলুঁ মুঞি তোমার বিপাকে (কাঃ)
§ তোমার (কাঃ ; বঃ ; অঃ)

পশুগণের প্রতি চণ্ডীর প্রশ্ন

※ চণ্ডী জিজ্ঞাসে পসুগণে। •

বলে বীর মৃগরাজ রাজ্যে মোর নাহি কাজ
কালকেতু ভাঙ্গিলা দশনে ॥
বাঘিনীর শুন আর স্বামী দুই পুত্র তার
• মাল্য বীর কহি তুয়া পদে।
কহেন মহীষ দাস বনে খাই জল ঘাস
বধে বীর বিনু অপরাধে ॥
ভূমি পড়ি গজ কয় দন্ত মোর উপাড়য়
হাটে হাটে বিচে মোহাবীর।
গণ্ডক বলেন মাতা মাল্য নারী সুত সুতা
শোণ্ডরীতে প্রাণ নহে স্থীর ॥
কপি বলে শুন মাতা ঠুঠারে বিচিলা মাতা
প্রাণ তেজি হেন মনে করে।+
হেটমুখে পশুগণ করিলান নিবেদন
য়েকে য়েকে সভে অভয়ারে ॥
পসুমুখে য়েত সুনী সিংহে কহে নারায়ণী
তোর নখে পাশাণ বিদরে।

• অতিরিক্ত

একা বীর কালকেতু সবার বধের হেতু
প্রতিদিন মারয়ে পরাণে। (কাঃ)
+ কপি বলে শুন মা আমার কনক ছা
কুঠারে বেচিল মহাবীরে। (কাঃ) •
কপি বলে শুন মা আমার সকল ছা
সভারে বেচিল মহাবীর। (অঃ ; বঃ)

সুণীলা তোমার রায় সভাকারে ভয় পায়
কেনে তুমি ভয় কর নরে ॥
ক্ষেত্রী বড় বীরবর শমন শমান শর*
শমরে রহায় রবিরথ ।†
দেখিয়া বীরের বাণ ভয়ে প্রাণ কম্পমান
পলাইতে নাহিঁ পাই পথ ॥
আদি ক্ষেত্রী তুমি বাঘ কেবা তোর লয় লাগ
পবন জিনিতে পার জবে ।
নখ তোর হিরাধার দশন বজ্রের সার
কেনে ভয় করহ মানবে ॥
যদি গ নিকটে পাই গাড় ভাঙ্গি রক্ত খাই
কি করিতে পারি আমী দুরে ।
বৃথা নহে তার বাণ য়েক বাণে বধে প্রাণ
কালু দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে ॥
পশুমধ্যে তুমি গণ্ডা তোমার উত্তম খণ্ডা
বিরোধ না কর কার সনে ।
তুমি যদি মন কর পর্ব্বত চিরিতে পার
নরে ভয় কর কি কারণে ॥
না জিনিতে পারি বীরে মারে বাণ থাকি দুরে
কি করিব খড়গ খরশান ।
তর্পনের তরে কিনে খড়গ শে অনেক জনে
বড় পুণ্যে আমি পাই প্রাণ ॥
তুমি হস্তি মহাশয় তোমার কিশের ভয়
বজ্রশম তোমার দশন ।

---

* বীর ক্ষত্রি অদভূত দোসর যমের দূত (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

† সমরে হানয়ে রবিবথ (অঃ)

সমরে হানয়ে বীববত (বঃ)

তোর কোপে জেই পড়ে যমপথে সেই চড়ে*
কেবা ইচ্ছে তোর দরশন ॥
পিঠেতে মারীয়া বাড়ি লৈয়া জায় তাড়াতাড়ি
নেউটিলা শুণ্ডে মোর খুঁচে।
দুই চারি ক্রোশ ধায় তবে মোর লাগ পায়
ছাগলের মূলে লৈয়া বেচে ॥†
সুন মোর সত্যবাণী মানুশ তোমার প্রাণী
তুমি মস্ত যমের বাহন।
বড় বড় বলবাণ সিংহে কর দুই খান
কি করিব নর য়েক জন ॥
বীর কালকেতু রাড় নিত্য কোড়ে টোপ ‡ গাড়
পড়িলা উঠিতে নাহি পারী।
অনেক সন্ধান জানে গাছে উঠি য়েড়ে বাণে
নর মধ্যে তারে আমী হারী ॥
সর্ব্বজনে তুমি শিবা ভক্ষণ হওসি § কিবা
কালকেতু হৈতে কেনে ভয়।
শিবা শে ঘৃতের হেতু নিত্য বধে কালকেতু
বৈশ্য জনে করয়ে বিক্রয় ॥
খসয়ে জেমন তারা ধাও তুমি তেন বরা
তোর দন্তে ক্ষিতি জরজর।
সুন মাতা তার তন্ত্র পাতয়ে বড়সী যন্ত্র
নাহি মিথ্যা হয় তার শর ॥

---

* যমঘরে সেই নড়ে (অঃ ; বঃ ; কাঃ)
† ছাগলের মূলে মোরে বেচে (কাঃ)
ছাগল মূলানে লয়ে বেচে (অঃ ; বঃ)
‡ চৌকা (কাঃ)
ডোব (অঃ ; বঃ)
§ তাহাব (অঃ ; বঃ) তোমার (কাঃ)

ধাহ তুমি দিবানিসা পবন জিনীঞা শসা
কালকেতু কি করিতে পারে।
বীর কালকেতু কাল বন বেড়ি পাতে জাল
জীয়ন্তে বিচয়ে ঘরে ঘরে॥
তুলারু ঘোড়ারু আর শিঘ্রগতি তো সভার
কালশার বীর মোহাশয়।
কেমনে তোমারে পায় কেনে ভয় কর তায়
য়েই কথা কহিবে নিশ্চয়॥
জাহারে কেশরি হারে তাড়িয়া কুঞ্জর ধরে
আমরা তাহার ঠাই মশা।
কৃপা কর কৃপামই তোমার শরণ লই
চীরদিন তোমার ভরসা॥
মৃগ আদি পসুগণ সভে কৈলা নিবেদন
অভয় দিলান মহামাইয়া।
ব্রাহ্মণভূমির পতি রঘুনাথ নরপতি
জয়চণ্ডী তারে কর দয়া॥

পশুগণকে ভগবতীর অভয়-দান ও গোধিকা-রূপ ধারণ।

না কর সন্তাপ সিংহ চলহ মন্দীরে।
আজী হৈতে কালকেতু না দেখিব তোরে॥
অভয় পাইয়া সিংহ চলিলা ভবনে।
কৈলা নতি হস্তিগণ চণ্ডীর চরণে॥
ভয়ঙ্কর স্যামল দন্তুর করিবর।
নব জলধর আইলা ছাড়িয়া অম্বর॥

ভল্লুক সার্দ্দুল গণ্ডা কোক বরাগণে।
প্রণতি করিলা আশী চণ্ডীর চরণে॥
ছোট বড় পস্থ সভে করিলা প্রণতি।
সভাকারে অভয় দিলান ভগবতি॥
পস্থগণ-অঙ্গে মাতা দিলা পদ্মহাথ।
সেইক্ষণে সর্ব্বাপদ হইলা নিপাত॥
লুকিকায় হৈবে সভে বলেন অভয়া।
বিদায় দিলেন পশু সন্তোশ করিয়া॥
বর পায়্যা পশুগণ হরশীত মনে।
সর্ব্ব পশুগণ আল্যা জার জেই স্থানে॥
পশুরে অভয় দিয়া শঙ্কর-গৃহিণী।
স্থবর্ণ-গোধিকা পথে হৈলা আপনী॥
পথে রহে চণ্ডী হইয়া সুবর্ণ-গোধিকা।
কালকেতু কাননে জাইতে পাব দেখা॥
য়েইরূপে মোহামাইয়া রহিলা অরণ্যে।
এথা কালকেতু জাত্রা করে পুর্ব্বপুণ্যে॥
অভয়া ইত্যাদি।

কালকেতুর বনযাত্রা।

সুই সিন্ধুড়া।

প্রভাতে পরিয়া ধড়া শরাসনে দিয়া চড়া
খর খর* কাছে তিন বাণ।
শিরে বান্ধে জালদড়ি কাণে ফটিকের কড়ি
মোহাবণে করিলা পয়াণ॥

---

* ক্ষুর (কাঃ; অঃ; বঃ)

দেখে কালকেতু সুমঙ্গল।
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ বিকশীত শরশীজ
বামে শিবা ঘটে পূর্ণ জল॥
চৌদীগে মঙ্গলধ্বনী কেহ জানে গৃহমণী*
দধি দধি ডাকে গোয়ালীনি।
দক্ষিণে উদিত ভানু শব্য সম্মুখে ধেনু
পুরাঙ্গনা দেয় জয়ধ্বনী॥
বামে শব শিবা দেখি অন্তরে হইলা সুখি
হয় গজ * * * † চন্দন।
আসী বৃষ কথ দুরে ক্ষিতি আঁচরায় খুরে
ঘোরতর করয়ে তর্জ্জন॥
দুর্ব্বা ধান্য কুন্দমালা হিরা নিলা মোতি পলা
পুরভাগে বারনিতম্বিনী।
মৃদঙ্গ মহুরী বায় কেহ নাচে কেহ গায়
সুনে বীর হরি হরি ধ্বনী॥
দেখি বীর সুনীমীত্য সানন্দে তরলচিত্য
প্রবেশ করিলা বন আগে।
দেখিলা রুচির-তনু রূপে জিনী হেমভানু
সুবর্ণ-গোধিকা শব্য ভাগে॥
সুবর্ণ-গোধিকা দেখি চিন্তে বীর হৈয়া দুঃখি
অজাত্রিক পাপ দরশনে।
মঙ্গল দেখিল জত শকল হইল হত
দৈন্য দোসে জেন সর্ব্বগুণে॥ ‡

---

* কেহ জানে গৃহমুনি (কাঃ)
কেহ করে জয়ধ্বনি (অঃ; বঃ)

† কুরঙ্গী (কাঃ)

‡ দৈব দুঃখ দেয় সব গুণে (অঃ; বঃ)

গোধিকা জাত্রীক নয় সকল পণ্ডিতে কয়
কূর্ম্ম গণ্ডা শসক শৈলক।
কৃপা কর গুণধাম কমললোচন রাম
তব নাম দুঃখনিবারক ॥
যদি বা শারীয়া* বাণ গোধিকার বঁধি প্রাণ
নাহি ছুঁব দিনমুখ কালে।†
যদি মৃগ পাই আমি জানিব দেবতা তুমি
পোড়াইব নতুবা অনলে ॥
মোহামিশ্র ইত্যাদি।

কালকেতুর বন প্রবেশ।

সুই সিন্ধুড়া

কাননে প্রবেশে বীর বুকে শানে তিন তীর
ঘন ঘন দেই গোঁফে তার।
পাতিয়া বাগুড়া দড়া আগলে বনের সুড়া
কাননে পাড়িলা মোহামার ॥
হাথে গণ্ডি ফিরে কালকেতু।
জাল ফান্দ বনে আড়ি ঝাপে ঝোড়ে মারে বাড়ী
মৃগ বধে জিবিকার হেতু ॥
উঠিয়া পর্ব্বত-পাড় নেহালয়ে ঝোপ ঝাড়
দরি গিরি শেখরি কানন।
ধায়ে মৃগ-অনুপদি ঘাম অঙ্গে বহে নদি
বেগ-বাতে কাঁপে তরুগণ ॥

---

* মারিয়া (কাঃ)
শোথিয়ে (অঃ)
শুষিয়া (বঃ)
† নাহি ছাড়ি দিব মুখজালে (অঃ ; বঃ)

নিকুঞ্জ ভাঙ্গিয়া দণ্ডে আহন বিহন চুণ্ডে
ঝিণ্টি ঝাউ ঝোকনা কানন।
চৌদীকে নেহালে শাখি বাসা আছে নাহিঁ পাখি
সন্তাপে বীরের পোড়ে মন॥
মৃগ-খুর-চিহ্ন দেখি দুরগতি নহে আখি
আছে মৃগ দেখিতে না পায়।
পশুর দুর্গতিখণ্ডী কৃপাদৃষ্টী দিলা চণ্ডী
মৃগ পাখি হৈলা লুকিকায়॥
শুখান কানন দেখি কাঠে কাঠে জালে শিখি
পোড়ে উলু কাশী বেনাবন।
বিরের পাক্যালা* দেখি কৌতুকে সহাস মুখি
অভয়া চিন্তেন মনে মন॥
মোহামিশ্র ইত্যাদি।

ভগবতীর মৃগীরূপ ধারণ।

নাচাড়ি।

বিরের পাইকালা দেখি চিন্তেন ঈশ্বরী।
যুগে যুগে দৈত্যগণ-সঙ্গে রণ করি॥
মহিশ চিকুর জম্ভ শুম্ভাদি নিশুম্ভ।
বিরের সমান কেহ নাহি করে দম্ভ॥
মাইয়া-মৃগ হৈয়া দেখি বিরের পাকাল্যা।
য়েত বলী মৃগ হৈলা শকল-মঙ্গলা॥
উত্তরিলা বীর কালকেতু-শন্নিধানে।
দেখি বীর আকর্ণ পুরিয়া ধনু টানে॥
মৃগ-অনুপদি বীর ধায়ে দ্রুতগতি।
ক্ষণে ক্ষণে ধুলাতে লুকায় ভগবতি॥

---

* পাইকালা (কাঃ)

যদি শরাসনে বীর জুড়িলান শর।
য়েড়ি দিলা শর চণ্ডী উঠিলা অম্বর॥
অভয়া ইত্যাদি।

ধন পালারম্ভ।

মায়ামৃগ উপাখ্যান।

নাচাড়ি—শ্রীগান্ধারী।

য়েইরূপ মাইয়া-মৃগ পবন জিনীঞা বেগ
মোরে বিড়ম্বিতে কৈলা বিধি।
প্রভূ রামে বিড়ম্বীতে আইলা কানন-পথে
মারিচ জেমন মাইয়া-নিধি॥
অঙ্গে রত্ন পরচুর রজতের চারী খুর
হেমময় উভয় বিশান।
কণ্ঠেতে কনক হার হিরায়ে গাথুনী তার
কার সঙ্গে দিব উপমান॥
অতসী-কুসুম-বর্ণ প্রবাল-রুচির কর্ণ
নিল সে কমল দুটি আখি।
আমি সে বৎসর সাত মৃগ বধি খাই ভাত
য়েমন কভুহ নাহি দেখি॥
বদরি-ফলের তুল্য নাসা-অগ্রে বহুমূল্য
গজমুক্তা শোভে লম্ববান।
মৃগের রূপের কথা উপমা দিবহ কোথা
লাগ লৈতে নারে হনুমান॥
কিবা মোর লয় মনে পুষিয়াছে কোন জনে
সেই শে হরিণ অভিলাসে।
লৈয়া কিবা নানা ধন বিপাকে আইলা বন
আমার দুঃখের অবসেশে॥

যেই মৃগ যদি ধরি বেচিয়া সম্বল করি
ফুল্লরা পরিব মৃগছাল।
হেন মনী মরকত মাণিক্য হিরক জত
পাইলা ঘুচিব দুঃখজাল॥
পুলকে পুর্নীত তনু ফেলিয়া লোফয়ে ধনু
ধুলা মাখি দেই গোফে তোলা*।
ধনু টানী পুনর্ব্বার দেই বীর হুহুঙ্কার
শরিরে মাখয়ে রাঙ্গা ধুলা॥
আমি যদি মন করি পবন জিনিতে পারী
হরিণ পালাব কত দূর॥
হেমময় মৃগ দেখি হেন আমী মনে লখি
ধন মোরে মিলিব প্রচুর॥
ক্ষণেকে ক্ষণেকে উড়ে ক্ষণে ক্ষণে ভূম্যে পড়ে
মৃগ দেখি নাহি দেখি ছাইয়া।
ক্ষণেকে তাণ্ডব করে ক্ষণে চক্র জেন† ফিরে
মৃগ নহে দেবতার মাইয়া॥
আমারে না করি ভয় ক্ষণে ক্ষণে আগে রয়
যদি বাণ না করি সন্ধান।
আকর্ণ পুরিয়া শর কোথা জায় মৃগবর§
দুরে গেলা বীর অভিমান॥
দেখিয়া মৃগের মুখ কালকেতু ভাবে দুখ
না করিতে পারিল সন্ধান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

---

* লাফ দিয়া গোঁফে দেই তোলা (কাঃ)
ঘন ঘন গোঁফে দেয় তোলা (বঃ)

† চক্রাবর্ত্তে (কাঃ; বঃ)

§ শর ছাড়ি দিল বীরে মৃগ পলাইল দুরে (কাঃ)

কাননে কালকেতুর খেদ ।*

স্বর্ণগোধিকা উপাখ্যান ।

নাচাড়ি—শ্রীরাগ

অদভূত মাইয়া-মৃগ দেখি বীরবর ।
গুনহীন কৈলা ধনু সম্বরিলা শর ॥
ঊর্দ্ধমুখে চাহে বেলা আড়াই প্রহর ।
তৃশাতে সুখাল্যা কণ্ঠ ক্ষুধায় উদর ॥
উদশ্রু নয়নে বীর ভাবয়ে বিশাদ ।
কোন পাপক্ষণে বিধি শৃজিলান ব্যাধ ॥

---

* পাঠান্তর :—

বসিয়া বৃক্ষের তলে আঘাত হানিয়া ভালে
বিষাদ ভাবেন কালকেতু ।
কোন দেব দিল শাপ কিবা পশুবধপাপ
দুঃখ আমি পাই সেই হেতু ॥
ব্যাধকুলে হল্য জন্ম পশুহিংসা কুলধর্ম্ম
বেচিয়া সম্বল আমি কবি ।
দুর্জ্জন কাননে ভ্রমি মৃগ নাই পাই আমি
সম্বলে কেমন বুদ্ধি করি ॥
ত্রিবিধ প্রকাব লোক কাহার নাহিক শোক
নানা ভোগ বিলাস ভবনে ।
পাপ ভোগ ভুঞ্জিবাবে বিধি জন্মাইল মোরে
পশু মাবি বিবিধ বিধানে ॥
অনুদিন বনে ফিবি ঝোপ ঝোড় দরী গিরি
গায়ে ছড় কাঁটা ফুটে পায় ।

উত্তম অধম লোক শৃজিলা বিধাতা।
সভারে করাল্যা প্রভু সম্বলের চিন্তা॥

গণ্ডক শার্দ্দূল হবি তার সনে রণ করি
তথাপি পরাণ নাই যায়॥
অধর্ম্ম সঞ্চয় করি অনুদিন পশু মারি
ধিক থাকু আমার জীবনে।
কাহারে মাগিব ধার কে মোরে করিবে পার
প্রাণ পোড়ে সম্বল বিহনে॥
যে দিনে যতেক পাই তাহা সেই দিনে খাই
ডেড়ি সম্বল নাই ঘরে।
তিন বাণ শরাসন বিনে নাহি অন্য ধন
বান্ধা দিতে এধার উধারে॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে আছাড় খাইয়া পড়ে
ক্ষণেক রহিলা নিদ্রা-ভোলে।
অনেক বিলাপ করি উঠি পান কৈল বারি
মুখ মুছে ধড়াব আঁচলে॥
হাথে করি ধনু শরে আস্তে বীর ধীরে ধীরে
সুবর্ণগোধিকা পথে দেখে।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে বান্ধে বীর গোধিকারে
ধনুকেতে নম্রবাণ রাখে॥
যাত্রাকালে তোমা দেখি বনে ফিরয়া হৈল দুখি
নকুল বদলে তোমা খাব।
পড়িলে আমার হাথে এড়াইবে কোন মতে
জীয়ন্তে তোমারে পোড়াইব॥
এমন বীরের কথা শুনিয়া ভুবনমাতা
মনে ভাবে কি বুদ্ধি করিব।
শুম্ভ নিশুম্ভ জন্ত হবিল সবার দন্ত
বীর-হাথে কেমনে এড়াব॥

মহামিশ্র ইতি। (কাঃ)

স্বকৃতি পুরুষ জিয়ে সুখভোগ হেতু।
পাপভোগ ভূঞ্জিবারে হইলা কালকেতু॥
কান্দে কান্দে মোহাবীর মনের সন্তাপে।
য়েত দুঃখ পাই কোন দেবতার সাঁপে॥
অনুদিন জীবহিংসা বিধির ঘটনে।
আমা শম অধম নাহিক ত্রিভুবনে॥
অহো দারুণ বিধি ডাকে বীরবর।
সম্বল বিহনে মোর পোড়য়ে অন্তর॥
এথাই নরক স্বর্গ সুনী ভাগবতে।
নরক ভূঞ্জিতে কিবা আল্যাঙ মরতে॥
কংশনদ-জলেতে করিলা স্নান দান।
তৃশাতে আকুল বীর কৈলা জল পান॥
পথে জাত্যে কীছু বীর খায় বনফল।
মলীন অধরে চিন্তে ঘরের সম্বল॥
পড়স্যা-ঘরের আষ্ট পন ধারী ঋণ।
শর ধনু বান্ধা লৈতে আস্যে অনুদিন॥
তৈল-লবনের কড়ি ধারী ছয় বুড়ি।
সসুর-ঘরের ধান্য ধারী দুই কুড়ি॥*
হেন বন্ধুজন নাহি বহে কাজ্যে ভার।
কিরাত-পাড়াতে বসি না মিলে উদ্ধার॥†
দুঃখিনী ফুলরা আছে সম্বলের আসে।
কেমনে দাণ্ডাব গিয়া প্রীয়ার সকাশে॥
এমন ভাবিয়া বীর মোঘ মনোরথে।
কাঞ্চন-গোধিকা পুন দেখে সেই পথে॥
গোধিকা দেখিয়া বীর করয়ে তর্জ্জন।
শকল বিফল হৈল তোমা দরশন॥

---

* আঢ়ি; (অঃ; বঃ)
† উধার; (অঃ; বঃ)

তোমা পোড়াইয়া আজি করিব ভক্ষণ।
এমন বলিয়া তারে করিলা বন্দন ॥
চারি পদে দড়ি দিয়া তুলিলা ধনুকে।
অভয়া লম্বিত উর্দ্ধপুচ্ছ হেটমুখে ॥
ধনুকের হুলে হেম-গোধিকা বান্ধিয়া।
জায় কালু মোহাবীর বিশাদ ভাবিয়া ॥
অভয়া ইত্যাদি।

কালকেতুর বন্ধনে দেবীর চিন্তা।

ধনুকে চিন্তেন চণ্ডী হৈয়া লম্ববান।
ব্যাধেরে আল্যাঙ কেনে দিতে বরদান * ॥
যেই কালে জন্মীলাঙ যশোদা-যঠরে।
কৃষ্ণ হেতু চড়িলাঙ + দুষ্ট কংশ-করে ॥
সারিল অনেক জত্নে সিলার নিঘাতে।
কেমনে এড়াব আজি আক্ষটির হাতে ॥
ছলিয়া আনীল মহী ইন্দ্রের কুমার।
ব্যাধের কুলেতে জন্ম করাল্য সত্তর ॥
❊ ❊ ❊
❊ ❊ ❊ কৃষ্ণ লইলা বন্ধনে।❊

---

* ব্যাধে ভাল আইলাম দিতে বরদান (কাঃ)
\+ পড়িলাম (কাঃ ; বঃ , অঃ)

কি বলিব আমারে শুনীলা শূলপাণি।
লজ্জাযুত হৈয়া চণ্ডী শিরে মারে পানী॥
† আপনার * * *
* * *
হেন আমি বন্দী হৈলু অক্ষটির হাথে।
আল্যাঙ দিবারে ধন ব্যাধের নন্দনে।
বন্ধন আছিলা মোর দৈব নিয়োজনে॥
কিন্তু এক হৃদয়ে লাগে বড় ডর।
অপমান-কথা পাছে শুনেন শঙ্কর॥
গোধিকা লইয়া বীর আল্যান ** । §
অভয়ার না খণ্ডিল বন্ধনের দশা॥
§§ * *
অম্বিকা-মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে॥

---

* দামিন্যার পুঁথির কতক অংশ এই স্থলে অপাঠ্য—
অকারণে বনে ভ্রমে কপটে আমার।
যত দুঃখ দিল তাব কৈল প্রতীকাব॥ (কাঃ)
অকাবণে ভ্রমে বীব কপটে আমার।
যত দুঃখ তাহাব হইল প্রতিকাব॥ (বঃ)

† আপনাব অপমান কবিলা আপনী।
কি বলিবে শিব মোবে শুনিয়া এ বাণী॥
কোন কার্য্য কৈলু আমি হইয়া গোধিকা।
মরণে অধিক লাজ ভালে ছিল লেখা॥
সকল দেবতাগণ যার স্তুতি করে।
হেন জন বন্দী হৈল আখুটির ঘরে॥ (কাঃ)

§ দামিন্যার পুঁথি অপাঠ্য—
নিজ বাসা (কাঃ)

§§ দামিন্যার পুঁথি অপাঠ্য—
গোধিকা চুবড়ি দিয়া ঢাকিল পাষাণে (কাঃ)
গোধিকা চুপড়ি দিয়া চাপিল পাষাণে (অঃ ; বঃ)

ফুল্লরার খেদ।

ফুলরা নাহিক বাসে অক্ষটি অন্নের আশে
পড়সিরে জিজ্ঞাসে বারতা।
পড়সী বারতা বলে গোলাহাটে বীর চলে
দূর হৈতে দেখয়ে বণিতা॥
বিরে দেখি শুন্যপাণী কপালে আঘাত হানী
করে রামা দৈব শোঙরণ।
জিয়ন্ত ভাতারে রাণ্ডী বিধাতা আমারে ভাণ্ডী
দৈন্য দুঃখে করিলা ভাজন ॥*
কপালে আঘাত হানী কান্দে ব্যাধ-নিতম্বিনী
নিশ্বাসে মলিন মুখচাঁদে।
কিবা সে দৈবের গতি শকলি দারিদ্র পতি †
পড়িল সম্বল-চিন্তা-ফান্দে॥
বান্দা দিতে নাঁহি তীন্য (?) উপায় করয়ে নিত্য
অভাগীরে পাষরিলা মাতা।
ঘটক সমাঞি ওঝা দিলেক দুঃখের বোঝা
দুই চক্ষু খাল্যা মোর— ॥§
অন্ন বস্ত্র নাহি ঘরে বিভা দিলা হেন বরে
কর্ম্মভেদ §§ জাতি ব্যবহারে।
হরিদ্রা চন্দন চূয়া কুমকুম কস্তুরী গুয়া
পায়্যাছিনু বিবাহের বাসরে॥

---

* বিধি কৈল দুঃখের ভাজন। (কাঃ)
কৈল দৈব দুঃখেব ভাজন। (বঃ)

† দারুণ কর্ম্মেব গতি দরিদ্র আমার পতি (কাঃ)

§ দুই চক্ষু খাইলেন পিতা (বঃ)

§§ কর্ণবেধ (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

ফুল্লরা করুণা ভাসে বীর আল্যা প্রিয়া পাষে
প্রীয়া তারে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

ফুল্লরা ও কালকেতুর কথোপকথন।

ফুলরা বলেন বাসী মাংস না বিকায়।
সম্বলের তরে নাথ কহনা উপায় ॥
আছয়ে তোমার সই বিমলার মাতা।
লইয়া বেঙাচি ফল * ঝাট যাহ তথা ॥
তার ঠাই দেহ গিয়া তণ্ডুলের ভার।
রন্দন করিয়া কর আমার উদ্ধার ॥
তোমার বদলে আমি করিগে পসার।
বরাবরি জাহ তুমি সখির দুয়ার ॥
খুদ কিছু ধার লবে সখির ভবনে।
কাচড়া খুদের ভাত রান্ধিবে যতনে ॥
রান্ধিবে নালিতা শাক হাণ্ডী দুই তিন।
লবনের তরে চারি কড়া কর ঋণ ॥

---

* সেঙাতি ভেট (বঃ ; অঃ)
সেয়াতি ভেট (কাঃ)

গোধিকা য়েড়্যাছি বান্ধি দিয়া জালদড়া।
ছাল উতারিয়া তুমি তাহা কর পোড়া॥
য়েমন স্নৃনীয়া রামা করিল গমন।
সৃখির ভবনে গিয়া দিল দরশন॥
শেয়াড়ীর ফল * দিয়া হৈল নমস্কার।
দুই সখি কোলাকোলী কৈল পুনর্ব্বার॥
আশংশীয়া † আস্য আস্য বলে তারে সই।
য়েত দিন দেখা নাহি ছিলা তুমি কই।
বিধাতা করিলা মোরে দারিদ্রের কান্তা।
দীবানীশী করি আমি সম্বলের চিন্তা॥
ফুলরা দুকাঠা খুদ মাগিলা উধার।
কালী দিব বৈল সই কৈলা অঙ্গিকার॥
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী।
শরশ সিন্দুর ভালে দিলা সহচরি॥
লাড়ু কলা দিলা তারে দিলা খই মুড়ি।
চাপীয়া বসীলা দুঁহে গাম্ভারীর পিড়ি॥
আস্যহ প্রানের সই ধর গ চিরুণী।
মোর মাথে গোটা চারি দেখহ ইকণী॥
দুই সখি কথায় মজিয়া গেলা মন।
অভয়া লইয়া কিছু করিব রচন॥
অভয়া ইত্যাদি।

---

* সৈয়াড়ি ভেট (বঃ)
† আশ্বাসিয়া (কাঃ; বঃ)

ভগবতীর নিজমূর্ত্তি ধারণ।

হুঙ্কারে ছিণ্ডিয়া দড়ি পরিয়া পাটের ষাড়ী
শোল বৎসরের হৈলা রামা।
ত্রিভুবন মোহে ভাঁতি চঞ্চল নয়ন অতি*
কেবা দিতে পারে রূপ-সিমা॥
সেবকে শদয় মোহামাইয়া।
জেন নিজ রূপে হরি প্রহ্লাদেরে কৃপা করি
উদ্ধারিলা মোক্ষ বর দিয়া॥
সুচারু বসীতম্ভ ঘ্রাতা (?) চরণপঙ্কজ-শোভা †
মনীময় কাঞ্চন নুপুর। ‡
নাসা জিনী খগরাজে কুণ্ডল শ্রবণে সাজে
কান্তি জিনি কনক মুকুট॥
ত্রিবলীত শোভে মাঝে সুবর্ণ কিঙ্কিণী সাজে
উরূযুগ রম্ভার শমান।
জিনীএগ কুঞ্জর-কুম্ভ কুচযুগ ধরে দম্ভ
কি দিব রূপের উপমান॥
চঞ্চল নয়ন-কোনে মদন য়েড়িয়া তূণে
কাজর-গরল-জুত শর।
বউলী § কেশের §§ অন্ত শোভয়ে মদন-কুম্ভ
কবরিতে শোভিছে কেশর॥

---

* খঞ্জনগঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশীমুখী (অঃ; বঃ, কাঃ)

† সুচারু নিতম্ব সাজে চরণপঙ্কজে রাজে (অঃ; বঃ)
সুচারু নিতম্ব সাজে চরণে নুপুর বাজে (কাঃ)

‡ মুকুর (কাঃ)

§ বিউনী (বঃ)

§§ কেশর (কাঃ)

কনক কেয়ূর (?) অঙ্গদ তাহে শঙ্খ পরিচ্ছদ
বাহুযুগ সুশোভন।
অঙ্গুরী অঙ্গুলে দিল পাসুল চরণে ভাল
দন্ত হাস্য ভুবনমোহন।*
মুখচাঁদ অনুপাম বিন্দু বিন্দু তথি ঘাম
সিন্দুর-তিলক তিমিরারী।
নাভিদেশ জেন কূপ গতি অতি অপরূপ †
নাসায় মাণিক্য মনোহারী॥
ধরি নানা আভরণে অবসেসে পড়ে মনে
হৃদয়ে কাচলী আচ্ছাদন।
বিশাই স্মোরণে আল্যা চণ্ডীরে প্রনাম কৈলা
নিজ কাজ্য কৈলা শমর্পণ॥
মোহামিশ্র ইত্যাদি।

কাঁচলি নির্ম্মাণ।

নাচাড়ি।

বিশাই কাচলী লিখে ভারত পুরাণ দেখে
লিখিলান নিগমের শার।
করিয়া চণ্ডীকা ধ্যান তুলি ধরে সাবধান
লিখে নিরঞ্জন অবতার॥ ‡

---

* সর্ব্বাঙ্গ চন্দনপঙ্ক অঙ্গদ বলয়া শঙ্খ
বাহু-বিভূষণ সুশোভন।
সকল অঙ্গুলি ভরি মাণিকের অঙ্গুরী
দন্তরুচি ভুবনমোহন॥ (বঃ)

† অধর বিম্বুক-জ্যোতি তাম্বুলেব রস তথি (কাঃ)
অধর বিদ্রুম-দ্যুতি তাম্বুলের রাগ তথি (অঃ; বঃ)

‡ আগে লেখে দশ অবতার (অঃ, বঃ,)
আগে লিখে কৃষ্ণ অবতাব (কাঃ,)

দ্বিতীয়ে বরাহমূর্ত্তি পাতালে উদ্ধারী ক্ষিতি
আরোপীলা জলের উপরে।
ত্রিতীয়ে নারদ ঋষি নিজগুণ অভিলাসী
বিণাপাণী লিখে তোমাপারে (?) ॥
হরি হরি মেধাসুত হৈলা প্রভু চতুর্ভুজ
অদভূত হরের নন্দন।
পুন ধর্ম্মপুত্র হৈয়া মুর্ত্তীগর্ব্বে জন্ম লৈয়া
লিখে নাম নর-নারায়ন ॥
পঞ্চমে কপিল হৈয়া কর্দ্দমের গৃহে গিয়া
লিখি যোগ করিলা প্রকাশ।
অত্রি মুনি সুত হয় তিন দেব জন্ম লয়
লিখে দত্তাত্রয় শুলীবাস ॥
সপ্তমেতে যজ্ঞেশ্বর পিতা রুচি মুনীবর
লিখিলান আকুতি জননী।
ঋষভ দেসের রায় লাভী * * * সুত তায় (?)
লিখে জড়ভরথ প্রমানী ॥
নবমেতে পৃথুরূপ পৃথিবী-দোহন ভূপ
অবনীরে করিলা নির্ম্মাণ।
সস্যহীন মহি ছিল লিখে শেই মোহাবল
পুন সস্য করিলা আধান ॥
প্রলয়-শাগরে লীন দশমে* লিখিলা মীন
বেদ উদ্ধারণ অবতার।
ধরিয়া বহিত্র† লিলা জলচর মাঝে খেলা
কৈলা সত্যব্রতের উদ্ধার ॥

* প্রথমে (অঃ, বঃ, কাঃ,)
† বুহিত্র (কাঃ)
রোহিত (অঃ, বঃ,)

নিজ বল পৃষ্ঠে করি যেকাদশে ধরি গিরি *
সুধা হেতু জলধি মন্থনে।
লিখে কূর্ম্ম অবতার গিরি পিঠে ফিরে জার
পিঠ কৈলা অনেক জতনে ॥ †
ধন্বন্তরী দ্বায়াদশে অমৃত বণ্টন বসে
লিখে তারে ব্যাধের নিবাসে।
সুধা হেতু দেবাসুরে মোহারণ ভাঙ্গিবারে
মোহিনী লিখিলা ত্রয়োদশে ॥
লিখে নরসিংহ-তনু অভিনব চন্দ্র ভানু ‡
ফটিকের স্তম্ভে অবতার।
হিরণ্যকশীপু-বুকে বিদারীত কৈলা নখে
লিখে চতুর্দ্দশের আকার ॥
লিখিলা বামন মূর্ত্তি পঞ্চদশে মোহাকীর্ত্তি
অসুরকুলের হৈলা কাল।
হৈয়া ত্রিলোকের স্বামী মাগীয়া ত্রিপাদ ভূমি
দৈত্যরাজে লইলা পাতাল ॥
ক্ষোত্রীয় কুলের যমে ষোড়শ পরশুরামে
ভুজবলে করিলা দহনে।
বার একবিংশ অতি ক্ষেত্রীয়ে বধিয়া ক্ষীতি
দান কৈলা মরিচিনন্দনে ॥
সপ্তদশে পরাশর সুত হৈলা বিশ্বেশ্বর
সত্যবতী-জঠরে জনন।

---

* ধরিল মন্দর গিরি (অঃ, বঃ)

† পীঠে নিল লক্ষ যোজনে (অঃ, বঃ)
পৃষ্ঠ কৈল লক্ষ যোজনে (কাঃ)

‡ অভিনব চণ্ড ভানু (কাঃ)
অভিন প্রচণ্ড ভানু (বঃ)

ব্যাস অবিধান ধরি বেদের ব্যাখান করি
নিস্তার করিলা সর্ব্বজন ॥
অষ্টাদশে ঘনশ্যাম সঙ্গে সিতা লিখে রাম
শিরে ছত্র ধরান লক্ষণ।
জাইয়া হরণের কাম সেতু বান্ধি প্রভু রাম
দুষ্ট মারি সিতা উদ্ধারণ ॥
রূপে গুণে অনুপাম হলধারী লিখি রাম
প্রলম্ব ধেনুক বিনাশন।
মুষ্টীক মারীয়া বীর হলাগ্রে যমুনা-নীর
প্রবেষ করাল্য বৃন্দাবন ॥
হরিতে অবনীভার যদুকুলে অবতার
মধ্যে লিখে যশোদানন্দন।
* বালকৃড়া গোষ্ঠদান দুষ্ট নাস স্থানে স্থান
যমুনাদি বাশের কারণ ॥

---

* পাঠান্তর :—

শৈশব-শয়ন-বঙ্গে শকট কবিয়া ভঙ্গে
পুতনার কবিলা নিধন।
হয়্যা গিবিসম ভাবী তৃণাবর্ত্ত বীরে মারি
বিশ্বরূপ দেখাল্যা বদনে।
জমুনা পরম বঙ্গী যমল অর্জ্জুন ভাঙ্গি
লিখে বকাসুর-বিনাশনে ॥
লিখে বৎসরূপধাবি বৎসক অসুরে মাবি
লিখে অঘাসুব-বিনাশন।
বৎস শিশুগণ লয়্যা ব্রহ্মাকে কবিয়া দয়া
হল্যা প্রভু বৎস শিশুগণ ॥
লিখিল যমুনা হ্রদে কালী মাথে দিয়া পদে
তাণ্ডব করেন বনমালী।
গোপকূলে কবে বল বনমাঝে দাবানল
পান কৈলা কবিয়া অঞ্জলি ॥

কংশনাথ নারায়ণ কৈলা বহু পরিজন
নরকাদি করিলা বিনাশে।
লিখিলা দ্বারকা পুরী পরিজন আদি করি
যে কেহ বিশাই প্রকাশে॥

ইন্দ্রমখ-ভঙ্গকারী লিখে গোবর্দ্ধনধারী
গোকুলের করিয়া রক্ষণ।
ইন্দ্রের পরম গর্ব্ব আপনি করিলা খর্ব্ব
নিবারিলা ঝড় বরিষণ॥
লিখিল পরম ধন্যা রাধা আদি গোপকন্যা
লিখি বৃন্দা বিপিনবিহারী।
যতেক গোপের নারী সবাকার মনোহারী
নানাস্থানে লিখিলা মুরারী॥
আসিয়া মথুরাপুরী কুবলয় গজে মারি
রঙ্গে চানুর-বিনাশন।
ভোজরাজ-অবতংসে মঞ্চেতে লিখিল কংসে
কৃষ্ণ তার করিলা নিধন॥
জনক জননী লোক সবাকার হরি শোক
মথুরার করেন পালন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালি রচন॥ (কাঃ)

ডানিদিগে বিশ্বকর্ম্মা লিখে মুনিগণ।
কপালে চড়ক ফোঁটা লোহিত বসন॥
দেবঋষি জ্যেষ্ঠ লিখে সনতকুমার।
নীললোহিত লিখে অনুজ তাহার॥
দিঘল ধবল দাড়ি তপজপশীল।
পিতাপুত্রে মহামুনি কর্দ্দম কপিল॥
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ ভৃগু পরাশর।
মরীচি অঙ্গিরা অত্রি ব্যাস মুনিবর॥
পৌলস্ত্য কশ্যপ কর্ণ পুলহ অসিত।
নারদ পর্ব্বত ধৌম্য শঙ্খ সুলিখিত॥

ধরিয়া পাসণ্ড মতে নিন্দা করি বেদপথে
বৌদ্ধরূপি লিখে ভগবান।
দেখিয়া কলির শেশ হৈলা প্রভু কল্কি-বেস
তাঁহারে লিখিলা সাবধান॥

দণ্ড কমণ্ডলু কুশ জটাভার চিত্র।
বামদেব জমদগ্নি লিখে বিশ্বামিত্র॥
বামদিগে লিখিল গরুড় মহাবীর।
জটায়ু সম্পাতি লিখে সুপাট ফিকীর॥
জলে তাম্রচূড় লিখে চকোর চকোরী।
পেখম ধরিয়া নাচে ময়ূরা ময়ূরী॥
নারক সারক হংস লিখে চক্রবাক।
দেবরূপী বিহঙ্গম লেখে শ্বেতকাক॥
পারাবত কপোত লিখিল গাঙ্গ-চিল।
কলিঙ্গ সালিকা ভেটা টেটারু কোকিল॥
উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্যরাঙ্গা।
ভুজঙ্গে ধরিয়া খায় ধুকড়িয়া কঙ্কা॥
উড়িয়া কমলে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন।
চাতক চাতকী জল মাখে ঘন ঘন॥
চটক টেটক টিয়া বায়স পেচক।
গুড়ুর ভারুই টুনি ডাকু লিখে বক॥
সংক্ষেপে লিখিল দেবরূপী জাম্বুবান।
অঙ্গদ সুগ্রীব বালি বীর হনুমান॥
পনস কুমুদ আদি লিখে রাম-সেনা।
বনপশু লিখে বিশাই হয়্যা দৃঢ়মনা॥
তুলারু ঘোড়ারু কৃষ্ণসার ঢোলকাণ।
চামরী গবয় মধ্যে দিঘল বিশাণ॥
শশক সৈলক গোদা নকুল শৃগাল।
তরক্ষু লিখিল কোক মৃগগণে কাল॥

সুর মুনী খগ মৃগ চৌদ্দ লোক দশদীগ
জথাক্রমে বিশাই লিখিলা।
দিয়া অভয়ারে ধন প্রনমিঞা য়েক মন
নিজ গৃহে কামিনা চলিলা॥
মোহামিশ্র ইত্যাদি।

লিখিল বরাহ কূর্ম্ম হকিড়া (?) মূষিক।
জল-পশু লিখিলা মকর চারিদিক॥
কুম্ভীর হাঙ্গর লিখে মুড়্যাল শুশুর।
রোহিতাদি মৎস্য বিশাই লিখিল প্রচুর॥
কাঁচলির বামভাগে লিখে বৃন্দাবন।
পুরমধ্যে দোলপিণ্ডি কদম্বকানন॥
লিখিল আবর্ত্তশালী যমুনা নিকট।
তালের কানন লিখে ভাণ্ডী তরুবট॥
অশ্বত্থ পাকুড়ি জাম পিপলী পনস।
টগর তুলসী দল লবঙ্গ বেতস॥
বান্ধুলি চম্পক পারিজাত কুরুবক।
কেতকী ধাতকী আর করবী কুণ্ডক॥
লিখিল কালীয় হ্রদে ভুজঙ্গমগণ।
উভ ফণা গোনস খরিস কেল্যাগণ॥
নয় জোড়া লিখিল ইড়াই ষোলচিতি।
বাসুকি তক্ষক লিখে শেষ অধিপতি॥
বিচিত্র কাঁচলি বিশাই দিল চণ্ডীকারে।
আশীর্ব্বাদ পাইয়া গেলেন নিজাগারে॥
কাঁচলি পরিয়া মাতা বসিলা দুয়ারে॥
শ্রীমুকুন্দ গাইল ফুল্লরা আল্যা ঘরে॥ (কাঃ)

চণ্ডীর সহিত ফুল্লরার সাক্ষাৎ ।

সখিগৃহে খুদ শের করিয়া উধার ।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা চলে কুড়্যার দুয়ার ॥
বাম বাহু নাচে তার স্ফুরে বাম আখী ।
কুড়্যার ভিতরে দেখি রাকা শশীমুখি ॥
প্রনাম করিয়া বামা করয়ে জিজ্ঞাসা ।
কোন জাতি কার জাইয়া কহ সত্যভাসা ॥
হাস্যমুখি অভয়ার হৃিদয়ে উল্লাস ।
অভয়ারে ফুল্লরা করেন উপহাস ॥
ইলাব্রত দেশে বসি জাতে গ ব্রাহ্মণী ।
শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকীণী ॥
বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপারা ঘোষাল ।
সাতে* শতাগৃহে বাস বিষম জঞ্জাল ॥
সখি হৈয়া তুমি যদি দেহ অনুমতি ।
য়েক স্থানে কথকাল করিব বসতি ॥
য়েত বাক্য হৈলা যবে অভয়ার তুণ্ডে ।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে ফুলরার মুণ্ডে ॥
হৃিদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুলরা ।
ক্ষুধা তৃশা দুর হৈল রন্ধনের ত্বরা ॥
অভয়া ইত্যাদি ।

---

* সাত (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

ফুল্লরার সহিত চণ্ডীর কথোপকথন।

এ নব জৌবনে ছাড়িয়া ভবনে
কেন আল্যা পরবাস।
কহ গ সুন্দরী কেন য়েকেশ্বরী
ভ্রমিতে নাহি তরাস॥
বড় সন্দেহ লাগয়ে মনে।
তুমি রূপবতি ছাড়িয়া সুকৃতি
আমার মন্দিরে কেনে॥
চম্পকমুকূল জিনী পাদাঙ্গুল
তাহাতে পাশুলি সাজে।
রাতা উৎপল জিনি পদতল
রতন মঞ্জির বাজে॥
যুত হেমমণি সুনাদ কিঙ্কিণী
চারু কটিদেশে শোহে।
দিব্য নিরিমাণ বস্ত্র পরিধান
হেরিতে অখিল মোহে॥
জিনী মৃগরাজ ক্ষীণ তোর মাঝ
হিলয় মলয়-বায়।
ও রূপমাধুরী তোর কুচগিরী
ভার ভর পিড়ে তায়॥
শঙ্খাঙ্গদ ভুজে কঙ্কণাদি সাজে
থরে থরে বাজুবন্দ।
রত্ন থোপা ঝোলে * শোভে করাঙ্গুলে
রত্নাঙ্গুরি চারুছন্দ॥

---

* হেম ঝাঁপা দোলে (কাঃ)

শোভে অনুপাম কণ্ঠে মণীদাম
তার মরকত তায় *।
বক্ষের কাচলী করে ঝলমলী
শোভিছে অঙ্গছটায় ॥
কপোলমণ্ডল চঞ্চল কুন্তল †
বদন বিধুমণ্ডলে।
তোর রূপসীমা কি দিব উপমা
নাঁহি তিন লোকতলে ॥
ছাড়ি মকরন্দে তোর মুখগন্ধে
কত শত ধায় অলী।
তোর মুখ শশী মন্দ মন্দ হাসী
সঘন পড়ে বিজলী ॥
জিনি গজমোতি তোর দন্তপাঁতি
হাসিতে বিজরি খেলে।
পক্ক বিম্ববর জিণীঞা অধর
নাসায় মাণীক্য দোলে ॥
হেমলতা জনু তোমার ভ্রূধনু
অপাঙ্গ মদন-তুনে।
কাজল গরল বিষ কি প্রবল ‡
ধরাসী কিবা কারণে ॥ §
ললাটে সিন্দুর তম করে দূর
যেন প্রভাতের ভানু।
চন্দনের বিন্দু তাহে কিবা ইন্দু
হৈতে অকলঙ্কী তনু ॥

---

* মরকত মণি তায় (কাঃ)
† কুণ্ডল (অঃ; বঃ; কাঃ)
‡ বিকসি প্রবল (কাঃ)
§ দর শীকার কারণে (অঃ)

বরণে উজ্জ্বলী কলস * বউলী †
শোভিছে তব কুন্তলে।
দিতে ‡ অন্ত শোভা সৌদামিণী কিবা
ছাড়ি আল্যা মেঘ § জালে ॥
জিণি নীলগিরী তোমার কবরী
মণ্ডিত ¶ মল্লিকা-মালে।
বিধি কুতহলী সুস্থির বিজুলি
অলকা সুচারু লোলে ॥ ||
বহুরত্না দেখি ** হেন মনে লখি
উর্ব্বসী আল্যা আপনী।
কিবা আল্যা উমা†† রম্ভা তিলোত্তমা
কমলা কি ‡‡ ইন্দ্রাণী ॥
নাহি লখি তোমা কার বোলে রামা
কি হেতু ছাড়িলা পতি।
সত্য কহ মোরে কে য়ানীলা তোরে
ঔষধে করি বিছাতি ॥
কিবা পতি-দোষ কেন কৈলা রোষ
সত্য কহ মোরে বাণী।

---

* কনক (কাঃ; অঃ; বঃ)
† ধৌতুলী (অঃ)
‡ দিতে তার শোভা (বঃ), বিধুদন্ত শোভা (অঃ; কাঃ)
§ কেশ (অঃ; বঃ; কাঃ)
¶ বেঢ়িত (কাঃ)
|| কিবা কৈল কেশজালে (অঃ; বঃ)
** করে শঙ্খ দেখি (অঃ; বঃ)
†† রমা (অঃ)
‡‡ কিবা (অঃ; বঃ; কাঃ)

বিরহের জ্বরে পতি যদি মরে
কোন ঘাটে খাবে পানী ॥
সাযুড়ি ননন্দ কিবা কৈল মন্দ *
সরূপে কহ আমারে।
তোমা সঙ্গে জাব অনেক নিন্দিব
কহিব নানা প্রকারে ॥
ফুল্লরার বাণী সুনী অনুমানী†
উত্তর দিলা পার্ব্বতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত বিরচণ
বদনে জার ভারতী ॥
নাচাড়ি ... ... শ্রীধানসী।

কি আর জিজ্ঞাসা কর আল্যাঙ তোমার ঘর
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন তুসিব বীরের মন
আজি হৈতে পাবে অতি সুখ ॥
য়েতক্ষণে পরিচয় করি।
আমি বড় কর্ম্ম-দোসী বসী গুপ্ত বারাণসী
স্বামী মোর জনমভিখারী ॥
সুন সঞ্চয়ের সুতা গঙ্গা নামে মোর সতা
স্বামী তারে বন্ধয়ে মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায় আমা পানে নাহি চায়
ভবন ছাড়িল য়ই দুঃখে ॥

---

* দ্বন্দ্ব (কাঃ)
† নারায়ণী (কাঃ)

গঙ্গা বড় আঞ্জীয়ালী * সদাই পাড়য়ে গালী
সুসামীর সোহাগে দরপে ।
কেবল তাঁহার দোসে নানাস্থানে ভ্রমি রোসে
লাজে জলাঞ্জলী দিনু তাপে ॥
সতিনের দেখি মান য়েই হেতু অপমান
অভিমানে নাহি মেলী আখি ।
দেখিয়া দারুণ সতা বিবাহ দিলেন পিতা
পিতৃকুলে হৈলাঙ বিমুখী ॥
দৈবে দুঃখ দেই অতি হৈলাঙ অবলা জাতি
অহি সঙ্গে তার হৈলা মেলা ।
বিষ-কণ্ঠ মোর স্বামী শহিতে না পারি আমি
তথি হৈলা সতিন প্রবলা ॥ †
কত দুঃখ কব আমি পাশান হৃদয়ে স্বামী
পাঁচ মুখে মোরে দেই গালী ।
তাহে সতিনের জ্বালা কতেক সহিব বালা
পরিতাপে হৈয়া গেনু কালী ॥
খাও পর জত তুমি শকল যোগাব আমি
না বাসীহ মোরে তুমি ভীনু ।
শমর কানন ভাগে থাকিব বীরের আগে
আজি হৈতে সম্পাদের চিনু ॥

---

* সোহাগলী (অঃ ; বঃ)

† অতিরিক্ত :—

প্রভুর সম্পদ বড় সাত সতীনেতে জড়
অনুক্ষণ জঞ্জাল কোন্দল ।
কি মোর কপালে ফল খাইয়া ধুতুরা ফল
আচম্বিতে হইল পাগল ॥

কতেক* রাজার ধন অঙ্গে মোর আভরণ
ভুবন কিনিতে পারি ধনে।
সম্পদ বিস্তর দিব ভকতি কেবল সব
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥

নাচাড়ি ধানসী।

বিভূতি মাখেন গায় ঝিমিকে ঝিমিকে যায়
ভাগ্যে আছে পরে বাঘছাল।
ভুজঙ্গ-বেষ্টিত অঙ্গ বাজায় ডুম্বুর শৃঙ্গ
গলায় শোভিছে হাড়মাল॥
কি হবে বিষয়-সুখ তাহে পতি পরাঙ্মুখ
তারে বলে সবে কাম-অরি।
সাত সতিনীরা মারে বুঝিয়া না শান্তি করে
সাত সতা পরাণের বৈরি॥
যে ঘরে সতিনী রয় কামানলে প্রাণ দয়
যেমন লাগয়ে বিষজ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম না গণিনু পরিণাম
বনবাসী হইনু একালা॥
এবে বিধি হৈল সখা বীর সঙ্গে পথে দেখা
সত্য করি আনে নিজ ঘরে।
শুন গো ব্যাধের ঝি তোমারে বুঝাব কি
এবে আমি যাব কোথাকারে॥
ফুল্লরা দেবীরে কয় এমন যাবার নয়
বুঝাইয়া পাঠাইব ঘরে।
বুঝি ফুল্লরার মতি কহিছেন ভগবতী
আমি না ছাড়িব মহাবীরে॥ (অঃ; বঃ)

* শতেক (অঃ; বঃ; কাঃ)

তোরে আমি বলি ভাল স্বামির বসতি চল
পরিনামে পাবে বড় সুখ।
সুন গ বিমূঢ়মতি যদি ছাড় নিজ পতি
কেমনে চাহিবে লোক মুখ॥
স্বামী বণিতার পতি স্বামী বণিতার গতি
স্বামী বণিতার হয় ধাতা।
স্বামী সে পরম ধন স্বামী বিনে অন্য জন
কেহ নহে সুখ দুঃখ * দাতা॥
সন্তোষে বসায় খাটে দোষ দেখি নাক কাটে
দণ্ডে রাজা বণিতার পতি।
পণ্ডীতের মুখে যত সুন্যাছি পুরাণ মত
ইতিহাসে কর অবগতি॥
রাবণে বধিয়া রাম সিতারে আনীলা ধাম
করাইয়া পরীক্ষা দহণে।
লোকবাদ খণ্ডীবারে বনবাস দিলা তারে
আদেশীলা সুমিত্রানন্দনে॥
পঞ্চমাস গর্ব্ভকালে সাধ খাওয়াবার ছলে
লৈয়া গেলা লক্ষণ কাননে।
সুনহ দারুণ কথা কাননে রাখিলা সিতা
আল্যা বীর আপন ভবনে॥†
দেখি গ উত্তম জাতি দেবতা শমান ভাঁতি
কোপ কৈলে নিচের শমান।

---

* মোক্ষ (অঃ; বঃ; কাঃ)

† অতিরিক্ত অংশ :—

ভৃগু নামে মহামুনি সকল পুরাণে গণি
ব্রহ্মার কুলের নন্দন।
রেণুকা রমণী তার সুত ভুবনের সার
ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশন॥

ছাড়িয়া পতির পাষ আইলা পরের বাস
আপনার কি সাধিলা মান ॥
অধম অবলা জাতি যদি থাকে য়েক রাতি
পরের ভবনে কদাচিৎ ।
লোকে ঘোষে কুঘোষণ ছল ধরে বন্ধুজন
অবিচারে কৈলা অনুচিৎ ॥
সতিন কন্দল করে দ্বিগুণ বলিব তারে
অভিমানে ঘর ছাড় কেনী ।
কোপে কৈলা বিষপান আপনে তেজিবে প্রাণ
সতিনের কিবা হয় হানী ॥
কুলবতি* জেই হয় রোস করি ঘরে রয়
অভিমানে থাকে উপশীত ।
বন্ধুজন আশী ঘরে উচিত বিচার করে
স্বামী হয় আপনে লজ্জিত ॥
ফুলরার† কথা যেত স্থনীয়া বিহিত মত
উত্তর দিলেন মোহামাইয়া ।

রেণুকার দেখি দোষ উঠিল পরম রোষ
সুতে আদেশিলা মহামুণি ।
বাপের শুনিয়া কথা মায়ের কাটিল মাথা
সর্ব্বলোকে কৈল ধণ্যি ধণ্যি ॥ (কাঃ)

* পাঠান্তর :—
কৌশল্যা রামের মাতা কৈকেয়ী তাহার সতা
দুহাঁর কোন্দলে সর্ব্বনাশ ।
না গণিয়া হিতাহিত কৈল সেই অনুচিত
রামচন্দ্র গেলা বনবাস ॥ (অঃ ; বঃ)

† পাঠান্তর :—
ফুল্লরার কথা শুনি ভগবতী মনে গণি
উত্তর না দেন মহামায়া ।

ব্রাহ্মণভূম্যের পতি রঘুনাথ নরপতি
জয়চণ্ডি তারে কর দইয়া ॥

নাচাড়ি গৌরী।

পুন ব্যাধ-নিতম্বিনী নিবেদয়ে যোড়পানি
কর চণ্ডী রঘুনাথে দয়া ॥ (অঃ ; বঃ)

অতিরিক্ত :—

করিয়া উভয় পাণি বলে ব্যাধ-নিতম্বিনী
শুন রামা দ্বিজের বনিতা।
স্বরূপে কহিয়ে তোকে ঠেকিলা বিষম পাকে
কি কারণে আইলে তুমি এথা ॥
তোর, অতি পীন পয়োধর গুরুয়া নিতম্বভর
তুয়ারূপে উজ্জ্বল কুটীর।
নৌতুন যৌবনরাশি কিবা পিয়া পরবাসী
তেঞি ঘরে নাহি রহ থির ॥
মাণ্ডব্য নামেতে মুনি সকল পুরাণে শুনি
তার শুন দৈব কারণ।
মুনি হয়্যা কুতুহলী পতঙ্গেরে দেয় শূলী
ব্যোমপথে করাল্য গমন ॥
মুনির দৈবের পাকে অধিপতি সেই লোকে
হেনকালে হারাইল হয়ে।
ঘোড়া-চোর পায়্যা ত্রাস অশ্ব রাখি মুনিপাশ
পালাইয়া গেল প্রাণ-ভয়ে ॥
ঘোড়া খুজিবারে ধাই পাইল মুনির ঠাঁই
বান্ধিয়া আনিল হাথে গলে।
নৃপাজ্ঞায় নিশাপতি মুনিরে ধরিয়া তথি
আরোহণ করাল্য ত্রিশূলে ॥
ভারত-বিধানক্রমে শুনেছি পণ্ডিত-ধামে
অবনীতে দারি সুরপতি।
জানি বা জানিতে পার জানি বা জানিতে নার
যে রূপে পাইল স্বামী সতী ॥

বেদবতী নামে দারা স্বামী যার শতশিরা
অবিরাম শরীর গলিত।
পতিব্রতা হয় যেবা তেন মতি করে সেবা
স্বামীর পালন করে নিত॥
পতির আদেশ ধরি নিজ পতি কান্ধে করি
গঙ্গাস্নান করিবারে যায়।
গঙ্গার ওকূল ধারে অঙ্গ মার্জ্জন করে
বারবধূ দেখিবারে পায়॥
মুনি বলে শুন সতি ইহার ভুঞ্জিব রতি
বারবধূ লক্ষহীরা সনে।
সতী নিতি দ্বারাগারে অঙ্গন মার্জ্জন করে
বেশ্যা বিস্ময় ভাবে মনে॥
দৈবযোগে বেশ্যা সনে দেখাদেখি দুই জনে
হাস্যরসে দুজনে কথনে।
বেদবতী বলে বাণী বেশ্যা বিস্ময় গণি
ভাগ্য করি সে মানিল মনে॥
মানিল মানস পূর্ণ নিজাগারে আসি তূর্ণ
কান্ধে করি স্বামী লয়্যা যায়।
ত্রিশূলে আছিলা মুনি তমোঘোরে নাহি জানি
মাথা বাজে সে মুনির পায়॥
যোগবলে হরিসঙ্গ যে মোর করিল ভঙ্গ
দেবতা অসুর কিবা নর।
যদি হয় দেব-ঋষি সে মরিবে গেলে নিশি
বাগবজ্র দিল মুনিবর॥
শুনি বলে বেদবতী যদি আমি হই সতী
এ যামিনী না পোহাবে আর।
মুনি সতী বিসম্বাদ হৈল বড় পরমাদ
অলঙ্ঘ্য বচন দুঁহাকার॥
পূরিতে পতির আশ বারবনিতার পাশ
পতিব্রতা লইয়া যায় স্বামী।

দেখিয়া ত ব্যাধি-কায় বেশ্যা না পরশে তায়
আইলা মুনি না পোহায় যামী ॥
অনিবার বিভাবরী যথা বেদবতী নারী
সেবে দেব যুড়ি দুই কর।
সতীর আদেশ ধরি উঠিল তিমির-অরি
মরে মুনি, জিয়াল অমর ॥
পুন শুন ঠাকুরাণি কহি আমি হিতবাণী
ইতিহাসে কর অবধান।
ভারত-বিধানক্রমে শুনেছি পণ্ডিত-ধামে
সতী সাবিত্রীর উপাখ্যান ॥
মদ্রদেশ-নরপতি নাম তার অশ্বপতি
অপুত্রক সেই নৃপবর।
পুত্র জনমের হেতু দ্বিজ আনি করে ক্রতু
অগ্নি তারে দিল কন্যাবর ॥
কন্যা হৈল রূপবতী দেখি বলে নরপতি
মনে ভাবি করহ বরণে।
পিতা দিল অনুমতি অবিলম্বে রূপবতী
মনে বরি আইলা সত্যবানে ॥
কন্যা আসি কহে বাণী হরষিত নৃপমণি
সেইকালে আইলা নারদ।
নারদ শুনিয়া কথা বলে রাজা পাবে ব্যথা
সত্যবানের নিকট আপদ ॥
সাবিত্রী শুনিল কথা বলেন শুনহ পিতা
যে হোক সে হোক মোর পতি।
আর না ভাবিহ আন তার পাছে মোর প্রাণ
ইথে তুমি কর অনুমতি ॥
শুনি নরপতি কয় যে জন আমার হয়
কর সবে সেই আয়োজনে।
রাজার বচন মাথে সব লোক চলে সাথে
চলে রাণী কুতূহল মনে ॥

মাতা-পিতার কাছে যথা সত্যবান আছে
তথা রাজা দিল দরশন।
সত্যবানে আদেশিল সাবিত্রীকে সমর্পিল
পুন রাজা দেশেতে গমন ॥
ভাবিয়া সাবিত্রী মনে দেব পূজে দিনে দিনে
স্বামীর পালন করে নিত।
শ্বাশুড়ী শ্বশুর অন্ধ দেখে বধূর প্রেমরঙ্গ
দুহে বুঝি হন হরষিত ॥
সত্যবান চলে বনে সাবিত্রী ভাবিল মনে
যেবা কথা নারদ কহিল।
শ্বশুরে বিদায় হয় পতিব্রতা সঙ্গে ধায়
গহন কাননে রামা গেল ॥
কুতূহলে দুই জনে ভ্রমিয়া গহন বনে
তরুমূলে বৈসে সত্যবান্।
ত্যজিল কুমার বোল কাল আসি দিল কোল
তারে বিধি করিল নিদান ॥
যমে না করিয়া ভয় প্রণতি করিয়া কয়
তুমি দান দেহ মোর পতি।
আর যেবা চাহ বর দিব আমি যাও ঘর
পতি কথা না কহিও সতি ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের বাণী করিয়া যুগল পাণি
যদি বর দিবে মহাশয়।
শ্বশুর পাইবে দৃষ্টি লভিবে আপন সৃষ্টি
পিতৃকুলে শতেক তনয় ॥
বর দিয়া ধর্ম্মরায় আপন ভুবন যায়
অনুপতি যায় রূপবতী।
পুনরপি দেখি তারে কৃপা করি দিল বরে
যাও তুমি হবে পুত্রবতী ॥
যোড় হাতে কহে সতী তুমি লয়া যাও পতি
কেমতে হইবে পুত্র মোর।

*শুন ফুল্লরা সুন্দরী।
আল্যাঙ বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি ॥
কুলের বহুয়ারী আমি কুলের নন্দিনী।
আপনার ভালমন্দ আপনে সে জানী ॥
মোর উপদেশেতে তোমার কিবা কাজ।
আপনে সে রক্ষা করি আপনার লাজ ॥
আছিলাম একাকিণী বসিয়া কাননে।
আনিলা তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে ॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ গিয়া বীরে।
যদি বীর বলে তবে জাব অন্যন্তরে ॥
আল্যাঙ তোমার বাড়ি হীত করিবারে।
কত না নিঠুর মোরে কহ বারে বারে ॥
জে বল সে বল আমি বিরে না ছাড়িব।
আপনার ধন দিয়া দুঃখ খণ্ডাইব ॥
উচিত বচন যদি কহিলা ভবাণী।
না বুঝিয়া দুঃখ ভাবে ব্যাধের নন্দিনী ॥
বারমাসী দুঃখকথা করে নিবেদন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

বুঝি বলে ধর্ম্মরায় ক্ষমিনু সকল দায়
পতির জীবন দিনু তোর ॥
সাধিল আপন কার্য্য পতি লয়া আইল রাজ্য
এই কথা শুনেছি পুরাণে।
তুমি অতি মূঢ়মতি ত্যজিয়া আপন পতি
একা ফির গহন কাননে ॥
শুনিয়া এমত বাণী কহে মাতা নারায়ণী
না ছাড়িব তোমার ভবন।
অভয়া-চরণে চিত রচিয়া নৌতুন গীত
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (বঃ ; কাঃ)

* অতিরিক্ত :—কহেন অভয়া (কাঃ)

ফুল্লরার বারমাসের দুঃখ।

*পুণ্যকর্ম্ম বৈশাখেতে খরতর খরা।
তরুতল নাহি মোরে করিতে পশরা॥
অগ্নি সম রবিতাপ না জায় শহন।
শিরে দিতে নাহি আটে অঙ্গেরণ† বসন॥
বৈশাখে হৈলা বিষ বৈশাখে হৈলা বিষ।
মাংশ না বিকায় সর্ব্বজন নিরামীস॥
জইষ্ঠের রবির তাপে কেহ নহে স্থীর।
তৃশাকুল হই গ নিকটে নাহি নীর॥
পশরা য়েড়িয়া জল খাত্যে জাত্যে নারী।
দেখিতে দেখিতে চিলে লয় এক ‡ শারী॥
পাপীষ্ঠ জৈষ্ঠ মাস পাপাষ্ঠ জৈষ্ঠ মাস।
বেঙ্গুচের ফল খায়্যা করি উপবাস॥
আষাঢ়ে পুরিৎ মহি নবমেঘজল।
ভাল ভাল গৃহস্থের টুটয়ে সম্বল॥
মাংসের পশরা লৈয়া ভ্রমি ঘরে ঘরে।
কিছু খুদ কুড়া মিলে উদর না পুরে॥
অভাগ্য মনে গণী অভাগ্য মনে গণী।
কত কত খায় জোক নাহি খায় ফণী॥§

---

* অতিরিক্ত :—"পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী।
ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তাল-পাতার ছাওনী॥
ভেরেণ্ডার খামা মোর আছে মধ্য ঘরে।
প্রথম আষাড়ে ঘর নিত্য পড়ে ঝড়ে॥ (অঃ)

† খুঞ্যার (কাঃ ; বঃ)

‡ আধা (বঃ)

§ অতিরিক্ত :—দুঃখ নহে দৈব ঘা দুঃখ নহে দৈব ঘা।
কাহারে দোষিব যে দরিদ্র বাপ মা॥ (কাঃ)

শ্রাবণে বরিসে ঘন দিবস রজনী।
সিতাশীত দুই পক্ষ য়েক নাহি জানী ॥
ভুবন পুর্ণীত হৈল নবমেঘজল।
হেন কালে মৃগ মারে পাপ কর্ম্মফল ॥
দেখ য়েই স্থান দেখ য়েই স্থান।
বৃষ্টী নাঁহি হৈতে গ কুড়্যাতে আসে বাণ ॥
ভাদ্রপদ-মাসে ঝড় দুরন্ত বাদল।
নদনদি একাকার আটদিগে জল ॥*
বঞ্চিত করিল সুখ বিধাতা আমারে।†
অনলে পোড়য়ে অঙ্গ ভিতরে বাহীরে ॥
কত নিবেদিব দুখ কত নিবেদিব দুখ।
বিপাখ পাইল স্বামী বিধাতা বিমুখ ॥
আশ্বীনে অম্বিকা-পূজা করে যগজন।
মহীস ছাগল মেস করে নিজোজন ॥
উত্তম বসন বেষ করয়ে বণিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে সম্বলের চিন্তা ॥
মাংশ কেহ না আদরে মাংশ কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ মাংশ প্রতি ঘরে ঘরে ॥
কার্ত্তিক মাশেতে হয় হিমের প্রকাশ।
যগজনে করে শীত-নিবারণ বাস ॥
নিযুক্ত করিলা বিধি সভার কাপড়।‡
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড় ॥

---

* সদাই দরিদ্র পতি ক্ষুধায় বিকল (কাঃ)
সকলে দরিদ্র বীর অন্নেতে বিরল (বঃ)
সকলে দরীদ্র বীর সমূলে বিফল (অঃ)

† মাংসের পসরা লয়্যা বুলি ঘরে ঘরে (কাঃ)

‡ অতিরিক্ত :—কার্ত্তিক মাসেতে টুটে রাজার ভাণ্ডার।
ফিরাত-পাড়ায় বসি না মিলে উধার ॥

কত দুঃখ শহে গায় কত দুঃখ শহে গায়।
নিরামিশ্য করে লোক মাংশ না বিকায়॥
মাস মধ্যে মাস্যর আপনে ভগবান্।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান॥
উদর পুরিয়া অন্ন দৈবে দিলা যদি।
যম-শম শীত তথি নিরমিলা বিধি॥
শুন দুঃখের কাহিনী শুন দুঃখের কাহিনী।
• পুরাণ দোপাটা গায়ে দিতে করে পানী॥
পউষে প্রবল শীত সুখী যগজন।
তুলী পড়ি* পাছড়ি সিতের নিবারণ॥†
হরিণ বদলে পাল্য পুরাণ ঘোসলা।
উড়িতো‡ শকল অঙ্গে বরিষয়ে ধুলা॥
বৃথা বণিতা-জনন বৃথা বণিতা-জনন।
ধুলী ভয় নাহি মিলী শয়নে নয়ন॥
মাঘে কুজ্ঝটিকা প্রভূ মৃগয়াতে জায়।
আন্ধারে লুকায় মৃগ দেখিতে না পায়॥
ফুল্লরার কত আছে কর্ম্মের বিপাক।
মাঘমাসে কাননে তুলিতে § নাহি শাক॥
দুঃখে কর অবধান দুঃখে কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শিতের পরিত্রাণ॥

বড় দুঃখ মনে গণি বড় দুঃখ মনে গণি।
পুরাণ বসন গায় দিতে হয় পানি॥ (কাঃ)

* পাটী (কাঃ); পাড়ি (অঃ; বঃ)

† অতিরিক্ত ঃ—তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন।
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ (অঃ; বঃ)

‡ নড়িতে (অঃ)

§ তুলিয়া বুলি (কাঃ)

ফলে গুণে দ্বিগুণ শীত* খরতর খরা।
খুদ সেরে বান্ধা দিল মাটীয়া পাথরা॥
ফুল্লরার কত আছে কর্ম্মের বিফল।
মাটিয়া পাথরা বিনে অন্য নাহি স্থল॥
কি কহীব আন কি কহীব আন।
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান॥
মলয় পবন মধুমাসে নানা ফুল।
হরশীতে মধুপান করে অলিকুল॥†
বণিতা-পুরুষ অঙ্গে পিড়য়ে মদন।
আমার পিড়িত অঙ্গ যঠর-দহন॥
অতি দুঃখ মধুমাসে অতি দুঃখ মধুমাসে।‡
য়েকত্র শয়নে স্বামী জেন শোল কোসে॥
ফুল্লরার কথা দুঃখ স্থনিলা পার্ব্বতি।
বলে মাতা আজি হৈতে খণ্ডিব দুর্গতি॥
আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ভৃগুবংশ॥

কালকেতুর নিকট ফুল্লরার নিবেদন।

ভাল মন্দ চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর।
বীরের শমীপে রামা চলিল সত্বর॥
কান্দিতে কান্দিতে রামা করিল গমন।
কি জানি কি করে বিধি ভাবে মনে মন॥

---

* বসন্তের (কাঃ)

† মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীয়ে মধুকর পীয়ে মকরন্দ॥ (কাঃ; অঃ; বঃ)

‡ নিদারুণ দৈবদোষে নিদারুণ দৈবদোষে। (কাঃ)

গোলাহাটে বীরে গিয়া দিলা দরশন।
ফুলরা দেখিয়া বীর সচিন্তিত মন॥
গদগদ বচনে রাঙ্গা চক্ষে বহে নীর।
সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসা করে বীর॥
শাষুড়ি ননন্দ নাহি নাহি তোর সতা।
কা সনে কন্দল করি চক্ষু কৈলা রাতা॥
সতা সতা নহে নাথ প্রাণনাথ সতা।
ইবে ফুলরার হৈলা বিমুখ বিধাতা॥
ত্রৈলোক্যমোহিণী কন্যা আনীয়াছ কার।
কিবা মৃত্যু হেতু পাখ উঠে পিপিড়ার॥
পরনারী হরণে পাতক কাহার দে।
জানীঞা যে সব তত্ব হইলা অবোধে॥
ইচ্ছীয়া পরের নারী মজিলা রাবণ।
দ্রৌপদি হিংশীয়া কুরু কিচক নিধন॥
সতিত্য নাশীয়া হরি হইলা পাশাণ।
আমি শে অবলা কি বুঝাব তোমা স্থান॥*
বীর বলে ব্যক্ত করি কহ সত্য ভাসা।
মিথ্যা হৈলে চেয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥
সত্য মিথ্যা বাক্যে ধর্ম্ম আপনে প্রমান।
তিন দিবসের চাঁদ দেখি বিদ্যমান॥†

---

* অতিরিক্ত:—

নিকটে কলিঙ্গরাজা বড় দুরবার।
তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥
মরিবার তরে রামা গায়ে চড়াও রোষ।
তোমারে বধিয়া আজি হইব সন্তোষ॥ (কা:)

† পাঠান্তর:—

নিশ্চয় করিলে তুমি মরিবার পাটা।
আখুটির কূলে বুঝি খুয়াইলে খোঁটা॥

সুনীঞা পশরা লৈয়া চলিলা দম্পতি।
অবিলম্বে গেলা যথা আপন বসতি॥
বিস্মীত হইলা কুড়্যা দেখিয়া উজ্জ্বল।
কত কত ইন্দু শোভে গগনমণ্ডল॥§
পশরা এড়িয়া বীর করিলা প্রনতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতি॥
নাচাড়ি শ্রীরাগ।

কোথা লা সুন্দরী চল দেখাইবে মোরে।
কত না নিষ্ঠুর বাণী বল বারে বারে॥
পশরা চুপড়ী পাটী লইল ফুল্লরা।
সুন্দরী দেখিতে হৈল মহাবীর ত্বরা॥
আগে আগে চলিলা ফুল্লরা নারীজন।
পশ্চাতে চলিলা কালু লয়্যা শরাসন॥
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখান করে ঝলমল।
কোটী চন্দ্র প্রকাশিছে গগনমণ্ডল॥
নিজ নিকেতনে গিয়া দিল দরশন।
দেখিতে পাইল দুই অভয় চরণ॥
প্রণাম করিয়া তারে বলয়ে বচন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (কাঃ)
দূর হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির ফেটেছে যেন তপন-তরাসে॥
আপনার ঘরে যায়া দিল দরশন।
দেখিল দুই জনে যায়া অভয়া-চরণ॥
ভাঙ্গা কুঁড়িয়াখান করে ঝলমল।
পূর্ণিমার চন্দ্রে যেন আকাশমণ্ডল॥
শরগাণ্ডীব লয়্যা বীর হৈলা নতিমান।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥ (অঃ)

* কোটি ভানু প্রকাশিত আকাশমণ্ডল। (বঃ)

চণ্ডীর প্রতি কালকেতুর উপদেশ।

এই * ব্যাধ নিচ-জাতি তুমি রামা কুলবতি
পরিচয় মাগে কালকেতু।
দেখি তোমা বড় ধন্যা † কিবা দ্বিজ-দেব-কন্যা
ব্যাধের কুটিরে ‡ কিবা হেতু॥
স্থন স্থন জিজ্ঞাসি তোমারে।
যেরূপ যৌবন তুমি তেজি নিজ বন্ধু স্বামী
কি কারণে অক্ষটের ঘরে॥
অক্ষটি হিংশক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
য়েই ঘর শশ্মান-সমান।
কহি আমি হীতবাণী য়েই ঘরে ঠাকুরাণী
প্রবেশে উচিৎ হয় স্নান॥
কিবা পথ-পরিশ্রমে আইলা দিকের ভ্রমে
আইয়াস ছাড়িতে য়েই ঘর।
চল বন্ধু-গৃহ § পথে ফুলরা জাইব সাথে
পিছে জাব লৈয়া ধনুশর॥
ছাড়িয়া পরের বাস চল বন্ধুজন-পাষ
থাকিতে থাকিতে দিননাথে।

---

* আমি (অঃ ; বঃ)

† ত্রিভুবনে এক ধন্যা (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

‡ মন্দিরে (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

§ জন (কাঃ)

যদি আস্যে কাল নিশা লোকে গাবে অপজস।
রজনী বঞ্চিলা কার সাথে ॥
সিতা গ পরম সতি তাঁর স্থন দুঃখ অতি
দৈবে ছিলা রাবণ-ভবনে।
রণে রাম তারে হানী সতি জানকীরে জানী
তবে শে আনীলা নিকেতনে ॥
জেমন তিলকপানী তেমত অসত্যবাণী
সত্যবাণী তিলক চন্দনে।
রজকের স্থনী কথা পরিক্ষা করিয়া সিতা
পুনর্ব্বার পাঠাল্যা কাননে ॥ *
পূর্ব্বে য়েক ছিল সতি অতিব্যাধি তার পতি
শ্যামীর আদেশে জাত্যে পথে।
ত্রিসূলে মুনির সানে† বাদে স্থরমুনি স্থানে‡
স্বামী উদ্ধারিলা ব্যাধি হৈতে ॥
কিবা লক্ষি ধৃতি সিদ্ধি কিবা বিছা কিবা বুদ্ধি
তুয়া পদে কি কহিতে জানী।
স্থনীঞা বিরের কথা লাজে চণ্ডী হেটমাথা
মুকুন্দ রচিলা শুদ্ধ বাণা ॥

---

* অতিরিক্ত—
পুরাণ-বসন-ভাতি অবলা জনার জাতি
রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যথা তথা অবস্থিতি দোঁহাকার এক চিতি +
হিত বিচারিয়া দেখ মনে ॥ (কাঃ) + গতি (বঃ)

† স্থানে (কাঃ)

‡ সমে (কাঃ)

দেবীর প্রতি কালকেতুর ক্রোধ।

মৌনব্রত করি যদি রহিলা ভবাণী।
ঈষত কোপীত বীর বলে জোড়পাণী ॥
বুঝিতে না পারি গ তোমার ব্যবহার।
জেবা শেবা হয় গ আমার নমস্কার ॥
ছাড় য়েই স্থান রামা ছাড় য়েই স্থান।
আপনে সে রক্ষা করি* আপনার মান ॥
য়েকাকিনী যুবতী ছাড়িলা নিজ ঘর।
উচিত কহিতে কেনে না দেহ উত্তর ॥
বড়ার বহুয়ারী তুমি বড় লোকের ঝিএ।
বুঝিয়া তোমার ভাব লাভ আমার কিএ ॥†
শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে।
ভয়হীনা হৈয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে ॥
চোর খণ্ড হৈতে কিবা নাহি কর ভয়।
চরণে ধরিয়া বলি ছাড়হ নিলয় ॥
হীত উপদেশ বলি শুন গ বিচার।
নিকটে কলিঙ্গ-রাজা বড়ই দুর্ব্বার ॥
মোর বাক্যে চল ঘরে পাবে বড় সুখ।
রাজার গোচর হৈলা পাবে বড় দুঃখ ॥
য়েত বাক্য চণ্ডী যদি না দিলা উত্তর।
ভানু সাক্ষি করে বীর জুড়ি দুই কর ॥

---

* কর (কাঃ)

† তোমারে বুঝায়্যা গো আমার লাভ কি। (কাঃ)

শরাশনে আকর্ণপুরিত কৈলা বাণ।
হাথে শরে রহে কালু চিত্র নিরিমাণ॥
ছাড়িতে ছোড়িতে বাণ নাঁহি পারে বীর।
পুলকে পুর্নীত তনু চক্ষে বহে নীর॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিস্বরে * বচন।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ † ॥

দেবীর পরিচয় প্রদান।

শ্রীগান্ধারী।

শরধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মোহাবীরে ‡।
বলেন করুনাময়ী মৃদুমন্দস্বরে॥
আমী ভগবতি আলুঁ তোরে দিতে বর।
লহ বর কালকেতু তেজ ধনুশর॥
মানীক্য অঙ্গরী শপ্ত নৃপতির ধন।
ভাঙ্গায়্যা বসাবে রাজ্য কাটাইয়া বন॥
বসা শত § দিবে জনে চালু কড়ি ধান।
পালিবে শকল প্রজা পুত্রের শমান॥

---

* নিকলে (কাঃ)

† হত-বল-বুদ্ধি হৈল আখুটীনন্দন।
নিতে চাহে ফুল্লরা হাথের গণ্ডীশর।
ছাড়িতে না পারি বীর হইলা ফাঁফর॥
অভয়ার চরণে ইতি (কাঃ)

‡ সুস্থির সুধীর ধনু দেখি মহাবীরে। (কাঃ)

§ বসা সবে (অঃ)
বসাইবে (বঃ)

যেত সুনী মোহাবীর চণ্ডীর বচন।
কর জুড়ি পার্ব্বতীরে করে নিবেদন॥
হিংশামতি ব্যাধ আমী অতি নিচ-জাতি।
মোর ঘরে কি কারণে আসীব পার্ব্বতী॥
আত্মাশক্তি মোর মনে নাহিক পাত্যারা।
শরস্তন্ত-বিত্থা জান হেন বুঝি পারা॥
আত্থাশক্তি বট যদি নগেন্দ-নন্দীনী।
• নিবেদি তোমার পদে জুড়ি দুই পানী॥
নিজমূর্ত্তী ধরিলা প্রবোধ পাই মনে।
যেইরূপে লোক তোমা পূজয়ে আশ্বিনে॥
সুনী সেই মূর্ত্তী ধরে ভকত-সদয়।
অম্বিকামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ কয়॥

নাচাড়ি—মল্লার

মহিষমর্দ্দিনী-রূপ-ধারণ।

মহিষমর্দ্দিণী-রূপ ধরেন চণ্ডিকা।
অষ্ট দিগে শোভা করে অষ্টম * নায়িকা॥
সিংহ-পৃষ্ঠে আরোপিলা দক্ষিণ-চরণ।
মহিষের পৃষ্ঠে বামপদ আরোপন॥
বাম করে মহিষাসুরের ধরি চুল।
সব্য করে তার বুকে আরোপীলা শূল॥
পাষাঙ্কশ ঘণ্টামুখে † খেটক শরাশন।
বাম পাঁচ করে শোভে পাঁচ প্রহরণ॥

---

* অষ্ট (কাঃ ; অঃ ; বঃ)
† ঘণ্টামস্ত (কাঃ)

অসি চক্র শূল আর শে শীত সর।
পাচ অস্ত্রে সোভয়ে দক্ষিণে পাচ কর॥
তপ্ত কলধৌত জিণী হৈলা অঙ্গ-আভা।
ইন্দিবর জিনা তিন লোচনের আভা॥*
শশীকলা শোভা করে মস্তকে ভূষণ।
শম্পূর্ণ শারদ চান্দ জিনীঞা বদন॥
অঙ্গদকঙ্কন-যুতা হৈলা দশভুজা।
জেইরূপে অবণীমণ্ডলে লৈলা পূজা॥
চারি দিগে লম্বমান শোভে জটাজুট।
গগনমণ্ডলে লাগে মাথার মুকুট॥
বামভাগে কার্ত্তিক দক্ষিণে লম্বোদর।
বৃযে আরোহণ-শিব মস্তক উপর॥
দক্ষিণে জলধিসুতা বামে সরস্বতী।
অনন্ত্র কন্দরে দেবগণ করে স্তুতি॥
দেখিয়া চণ্ডীর রূপ ব্যাধের নন্দন।
ভয়ে কম্পবান তনু মুদ্রিত লোচন॥
ফুলরা পড়িলা মহীতলে মুরছিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গিত॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে বলেন ভবাণী।
মূর্চ্ছা তেজি উঠ পুত্র তেজিয়া মেদিনী॥
উঠ গ ফুলরা বলি বলেন অভয়া।
বিনাস করিয়া দুঃখ তোরে কৈল দয়া॥
প্রদক্ষিণ করি কালু বলে স্তুতিবাণী।
তেজ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তী নগেন্দ্রনন্দিনী॥
বিধি হরি হর আদি জতেক বিভূতি।
করণ কারন লিলা তুমি ভগবতী॥

---

* শোভা (কাঃ; অঃ; বঃ)

অখিল ব্রহ্মাণ্ডে লিলা সুখ দুঃখ ভোগ।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল শঞ্জোগ বিজোগ॥
য়েকা লোক তুমি ঋষি সিদ্ধা নাহি জানে।
আমি নীচ কি বলীতে জানি ও চরণে॥
পূর্ব্বে কত কৈল তপ জানীল কারণ।
যেই হেতু দেখিলাঙ অভয়চরণ॥
নানাবিধ স্তব যদি কৈলা মোহাবীর।
দেখিতে দেখিতে হৈলা পূর্ব্বের শরীর॥ *

---

* অতিরিক্ত :—পুনর্ব্বার কহে বীর করিয়া প্রণাম।
কহ মাতা শুনিব তোমার শতনাম॥
তোমার চরণ মাতা দেখিনু বিদ্যমান।
কর্ণের সন্দেহ ঘুচে শুনিলে অভিধান॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত মধুরস বাণী।
আপনার নাম মাতা কহিছেন আপনি॥

চণ্ডীর শতনাম।

ব্যাধের নন্দন শুন হে বচন
এই মোর শত নাম।
এ তিন ভুবনে কেবা নাহি জানে
সব ঠাঞি মোর ধাম॥
চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চক্রিণী চণ্ডিকা
চামুণ্ডা চণ্ডবতী মহামায়া।
শুভা শুভঙ্করী শুভ আমি করি
তোমারে করিলুঁ দয়া॥
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী নরসিংহবাহিনী
কুমারী শক্তিরূপিণী।
জয়ঙ্করী জয়া শঙ্করী অভয়া
বেদবতী নারায়ণী॥

কালকেতুর ধন-প্রাপ্তি।

ধুলী পড়ি মোহাবীর হৈলা নমস্কার।
ফুলরা রমণী দেই জয় জয়কার ॥
অভয়া বলেন তব রাজার সম্পদ।
আজি হৈতে প্রাণীহিংশা তেজ প্রাণীবধ ॥

কালী কপালিনী কৌশিকী মালিনী
বৈষ্ণবী শিব-বনিতা।
গৌরী শাকম্ভরী গঙ্গা সুরেশ্বরী
আমি আগু-দেবী-সুতা ॥
গোকুলে গোমতী দক্ষগৃহে সতী
জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
ভয়ঙ্করী ভীমা উগ্রচণ্ডা বামা
মহাতেজা কংসাগারে ॥
যমুনা যোগিনী যশোদা-নন্দিনী
যোগনিদ্রা জয়প্রদা।
মৃড়ানী অম্বিকা প্রচণ্ড-বালিকা
ধরি খড়্গ চর্ম্ম গদা ॥
কালিকা কল্যাণী মোরে সবে জানি
কার্ত্তিকী কামরূপিণী।
গৌরী খগেশ্বরী চণ্ডী জলেশ্বরী
জয়-ধৃতি তপস্বিনী ॥
যক্ষী নিত্যপুটা ত্রিনেত্রা ত্রিপুটা
ত্রিপুরা দ্বারবাসিনী।
গদিনী চক্রিণী পিঙ্গলা মোহিনী
সাবিত্রী ঘোর-রূপিণী ॥

য়েত বলী বীর-হস্তে দিলান অঙ্গুরী।
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী ॥
য়েকটী অঙ্গুরিতে হবেক কত কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্ণাম ॥
য়েই অঙ্গুরির মূল্য শপ্ত কোটী টাকা।
ফুল্লরা সুনীঞা মূল্য মুখ কৈল বাঁকা ॥
ফুল্লরার অভিলাষ বুঝিয়া পার্ব্বতী।
আর কিছু ধন দিতে চণ্ডী কৈলা মতি ॥

ক্ষমা সরস্বতী কামাখ্যা কিরাতী
চণ্ডমুণ্ডা চতুর্ভুজা।
ত্রপা কালরাত্রি শর্ব্বাণী সাবিত্রী
সহস্রাক্ষী দশভুজা ॥
অপর্ণা নাগাঙ্গী প্রত্যঙ্গী নীলাঙ্গী
ঘণ্টেশ্বরী জগন্মাতা।
শান্তি মোর নাম ভুবনে উপাম
শুনহ নামের কথা ॥
দুর্গবিনাশিনী ভৈরব-ভামিনী
নগেন্দ্র-নন্দিনী চণ্ডী।
বেণু সপ্তস্বরা মুরুজা মন্দিরা
বাজায়া দুন্দুভি দণ্ডী ॥
স্থল-নল-দল চরণ যুগল
তথি শোভে নখচন্দ।
চরণে চণ্ডীর বাজয়ে মঞ্জীর
গতি গজপতি মন্দ ॥
নয়ানের কোণে আছে কত ভুণে
অসুর নাশের ইষু।
নাভি সরোবর তথির উপর
ভ্রময়ে ভ্রমরশিশু ॥ (অঃ ; বঃ)

চণ্ডীকা বলেন বাছা লহ সিকা ভার।
লহ ঝুড়ি কোদালী খনতা খরধার ॥
খনতা কোদালী মাতা না পাব নিয়ড়ে। *
আদ্দি সে কুয়া (?) পারি কুড়িতে চেএাড়ে ॥
অভয়ার সঙ্গে বীর করিলা গমন।
দাড়িম্ব তরুর তলে দিলা দরশন ॥
যেইখানে কোড়বে য়েখানে পাবে ধন।
য়েমন স্তুনীএগ বীর হরষিত মন ॥
কুড়িতে কুড়িতে সে ধনের লাগি পাল্য।
লোহার শিকল ধরি ঘড়ারে তুলিল ॥
ত্বরাতে আনীলা বীর দুই ঘড়া ধন।
ফুলরা ধনের পিছে করিলা গমন ॥
ধন-রক্ষা করি চণ্ডী রহে তরুতলে।
ফুলরা রহিলা ঘরে ধন লৈয়া কোলে ॥
আর দুই ঘড়া বীর আনে করি ত্বরা।
চারি ঘড়া দেখি হৈলা হরিষ ফুলরা ॥
পুন গিয়া তিন ঘড়া লৈতে চাহে বীর।
ডেড়ি ভার লৈতে নারে হইলা অস্থির ॥
অস্থির দেখিয়া বীরে বলেন অভয়া। †
ধন ঘড়া কান্ধে কৈলা বীরে করি দইয়া ॥

---

* অতিরিক্তঃ—দাড়িম্বতলায় আছে সাত ঘড়া ধন।
তাহা লয়্যা কর পুত্র নিজ প্রয়োজন ॥

† অঞ্জলী করিয়া বীর করে নিবেদন।
চাহিয়া চিন্তিয়া দেহ এক ঘড়া ধন ॥
যদি বা চণ্ডিকা ধন না দিবে অপর।
এক ঘড়া ধন মা আপনি কাঁধে কর ॥
এমন বীরের বাণী শুনি মহামায়া।
ধন ঘড়া কাঁথে করি বীরে কৈলা দয়া ॥ (কাঃ ; বঃ)

পশ্চাতে চণ্ডীকা জান আগে কালু জায়।
ফিরি ফিরি কালকেতু পাছু পানে চায়॥
মনে মনে কালকেতু করিল যুগতি।
ধন ঘড়া লৈয়া পাছে পালায় পার্ব্বতী॥ *
য়েত বলী আল্যা বীর আপন ভবনে।
সম্বরিয়া সর্ব্বধন রাখিলান খুনে॥
চণ্ডীকা বলেন স্থন ব্যাধের নন্দন।
নগরের মধ্যে দিবে আমার ভবন॥
আরাধিয়া মোর বারী করিবে পূজন। †
নিযুক্ত করিয়া তথি উত্তম ব্রাহ্মণ॥
পূজিবে মঙ্গলবারে করি আয্য জাত। ‡
গুজুরাটে কালকেতু তুমি হবে নাথ॥
কৃতাঞ্জলী বীর কহে হই গ চোয়াড়।
লোকে না পরস করে সভে বলে রাড়॥
পুরধা আমারে কেবা হইল ব্রাহ্মণ।
চণ্ডী কহে নিচোত্তম পালে হয় ধন॥ §
পবিত্র হইলা পুত্র আমা দরশনে।
লইব তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণে॥
য়েত বলী ব্যাধে ধন দিয়া মাহেশ্বরী।
কৈলাসে গেলেন জথা দেব কাম-য়রী॥

---

* অতিরিক্তঃ—থেয়ানে জানিলা মাতা যত বিবরণ।
নাই লয়্যা যাব তোর বাপ-কালি ধন॥ (কাঃ)

† স্থাপিয়া আমার বাড়ী করিহ পূজন। (কাঃ)

‡ দ্রব্যজাত (অঃ ; বঃ)

§ নীচ কি উত্তম হয় পায়্যা বহুধন। (কাঃ ; বঃ)

অঙ্গুরী ভাঙ্গাত্যে হৈলা বীরের পয়াণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীমুকুন্দ গান ॥
* বৃহস্পতিবার দিবা পালা সমাপ্ত।
নিশি আরম্ভ।

বণিক সহ কালকেতুর কথোপকথন।

বান্যা বড় দুষ্টশীল† নামেতে মুরারী শীল
লিখা জোঁখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বেড়া
মাংশের ধারয়ে ডেড় বুড়ি ॥

---

* অতিরিক্ত :—

বণিক্‌কে স্বপ্ন-প্রদান

দশ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন।
খাটে নিদ্রা যায় বান্যা বিনোদ শয়ন ॥
বণিক-শিয়রে মাতা কহেন স্বপন।
কালি, প্রভাতে আসিবে কালু ব্যাধের নন্দন ॥
সমূল্য করিয়া দিহ বদলিয়া ধন।
এতেক কহিয়া হৈল চণ্ডীর গমন ॥
শয্যা হৈতে উঠে বীর প্রত্যুষ বিহান।
অঙ্গুরী লইয়া বীর করিল পয়ান ॥
মহাবীর আইলা যথা বণিকের ঘর।
গাইলেন পাঁচালী মুকুন্দ কবিবর ॥ (বঃ)

† দুঃশীল (অঃ ; বঃ)

খুড়া খুড়া ডাকে কালকেতু।
কোথা হে বণিকরাজ আছয়ে বিশেষ কাজ
আমি সে আল্যাঙ তার হেতু।
বণীক লুকায়ে ঘরে আসীয়া বান্যানী তারে
বলে ঘরে নাঁহি পোতদার।
শকালে তোমার খুড়া গেলা খাতকের পাড়া
কালী শে মাংশের পাবে ধার॥

আজি কালকেতু জাহ ঘর।
কাষ্ঠ আন্য য়েক ভার হাল বাকি দিব ধার
মিষ্ট কিছু আনীহ বদর॥
বলে বীর কালকেতু আছিলুঁ কাজ্য হেতু
অঙ্গুরী ভাঙ্গায়া লব কড়ি।
আমার জোহাড় খুড়ি কালী দিহ বাকী কড়ি
অন্য বণিকের জাই বাড়ী॥

দণ্ড দুই কর বিলম্বন।
সাহস করিয়া বাণী আসী বলে বাণীআনী
দেখি বাপা অঙ্গুরী কেমন॥
পাইয়া ধনের বাস আসীতে বীরের পাশ
ধায় বান্যা খড়কির* পথে।
মনে বড় কুতুহলী কান্ধেতে কড়ির থলী
হড়পীণ† তরাজু লৈয়া হাথে॥

‡করে বীর বান্যারে জোহার।
বাণা বলে ভাই-পোএ ইবে নাহি দেখি তোএ
এ তোর কেমন ব্যবহার॥
প্রভাতে উঠিয়া বনে জাই মৃগ অন্যাশনে
হাথে শর চারি পর ভ্রমি।

---

* খিড়কীর (কাঃ) † সাপড়ি (বঃ)
‡ অতিরিক্ত—খুড়া খুড়া বীর ডাকে বাণ্যা পায় ধূলা মাখে (বঃ)

ফুলরা পসরা করে সন্ধ্যাকালে আসী ঘরে
যেই হেতু নাহি দেখ তুমি ॥
ভাঙ্গাইব যেকটি অঙ্গুরী।
হৈয়া মোরে অনুকুল করিবে উচিত মুল
তবে সে বিপদে আমী তরি ॥ *
বীর দিলা অঙ্গুরী বণীক প্রণাম করি
জোঁখে বান্যা চড়ায়্যা পড়্যান।
কাঠি † দিয়া কৈলা মান শোল রত্তি দুই ধান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

পয়ার।

রতি প্রতি হৈল যদি দশ গণ্ডা দর। ‡
দুধানের কড়ি আর পাচ গণ্ডা কর ॥ §
আষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
বাকী আর মাংশের ধারী যে দেড় বুড়ি ॥
আষ্ট পণ যেকুনে আড়াই বুড়ি হৈল।
চালু খুদ কিছু লহ কিছু কড়ি দিল ॥
বীর বলে অঙ্গুরীর মূল্য নাহি পাই।
জে জন দিয়াছে বস্তু দিব তার ঠাই ॥
বান্যা বলে দরে বাড়াইল পঞ্চ বট।
আমা সঙ্গে সদা কৈলে না পাবে কপট ॥
ধর্ম্মকেতু ভায়্যা সঙ্গে কৈল লেনাদেনা।
তাহা হৈতে হৈলা বাপা বড়ই শেয়ানা ॥

---

* বিপদ-সাগরে যেন তরি (কাঃ)

† কুঁচি (কাঃ) কুঁচ (অঃ) কাঁচি (বঃ)

‡ অতিরিক্তঃ—সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু করহ উজ্জ্বল ॥ (অঃ ; বঃ)

§ ধর (কাঃ)

বীর বলে খুড়া তুমি না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি জাব অন্যা পাড়া॥
পুন সে আড়াই বুড়ি দর কহে বান্যা।
চালু খুদ নাহি লৈয় কড়ি লহ গন্যা॥
মনে ভাবে মোহাবীর দেখিল শপন।
অঙ্গুরী শমান মিথ্যা শপ্ত ঘড়া ধন॥
বদল করিতে বণিকের হৈল মন।*
পদ্মা সঙ্গে ভগবতি গগনে হাসন॥
য়েমন শময় হৈলা গগনে ভারতি।
লইতে বীরের ধন না করিহ মতি॥
শপ্ত কোটি তঙ্কা হয় অঙ্গুরীর মূল।
চণ্ডীকা দিয়াছে বীরে হৈয়া অনুকুল॥
অকপটে সাত কোটী টাকা দেহ বীরে।
বাড়িব তোমার ধন চণ্ডীকার বরে॥
বণিক যে সব কথা সুনিলা আকাশে।
অন্য জন কেহ নাহি সুনে দৈববসে॥
হাসী হাসী বণীক বলেন মোহাবীরে।
য়েতক্ষণ পরিহাস করিল তোমারে॥
অঙ্গুরীর ধন সাতকোটি টাকা হয়।
তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের তনয়॥†

---

* হাথ বদল করিতে বান্যার গেল মন (কাঃ ; বঃ)

† অতিরিক্ত :—সিন্দুক হইতে বেণে গণে দেয় টাকা।
অকপটে দিল ধন না হইল বাঁকা॥
লেখা করি বীরে দিল সাত কোটি ধন।
বলদ আনিয়া লহ নিজ নিকেতন॥
বলদ আনিতে বীর করিল গমন।
গোলাহাটে গিয়া বীর দিল দরশন॥

খুনে* হৈতে হারে মাপী বিরে দিলা টাকা।
অকপটে দিলা টাকা নাহি কৈল বাঁকা॥

বীরের সম্বাদ যদি শুনে মহাজন।
বীর সম্ভাষিতে বৈশ্য করিল গমন॥
মুকুন্দ মাধব বনমালী নারায়ণ।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ॥
কংসারি গোপাল হরি শ্রীধর অজিত।
মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাস অর্জ্জুন অদ্বিত॥
দামোদর গদাধর সুবল শ্রীদাম।
পীতাম্বর হরিহর বাসু শিবরাম॥
মথুরেশ হৃষীকেশ শ্রীপতি শ্রীবাস।
ব্যাধসুত ধনযুত শুনি মহা হাস॥
নিত্যানন্দ আদি যত জরাযুত কায়া।
বিবেচনা করে সবে দেবতার মায়া॥
বনে বনে ফিরিত এ ব্যাধের নন্দন।
মাংস বেচি করিত সে উদর ভরণ॥
জনে জনে বলদের করিল ফুরাণ।
সাত লক্ষ পাঁচ হাজার করিল প্রয়াণ॥
বলদ প্রতি এক তঙ্কা লবে অঙ্কে অঙ্কে।
বলদ ভিড়িয়া চলে মহাবীরের সঙ্গে॥
সত্বরে পঁহুছিল সবে বণিকের বাড়ি।
ছালায় ভরিল সবে উমানিয়া আড়ি॥
বলদের সঙ্গে বীর আনিল ভবন।
বারে বারে ধন বীর আনিল ভবন।
ভাড়া লয়ে নিজ স্থানে গেল বৈশ্যগণে।
সর্ব্ব সম্ভাষিয়া ধন রাখে বীর খুঞে॥
নিত্য ব্যয় হেতু ধন কিছু রাখে গুণে।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণেতে ভণে॥ (কাঃ; বঃ)

* থলি (বঃ)

সায় করি লয় বীর অঙ্গুরীর ধন।*
কুঞ্জরে নাদিয়া তাহা আনীলা ভবন॥†
জতনে রাখিল বীর অঙ্গুরীর ধনে।
ব্যয় করিবার তরে কিছু রাখে গুন্যে॥
অভয়া ইত্যাদি। ধনপালা সমাপ্ত।

•

সুভগা শ্রী।

কালকেতুর দ্রব্যাদি ক্রয়।

লইয়া টাকার পাট চলে বীর গোলাহাট
পিছে ধায় শতেক কিঙ্কর।
সেবকে যোগায় পাণ বিয়নী বিচয়ে আন ‡
বসে বীর দুলিচা উপর॥
লইয়া কলম দ্বত আসী কায়স্থের সুত §
মোহাবীরে নত কৈল মাথা।
রাউত মাহুত মাল জেবা ধরে অসি ঢাল
বিরের সুনীএগা আস্থে কথা॥

---

* সাত কোটী টাকা লয়্যা বীরের গমন। (কাঃ)
লেখা করি নিল বীর অঙ্গুরীর ধন। (অঃ ; বঃ)

† বলদ শকটে বহি আইল নিকেতন। (অঃ ; বঃ)

‡ বিউলী বিছায় আন (কাঃ)
বেঙনী বীজয়ে আন (অঃ বঃ)

§ কাণে কলম হাথে দোত আইসে কায়স্থসুত (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

মোহাবীর য়েক মন* ভাঙ্গয় চণ্ডীর ধন
কিনে বস্তু শত শত লিখা।
বিচারয়ে কোন জনে কেহ লিখে সাবধানে †
সায় করি বাণ্যা দেই টাকা ॥
কনকের সাজকুড়া বিচিত্র পাটের পড়া ‡
সাজাকুড়া হিরাতে জড়িত।
চন্দন তরুর কুড়া লম্বিছে মুকুতা-ছড়া §
কিনে দোলা রতন-ভূষিত ॥ ¶
পর্ব্বত্যা টাঙ্গন জাতি ‖ বাছিয়া কিনয়ে বাজি
গজ কিনে পর্ব্বতের চূড়া।
য়খণ্ড ধনশারে** হিরা নিলা মোতি হারে††
কিনে বীর স্বুবর্ণ সাপুড়া ॥
শঙ্খ ঘণ্টা হেম দ্বিপ কিনে মণিময় দীপ‡‡
বাটী ঘটি তাম্রের কলসী।
শকট বিমান রথ কিনে বীর শত শত
দাসগণ কিনে শত দাসী ॥

---

* আনন্দে তরল মন (কাঃ)
† বিচারিয়া কেহ দেখে কাগজে কায়স্থ লিখে (কাঃ ; অঃ ; বঃ)
‡ গড়া (অঃ ; বঃ)
§ অমূল্য মুকুতা ঝারা (অঃ)
¶ কনক দোলায় বিভূষিত (অঃ)
কেনে দোলা রত্নে বিভূষিত (বঃ)
‖ তাজি (কাঃ ; অঃ ; বঃ)
** অঙ্গদ কঙ্কণ হার (অঃ ; বঃ ; কাঃ)
†† আদি নানা অলঙ্কার (অঃ ; বঃ ; কাঃ)
লম্বমান মতি যার (অঃ ; বঃ)
‡‡ দীপ (কাঃ)

যুদ্ধের জানীয়া মর্ম্ম অভেদ্য কিনীল ব্রহ্ম*
নানারত্ন† কিনিলা মুকুটে।
কিনিলা মহীষ ঢাল তাড়িপত্র করবাল
মুঠি ‡ যার রচিত পুরটে ॥
তবক বিলক টাঙ্গি ভিন্দিপাল শেল সাঙ্গি
ভূষণ্ডী ডাবুষ খরশান।
হিরামুঠি যমধর পট্টিস খেটক শর
কিনে বীর কামান কৃপাণ ॥
নিজোজীয়া জনে জনে ধেনু সে § মহিষ কিনে
বলদ করভ কিনে খাসী।
লেপ তুলি খাট পাটি পালঙ্গ মুসরি সাটী
চন্দ্রাতপ পৌর্ণীমার শশী ॥
শরশা মুশরী মাস ধান্য নাহি দিশ পাশ
গুড় তিল মুগ বরবটি।
তণ্ডুল কিনিলা ছোলা মুল্যায়া চিনির গোলা
তৈল কিনে উমানিঞা ঘটি ॥
পুরিতে জাইয়ার সাধ কেনে তসরের জাদ
কেইয়া পাতা মুকুতার বেড়ি।
অঙ্গদ কঙ্কণ পালা তম্বু সায়বাণী দোলা ¶
কুণ্ডল কিনিলা স্বর্ণযুতি। ||

---

* চর্ম্ম (কাঃ ; অঃ ; বঃ)
† রচিত (কাঃ ; অঃ ; বঃ)
‡ মুঠ (কাঃ) মুট (বঃ)
§ গোধন (কাঃ)
¶ হীরা নীলা মোতি পলা কলধৌত কণ্ঠমালা (কাঃ ; বঃ)
|| চুড়ি (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

কিনি বীর বহুধন গজ-পিঠে আরোহণ
নিকেতনে করিলা পয়াণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

নাচাড়ি।

গুজরাটে ঠাকুরাণীর দেউল নির্ম্মাণ।

পয়ার। তম্বু ঘর টানাইয়া রহে বীরবর।
নিজ গৃহ হীন দেখি চিন্তেন অন্তর॥
দুঃখিত হইয়া বীর অভয়া চিন্তিলা।
জানিয়া অভয়া বিশ্বকর্ম্মে আদেশীলা॥
শিরে ধরে বিশ্বকর্ম্ম চণ্ডির আদেশ।
বেরুন্যার বেষেতে করিলা পরবেষ॥
সেই বেশে প্রবেষ করিলা হনুমান।
বীরের তোলয়ে ঘর হৈয়া সাবধান॥
আবাস তোলেন চার কোস পরমাণ।
আপনে কোদালী বীর ধরে হনুমান॥
বিশ্বকর্ম্ম নির্ম্মাইয়া দিলান কোদাল।
আড়ে দশ বেড়্ দিগে দ্বিগুণ বিশাল॥
জখন কোদালী বীর ধরে হনুমান।
বাস্থকী প্রভৃতি নাগ হয় কম্পবাণ॥

নাহিঁ গাড়ী পাতে বীর না ধরে শিয়নী।*
অঞ্জলী করিয়া হনুমান বহে পানী॥
সূত্র ধরে বিশ্বকর্ম্ম শুভক্ষণ বেলা।
হনুমান বীর তোলে বড় বড় চেলা॥†
য়েমন দেয়াল যদি হৈল চারি পাট।
বায়্যাটী ‡ পাথরে তার দিলা ঝানকাট॥
তালতরু সম উচ্চ রচিলা প্রাচীর।
• পাথরের দাঁত্যা দিলা হনুমান বীর॥
মুণ্ডানী § রচিয়া তায় আরোপিলা কাঠ।
চারি হালা খড়ে তার ছায় চারি পাট॥
বিরের ¶ ভিতরে তোলে চারা চতুশালা।
আঙ্গিনা পিণ্ডীকা ঘর বান্ধে দিলা ‖ সিলা॥
অন্তপুরে শরোবর করিলা নির্ম্মাণ।
পাশানে বান্ধিলা তার ঘাট চারিখান॥
উত্তরে খড়কি সিংহদ্বার পূর্ব্বদেশে।
ফটিকে বান্ধিলা পাটশাল চারি পাষে॥**
সপ্তম মহাল রচে চণ্ডীর দেউল।
নানা রত্নে বিশ্বকর্ম্ম লিখে নানা ফুল॥††

---

* নাহি গাঁতি ধরে বিশাই না ধরে সেউনী। (অঃ ; বঃ)

† পোয়ালকুড় পারা হনুমান তুলে চেলা। (কাঃ)

‡ বায়টী (কাঃ) বাউটি (অঃ ; বঃ)

§ মুড়লী (বঃ) মণ্ডলা (অঃ) মুড়ানি (কাঃ)

¶ পুরীর (অঃ ; বঃ)

‖ দিয়া (বঃ)

** পাথরে বন্ধিল তার চারিখান পাশে। (কাঃ)
পাষাণে রচিত পাকশাল চারি পাশে। (অঃ ; বঃ)

†† নানা চিত্র লিখে বিশাই হয়্যা অনুকূল॥
লুটিয়া রোহিত গিরি আনে হনুমান।

নানা-রত্নে নিরিমাণ করিলা পিণ্ডিকা।
রত্ন সিংহাসন বারী স্থাপিলা চণ্ডিকা॥

একচিত্তে বিশ্বকর্ম্মা করেন নির্ম্মাণ॥
থরে থরে প্রবাল মুকুতা পাতি পাতি।
পূর্ণিমা সমান হৈল অমাবস্যা রাতি॥
হীরা নীল পাষাণে রচিত কৈলা চূড়া।
বিশাল দর্পণ লাগে চারিদিগে বেড়া॥
ধবল চামর শিরে ত্রিসক পতাকা।
রাকাপতি বেড়ি যেন বুলয়ে বলাকা॥
নানা চিত্রে নিরমাণ করিল জগদি।
হেমময় তথি নিরমিল ভগবতী॥
কাঞ্চনের দুটী বীর বৃষভে মহেশ।
ময়ূরে কার্ত্তিক লিখে মূষিকে গনেশ॥
হনুমান অভয়ার লয়্যা অনুমতি।
পাথরে নির্ম্মাণ করেন পূজার পদ্ধতি॥
নখে কাটে হনুমান দিঘি সরোবর।
চারি খান পাড় হৈল যেন মহীধর॥
পাষাণে বান্ধিল তার চারি খান ঘাট।
নানাচিত্র পাষাণে রচিল নাছ বাট॥
শূন্য দেখি সরোবর বীর মহাবল।
পাতাল ভেদিয়া তুলে ভোগবতীর জল॥
সরোবর বেড়ি বিশাই করিল উদ্যান।
পনস কুমুদ রম্ভা রোপে হনুমান॥
বিচিত্র লাঙ্গুলি চাঁপা মল্লিকা বারণ।
মলয় লুটিয়া আনি রোপিল চন্দন॥
নির্ম্মাণ করিতে হৈল নিশি অবসান।
মহাবীর নিজগৃহে করিলা পয়াণ॥

অভয়ার চরণে ইতি। (কাঃ)

দেখি বড় হরশীত হৈলা ব্যাধসুত।
য়েক চিত্তে অভয়া পূজিলা বিধিমত॥
কাটাব কানন বীর ভাবে মনে মন।
অভয়া-মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥

মঙ্গল রাগ।

বীর পূজে চণ্ডী শোকদুঃখখণ্ডী
ফুল্লরা দেই জয়ধ্বনি।
মৃদঙ্গ মুহরি পড়া বাজে শঙ্খ যোড়া যোড়া
ডম্ফ বাজে বীণা বেণী॥
আরোপি হেম বারা উপরে ফুল ঝারা
চৌদিগে জ্বালে দীপমালা।
স্বস্তিক সুবচন করয়ে দ্বিজগণ
পূজার শুভক্ষণ বেলা॥
বিচারি নানাতন্ত্র দিলেন সিদ্ধ মন্ত্র
দক্ষিণ কর্ণে পুরোহিত।
মন্ত্র পায়্যা বীর হইলা সুস্থির
নাচেন হয়্যা আনন্দিত॥
বীরের স্তব শুনি আইলা নারায়ণী
অভয়া বরদা-রূপিণী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত বিরচন
বদনে নাচে যার বাণী॥ (কাঃ)

* * *

নমো নমো নমো দুর্গা নমো নারায়ণি।
কাতরে করুণা কর তবে গুণ জানি॥
অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে।
নির্ম্মলতারিণী নামে কলঙ্ক রহিবে॥
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা জগতের মাতা।
শৈলনন্দিনী শিবা দেবের দেবতা॥

কালকেতুর নিকট বেরুনিয়াগণের আগমন।

মোহাবীর কাটে বন সুনে বেরুনীঞা জন
আস্যে তারা নানা দেশ হৈতে।
কাঠ-দা* কুঠার বাসী টাঙ্গি বানা রাশি রাশি†
কিনে বীর সভাকারে দিতে ॥
উত্তর দিকের জন নামে আস্যে দামগণ‡
পঞ্চ শত জনে অধিকারী।
করি বিরে সম্ভাশন কহে কথা জনে জন
দেখে বীর জন সারী সারী ॥

দেবশত্রু নাশিয়া অমরে কৈল দয়া।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব মাতা তব পদছায়া ॥
নিজ ভুজবলে গো বধিলে দৈত্যরাজ।
লভিলে বিপুল যশ দেবের সমাজ ॥
নাই জানি জপমন্ত্র নাই জানি পূজা।
দয়া কর দানবদলনী দশভুজা ॥
আমি মূঢ় কি জানিব তোমার ভকতি।
গুজরাট কাননে উরহ ভগবতি ॥
আত্মসমর্পণ কর্যা অভয়াচরণে।
শুভক্ষণে প্রবেশ করিলা বীর বনে ॥
অভয়ার চরণে ইতি। (কাঃ)

* * *

* কাটারি (কাঃ)
† টাঙ্গী বাণ রাশি রাশি (অঃ ; বঃ)
‡ দাসমন (অঃ) বামগণ (কাঃ)
যেন আইসে দানাগণ (বঃ)

পশ্চিমের বেরুণীঞা আসে গ দাফর মিঞা
সঙ্গে জার পঞ্চম হাজার।
রুটি যুত মুছলমান সেবে পির পেখস্থান *
বন কাটে পাতিয়া বাজার॥
তেজিয়া দক্ষিণ আসা আসে জন নামে ভাসা
নয়শত জনে আগুয়ান।
আস্বাসীয়া মোহাবীর সভাকারে কৈল স্থীর
জনে জনে দিলা গুয়াপান॥
ভোজন করিয়া দিনে প্রবেশে গহন বনে
শত শত বেরুনীঞা জন।†
সুনী কুঠারের নাদ মনে ভাবি পরমাদ
ধায়ে বাগা করিয়া কারণ॥ ‡
কেহ মুরছিত পড়ে কেহ পলায় রড়ে
কেহ বীরে নিবেদে অঞ্জলী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণ রাজার কুতুহলী॥
সুভগা।

গুজরাট আবাদ।

বনে ব্যাঘ্র-ভীতি।

মোহাবীর তোমার বেরুণে নাহি সাদ।
কানন ভীতরে বাগ আজি পায়্যাছিলা লাগ
হৈয়াছিল বড় পরমাদ॥

---

* রুটিযুত দুই কর সেবে পীর পেগম্বর (বঃ)
† জনা (কাঃ)
‡ করুণা (কাঃ); গর্জ্জন (তর্জ্জন) (বঃ); রোদন (অঃ)।

দেখিল বাগার কোপ ঝাটা শম দুটা গোঁপ
গগণে লাগিছে দুটা কাণ।
বিকট দশনগুলা মাঘ মাসে জেন মূলা
জিবখান খাণ্ডার শমান॥
ধায়ে ত চঞ্চল গতি নখে আচড়ায় ক্ষিতি
দেউটী শমান দুটা আখি।
অতি তার ক্ষিণ মাঝ জেন দেখি মৃগরাজ
চলিতে উড়য়ে যেন পাখি॥
বিষ নখ যমধর দেখিয়া লাগয়ে ডর
লাঙ্গুড় লাগীছে তার শীরে।
কবাট শমান বুক যম শম ভীম মুখ
কুমারের চক্র জেন ফিরে॥
পায়্যা বেরুন্যার ষাড়া মিলিয়া বিকট দাড়া
বেরূনীঞা জন খাত্যে ধায়।
আছে পরমায়ূ-বল তোমার পুণ্যের ফল
বিদায়ে করিয়ে তুয়া পায়॥
বেরূণীঞা যেত কয়* মোহাবীর আশ্বাসয়
বনে জায় করে ধনুবাণ।
বিচারিতে বনভাগ পাইয়া বাগের লাগ
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান॥
নাচাড়ি।

---

* বেরুন্যার কথা শুনি মহাবীর মনে গণি
আশ্বাস করিলা জনে জনে।
প্রণাম করিয়া ভানু করে লয়্যা শর ধনু
প্রবেশ করিলা মহাবনে॥ (কাঃ)

ব্যাঘ্র সহ কালকেতুর যুদ্ধ।

বাগা দেখি বীর কোপে পুরিলা সন্ধান।
কালকেতু বলে ভানু তুমি হে প্রমাণ ॥
লাফে লাফে জায় বাগা আচড়িয়া ক্ষিতি।
জোড় হাতে বীর নিবেদয় দিনপতি ॥
তুমি না উদয়ে হৈলা ভুবন আন্ধার।
ভালমন্দ সভাকার করহ বিচার ॥
ধন দিয়া সত্য কৈলা নগেন্দ্র-নন্দীনী।
আজি হৈতে আর নাহি বধিবে পরাণী ॥
মোর ইথে দোষ নাহি হইবে প্রমাণ।
জানু ভূমে পাড়িয়া ছাড়িয়া দিলা বাণ ॥
সাঞী সাঞী করি বান জায় ব্যমপথে।
বাণটা লুফিয়া বাগা চিবাইলা দাঁতে ॥
যুড়িতে উত্তম যদি কৈলা আর বাণ।
লাফ দিয়া বাগা সে ধরিলা ধনুখান ॥
কোপেতে মুটকি বীর মারে তার মুণ্ডে।
ঝলকে ঝলকে রক্ত নিকলয়ে তুণ্ডে ॥*
মুটকি শারিয়া বাগা পুনর্ব্বার ধায়।
বজ্রশম চাপড় বীরের মারে গায় ॥
বিরের অঙ্গেতে তার নখ নাহি ফুটে।
চাপড় খাইয়া বীর বলে নাহি টুটে ॥

---

* অতিরিক্ত :—মুটকি বীরের যেন তবকের গুলি।
একঘায়ে বাঘার মাথার ভাঙ্গে খুলি ॥ (কাঃ)

পাছু হয়া মোহাবীর হানীল কৃপাণ।
য়েক চোটে বাগারে করিল দুইখান॥
বিরের কৃপাণে হৈল বাগের মরণ।
হরি হরি শোঙরিয়া জন কাটে বন॥

গুজরাটে বন কর্ত্তন।

মোহাবীর হাথে ধনু ভ্রমেন কানন।
বন কাটে বেরুনিয়া জন॥
শর নল-খাগড়া ইকড়ি টাঙ্গ।
উকড়া ধুতুরা কাটে আপাঙ্গ।
আকড় কাটিলা নিয়লী সিয়লী।
আটশর খাটশর কাটিল লাটা।
ভাঙ্গাল্য ভাদুল্য চোর পালীটা।
কোকনা কাটু কাটিলা আদা তমালী॥১॥*
গর্য্যাখন বৃহতি কাটে শমরাজি।†
পেটারিয়া পুরুলীয়া ভারদ্বাজি।
টায়ুর ঝাটি কাটিলা কল্যা লোয়া।
ঘোড়াসীজ পাতাসিজ গুড় কাউলী।
বাকস বেতশ পানীসিউলী।
সাজ্যাতা পাজ্যাতা কাটিলা সর্ব্বজইয়া॥২॥
নোয়াড়ি শেয়াড়ি ‡ বরুণা শাঞি।
বেউড় বাঁশের অবদি ত নাঞি।
কেতকী ধাতকী কাটে বামন আটি।§

---

* ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী (বঃ)

† গোরক্ষ বৃহতী কাটে সোমরাজি (বঃ)

‡ নেয়াতি সেয়াতি (বঃ)

§ বামুনাহটী (বঃ)

শিবাকুল ডামাকুল সিগারে বেত।
কোদাল কুড়িয়া করিলা খেত।
কুলিতা চালিতা কাটিলা মারাটি ॥৩॥
দেবধান গড়গড় ময়কাঁটা।
শাল পানী চাকুল্যা তপন জটা।
বেউচ ষাড়া কাটিলান আতাণ্ডী।
পুতীতি বিছাতি কাটে বিনশন।
উডম্বর পিড়িরা বনবাগ্যন।
পড়াসী প্রনাশী কাটিলা ভূরণ্ডী ॥৪॥
চাকন্দা কাসন্দা নিস্থন্দা ভালা।
গোরক চাউল্যা গিলা কাসী মালা।
চিঞ্চা বহ বাস কাটিলা মান্দারী। *
আমড়া বহেড়া হরিড়া ধব।
শুখান কাননে ভেজাল্যা দব।
কুকুর ছাড়্যা শে কাটিলা গম্ভারী ॥৫॥
গো হোগলা হেন্তাল চামারকশ।
কাটিকারী গখরি রাখালশশ।
শাল পেয়াশাল তমাল অৰ্জ্জুন।
দেবছাট বিরছাট জয়ন্তি শোনা।
ফুলহিন দেখিয়া কাটে বাকশানা।
কাটে কোকিলাক্ষ চিরাতা কানন ॥৬॥
ডেঁফল কাফল করন্দার বন।
করঞ্জী মোহান্দী কাটিলা আসন।
যেরণ্ড মামড়ি কাটিলা বাবলা।

---

* চিছড়া কাটিল বনমান্দারি (কাঃ)
চিঞ্চার বহুবাঁশ কাটিল মান্দারী (বঃ)

শরণ ছাতিম আখুলা সে নিম।
দেবদারু পারলী * মরুণাসীম।
তেউড়ি দন্তিণ† কাটিলা আঙ্গলা ॥৭॥
মুগর তরল ভালুকা বাঁশ।
মুড়া ‡ উপাড়িয়া করিল বিনাস।
সিম্বনী সোনা কাটিলা ধনিচা।
শিরী কর্জ্জ বনচালিতা। §
ঝল্যাড়া বাকুচি ¶ কুচাইলতা।
কুসুম কাটিলা আতা বনবিচা ॥৮॥
পলাস পাকড়ি খরিবের ‖ বন।
মোহাকড়া কাল্যাকড়া উলু বিরণ।**
ভাটি ষটি আর কাটিলা আদাড়ে।
মুড়যি পাড়ুরি †† কাটে শতমূলী।
ফলহীন আম জাম কাটিলা কুলী।
নাদন চারুদন‡‡ কাটিয়া উপাড়ে ॥৯॥
বেড়াজাল ছুরতি কাল কুচিলা।
আঠিল বড় নিম শির আঙলা।
হারীশ নির্ব্বাসী কাটিলা আলনা।
অগস্তে জিউধর বড় কাখড়া।

---

* বরুনা (বঃ)
† জন্তী (অঃ)
‡ মূল (অঃ)
§ শিরীষ কর্কট বনচালিতা (বঃ)
¶ বালিগড়া বাকুলি (বঃ)
‖ খদিরের (বঃ)
** বেনাবন (বঃ)
†† মাণ্ডার পাণ্ডার (বঃ)
‡‡ চারুকুল (বঃ)

কাঠসিম গুলঞ্চ ভূমিকুমুড়া।
বনখেজুর গোঠিলা জইপানা ॥১০॥
তুষ্থা বেলেন পাটকালকোরগুা।
জোকা আম তোখা গারত যেগুা।
কাটিলা কুকুড়ি কারত কায়েম।
রাম কড়ি করাড় কেঙ কুটাটি।
বেউড়ি লাট বিনা বিম্বকটটি।
যগতমর্দ্দন কাটে গুড় ময়েম ॥১১॥
সেন্দোলী গন্ধালী ঝিটি অম্বকন্ধ।
কাটে মৌল শঙ্করজট আকন্দ।
আড়ান্দ উজড় কাটে অপরাজিতা।
সাঙাউতি চাঁপাতি বনজ নিম্ব।
উলটকম্বল বোহারী কদম্ব।
আকলা দিন গুশ কাটে গুল্মলতা ॥১২॥
আলঙ্গ সিআরিসা ঘুঘু চাউলা।
যোগিণী চডর মাধবি কুচিলা।
কালমেঘ কাটে তুই ব্যাপাগলা।
বনশোনা লোয়া তড়েক লোয়া জাঙ্গা।
খির খাজুর ভেরকুগুা বারঙ্গা।
ভাণ্ডুলোদ চিকল কাটিলা ছাগলা ॥১৩॥
কুড়ড়ি সাজিলা বিলাই ছাঞি।
ঘোড়ামুগ গুড় কাঙাঞি।
আড়াশ আবলুশ কাটে বড়গোয়ালা।
আগমিচি মড়ু কাটে সুভাকলী ॥
আতমোড়া হীজল গজপিপ্পলি।
বনজাম্বির কাটিলা বাগনলা ॥১৫॥
ডাল্যা পলা পিপলী দয়া চন্দ্রমুলী।
ভূঞা শিলাঙ্গুল্যা হাফরমালী।

কন্ধ ফল মথুরি কাটে বিদত জেক।
বাতরাজ গুণ সাগর কাঞ্চন।
হাতভাঙ্গা চাকঘা মুর্ব্বরবন।
কাটে সর্ব্বজারক অশোক ॥১৫॥
ঘাটুফুল ঘাটুকাল কাটিলা কেয়া।
উকুন্যা চিরুন্যা বারাহী লোয়া।
খড়ি কাসী বারিচা বামকলাখত।
ভিতপুঙ্গি বন নারেঙ্গ আগাই।
মোহাশমুদ্র বনজাম শরই।
ঈশরমূল কাটিলা চাঁকুত ॥১৬॥
হন তরুলতা আর কাটিলা জত।
শে শব য়েকে য়েকে কহিব কত।
বড় করকজ কর কাটিলা কামবঙ্গ।
কাঁঠাল কদলী রাখিলা গুয়া।
অশ্বথ রাখিলা মূল বান্ধিয়া।
রাখি দ্রক্ষা জায়ফল লবঙ্গ ॥১৭॥
মালতী মল্লিকা লেয়ালী চাঁপা।
ভূজঙ্গ কেশর কেশর জবা।
আর তুলসী রাখিলা রঙ্গণ।
করুনা কমলা ছোলঙ্গ টাবা।
তাল নারীকেল নগরের শোভা।
শঙ্কর পূজিতে রাখিলা বিল্ববন ॥১৮॥
বাকসানা কাঞ্চণ মাধবি আদি।
করবীর কদম্ব আচু নানাবিধি।
শপুলা কুন্দ সিউলী জাতি জুতি।
ফলফুল কারণ দেখিতে চারু।
স্থানে বাছিয়া রাখিলা তরু।
কতেক কহিব শেশব নানা জাতি ॥১৯॥

বট রাখিলা ষষ্ঠীর ধাম।
মোহাতরু রাখিলা জন-বিশ্রাম।
মূল বান্ধিলা আনীঞা থইকর।
নৃপতি রঘুরাম কৈল অবধান।
দিয়া সে বহুধন বহু কৈলা মান।
গাইলা গীত মুকুন্দ কবিবর ॥২০॥
নাচাড়ি। শ্রী।

কালকেতু কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তব।

কত মায়া জান মায়াধারি।
কে তোমা চিনিতে পারে।
ব্রহ্মার ধেয়ানে ও চারু বয়ানে
করযোড়ে স্তুতি করে॥
আদ্যা সনাতনী শম্ভুর ঘরণী
শক্তিরূপা তিন দেবে।
শঙ্খিনী শূলিনী কপালমালিনী
তিনলোক তোমা সেবে॥
ধাত্রী শাকম্ভরী গৌরী দিগম্বরী
জয়ন্তী কালী মঙ্গলা।
তুমি ভদ্রকালী সেবে পুণ্যশালী
হর-তনু হেমমালা॥
দুর্গা শিবা ক্ষমা চণ্ডী চণ্ড ভীমা
বালাশশিশিরোমণি।
ভৈরবী ভারতী বাণী বসুমতী
সংসারে দুঃখতারিণী॥
কৌষিক-কুমারী রোগ-শোক-বারী
বারাহী বিন্ধ্যবাসিনী।
দুষ্টে উগ্রচণ্ডা বাশুলী চামুণ্ডা
শ্রীফলশাখাবাসিনী।
দক্ষ-মখহরা ভবদুঃখপরা
মহাকালী বর্গভীমা॥

গুজরাট নির্ম্মাণ।

শীতপক্ষ ত্রয়োদশী গুরুতারাযুত শশী *
ভাগ্যযোগে তথি আয়ুস্বান। †
সুধন্য কার্ত্তিক মাস বিশ্ব তোলে আওয়াস
সঙ্গে লৈয়া বীর হনুমান ॥
আদেশ করিলা ভীমা রচিয়া পৃথক সিমা
পরিখা কোড়েন হনুমান।
করাতে পাথর কাটি প্রাচীরের পরিপাটি
নিরমিল দ্বারকা শমান ॥
য়েক চিত্তে হনুমান নখে করে খান খান
সিলা তরু পর্ব্বত শঞ্চয়।
-পিতাপুত্রে সাবহীত পাশানে রচিলা ভীত
গৌরি শম তুলিলা আলয় ॥
চারী চৌরী চতুশালা মাঝ্যা পিঁড়া খোয়ে ‡ ঢালা
পাশানে রচিলা নাছ বাট।
বিবিধ বেহদ তথি রূপে জিনি দ্বারাবতি
পাঠশালে পুরট কবাট ॥

ব্রহ্মা পুরন্দর হরি দিবাকর
দিতে নারে তব সীমা।
যাদব-সেবিতা নন্দগোপ-সুতা
শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী ॥
ক্ষমা করঙ্কিনী * মহিষমর্দ্দিনী
শঙ্করী সিংহবাহিনী।
রাজা রঘুনাথ ইতি। (কাঃ)

* রোহিণী সহিত শশী (কাঃ)

† তথি যোগ নাম আয়ুষ্মান্ (কা০ অ০ ব০)

‡ কাঁচ (বঃ)

---

* কপর্দ্দিনী (অ০ব০)

আবাসের পুরদেশে * কনক কলষ বৈসে
নিরমিলা বিষ্ণুর দেউল।
দিলা হিরা নিলা খাণ্ডী বসিতে বিষ্ণুর পিণ্ডী
অনল বিজুলী সমাকুল॥
বামেভাগে দুর্গামেলা তার পাছে পাঠশালা
সিংহদ্বার পূর্ব্বে জলাশয়।
খড়কি উত্তর ভাগে জলহরি তার আগে
প্রতিবাড়ি কুপের শঞ্চয়॥
নগর চত্তর মাঝে শিবের মন্দির শাজে
অনাথমণ্ডপ অন্নশালা।
বাষাড়ি জনের তরে দিঘল মন্দির করে
প্রবাশী জনের জথা মেলা॥
কাষ্ঠ আনে ভারে বোঝা কুমারে পোড়য়ে পাজা
নানা ইট পোড়ে শাবধান।
নানা চিত্রে ইট কাটে দেউল —রা মঠে
সৌধময় কৈলা পুরিখান॥
য়েইরূপ পুরি জত দেবালয় বিধিমত
স্থানে স্থানে করিলা নির্ম্মাণ।
দোলা পিণ্ডি নিরমিলা তথি নানারত্ন দিলা †
কদম্ব-কানন সন্নিধান॥
পাছীমেতে শয় শয় তুলিলা নমাজ গয়
দলিজ মসিধ নানা ছান্দে।
সুধন্য কৌশল কলা ‡ তুলিলা রন্ধন-শালা
বিবি চাখে বাঁদী জথা রান্ধে॥

---

* পূর্ব্বপাশে (কা॰) পূর্ব্বদিশে (ব॰)
† দিয়া হীরা নীল খণ্ডি নিরমিল দোলপিণ্ডি (কাঃ)
‡ কোমল শালা (অঃ; বঃ)

দ্বারকা শমান পুরি বিসাই নির্ম্মাণ করি
পুরদ্বারে রচিলা কবাট।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
বর্ণীয়া নগর গুজরাট ॥

পয়ার।

দ্বারকা শমান পুরি করিয়া নির্ম্মাণ।
তিনজনে চণ্ডীর প্রসাদ পাল্যা পান ॥
পুরি দেখি বিরের পুরয়ে অভিলাস।
কেহ রহে গুজরাটে কেহ জায় বাস ॥
বিষাদ ভাবয়ে বীর শূন্য দেখি পুরি।
সন্তাপনাশিনী দুর্গা শোঙরি ঈশ্বরী ॥
তুমি সত্ব তুমি রজঃ তুমি তম গুণ।
আরাধিলা * হরি হর তুমি তিন জন ॥
† তুমি সিদ্ধি ধৃতি লক্ষী বিদ্যা লজ্জাবতী।
সন্ধ্যা রাত্রী প্রভা নিদ্রা আদ্যা বসুমতি ॥
তুমি ক্ষুধা ক্ষেমা সর্ব্বরূপা সর্ব্বভূতে।
আমি মূঢ়মতি ব্যাধ কি জানি বলিতে ॥
ধন দিয়া কাটাইলা আপনে কানন।
কি কারণে য়েত সব তোলাল্যে ভবন ॥
প্রজারে আনিতে নারী আমার সকতি।
নগর বসাতে মাতা উর ভগবতী ॥

---

* আরাধনে (অঃ ; বঃ) আরোপিলা (কাঃ)

† পাঠান্তর :—হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে ॥
নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিলা ভগবতী।
দুই দৈত্য বধি নারায়ণে দিলা মতি ॥ (কাঃ)

§ বিরের স্তবনে চণ্ডী নিজ সখি সনে।
মুকুন্দ কহেন গেলা গঙ্গা সন্নিধানে॥

গঙ্গার সহিত ভগবতীর কলহ।

সাধিতে আপন কাম আল্যাঙ তোমার ধাম
বহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে আস্যহ আমার সঙ্গে
জাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার ॥১॥

সন্তাপ করহ মোর দুর।
য়েই সে কলিঙ্গ দেসে হাজাহ উন্মত্ত বেষে
তবে বসে গুজরাটপুর॥

---

§ অতিরিক্ত—এত স্তুতি কৈল যদি ব্যাধের নন্দন।
ধ্যানেতে জানিলা মাতা যত বিবরণ॥
পদ্মাবতী বলি মাতা করিলা স্মোরণ।
স্মৃতিমাত্র পদ্মাবতী আল্যা ততক্ষণ॥
গণনা করিয়া পদ্মা কহিলা বচন।
মহাবীর কালকেতু করয়ে স্মোরণ॥
এতশুনি গেলা মাতা কলিঙ্গ নগরে।
স্বপ্ন কহেন চণ্ডী প্রতি ঘরে ঘরে॥
নগর বসাবে বীর বনের ভিতরে।
ধান গরু টাকা সোনা দিব সবাকারে॥
তোমারে বলি যে শুন বুলান মণ্ডল।
তথা গেলে তো সবার অনেক কুশল॥
স্বপ্ন কহেন দেবী কেহ নাই শুনে।
পদ্মাবতী বলে চল গঙ্গার সন্ধানে॥ (কাঃ)

হই গ হরির দাসী হরিপদ হৈতে আসী
সেই হরি গতি সভাকার।
কিবা আমি কৃষ্ণ-অংশা কাহার না করি হিংসা
কেনে রাজ্য হাজাব রাজার ॥
পরপীড়া দেখি লাগে ভয়।
যে মোরে স্মোরণ করে আমি নাহি ছাড়ি তারে
থাকি তায় শদয় হিদয় ॥

কুম্ভীর হাঙ্গরগণ জার হিংসা অনুক্ষণ
কিসের কারণে ধর কোলে।
মোহাপাপ জার কায় সে য়াসী তোমাতে নায়
বৈষ্ণবী তোমারে কেবা বলে ॥
গরব না কর মোর আগে।
আসিয়া তোমার নীরে বালীঘট করি মরে
সেই বধ তোমারে সে লাগে ॥

পুরব জন্মের ফলে আসিয়া আমার জলে
প্রাণ তেজে আপন ইচ্ছায়।
মহিষ ছাগল মেষ খায়া কৈলা অবশেষ
সেই বধ লাগয়ে তোমায় ॥
নিচ পসু নাহি ছাড় বরা।
স্ত্রী হইয়া কৈলা রণ বধিলা অসুরগণ
শমরে করিলা পান সুরা ॥

চণ্ডী বলে তোরে জানি পিয়াছিলা জহ্নু মুনী
না করি তোমার জল পান।
কোন মড়া পোড়ে কুলে কোন মড়া ভাসে জলে
শ্মশানে তোমার অধিষ্ঠান ॥

ছাড় গঙ্গা আপন বড়াঞী।
কহিব উচিত যদি তোমার শমান নদি
ভূবনে তুলনা দিতে নাঞী॥

বাড়িলা কন্দল অতি বলে সখি পদ্মাবতী
চল জাব শমুদ্রের স্থান।
আজ্ঞা কৈলা জলনিধি আসীবেক নদনদী
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান॥

সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকট ভগবতীর গমন।

কম্পিত শকল অঙ্গ কোপাবেষ মন।
সিংহজানে মোহামাইয়া করিলা গমন॥
নিমিষেকে গেলা দেবী শমুদ্রের স্থান।
সম্ভ্রমে চণ্ডীরে সিন্ধু হৈলা নতিমান॥
কহে সিন্ধু যোড় করে করিয়া পূজন।
কি কারণে আল্যা মোর পবিত্র ভবন॥
আমার স্থকৃততরু হবে ফলবান।
আমার ভবনে মাতা তুমি বিগুমান॥
পুর্ব্বেতে পবিত্র আমি গঙ্গার মিলনে।
ততোধিক হৈলা তব পদ দরশনে॥
চণ্ডীকা বলেন ভিক্ষা দেহ সিন্ধুপতি।
নদনদীগণ দেহ আমার সংহতি॥
হাজাব রাজার রাজ্য বসাব নগর।
ঘোষনা রাখিব আমি অবনী ভিতর॥

অদভূত স্নুনী সিন্ধু চণ্ডীর কথন।
নদনদি সকল করিল শমর্পণ ॥
প্রণাম করিয়া দিল পুষ্পক বিমান।
ইন্দ্রের ভবনে মাতা করিল পয়ান ॥
পূজন করিয়া জিজ্ঞাসেন স্নুরপতি।
কহ মাতা কি কারণে আমার বসতি ॥
নিলাম্বরে ক্ষিতি লৈয়া মনে ভাবি ব্যাথা।
মহেন্দ্র তোমার লাজে নাহি তুলি মাথা ॥
পুত্রশোকে পুরন্দর কাঁন্দিয়া বিকল।
স্নুরপুরে উঠিলা ক্রন্দন কোলাহল ॥
চণ্ডিকা বলেন বাছা স্নুন পুরন্দর।
অবিলম্বে আনি দিব তোমায় কোঙর ॥
সাত দিবসের তরে দেহ চারি মেঘে।
বিরের সাধিয়া কাজ আনি দিব বেগে ॥
স্নুনী ইন্দ্র মেঘ গজ ডাকাইয়া আনে।
অভয়া সঙ্গিত শ্রীমুকুন্দ ভণে ॥
নাচাড়ি। শ্রী।

মেঘগণের প্রতি ইন্দ্রের আদেশ।

অভয়ার কথা শুনি সানন্দীতে স্নুরমুনী
মেঘ গজে আনিলা ডাকিয়া।
চারি মেঘ করিবর আল্যা ইন্দ্র বরাবর
চণ্ডীকারে দেন সমর্পীয়া ॥

চল চল মেঘগণ কর ঝাট বরিষণ
কলিঙ্গে হইয়া প্রতিকুল।
মোর যজ্ঞ ভঙ্গকালে আকুল করিলা জলে
জেন নন্দগোপের গোকুল॥
পান লহ স্থন দ্রোণ শোধহ আমার লোন
শীঘ্র চল চণ্ডীকার সঙ্গে॥
পুণ্ডরীক ঐরাবতে দুই গজ লহ শাথে
বৃষ্টি করি ডুবাহ কলিঙ্গে॥
চলহ পুষ্কর মেঘ দুষ্কর তোমার বেগ
সঙ্গে লহ কুমদ বামন।
তোর কোপে অতিশয় প্রলয় শমান হয়
কলিঙ্গের কোথাহ গণণ॥
অবর্থ * জলধ-রাজ দেখহ চণ্ডীর কাজ
লইয়া অঞ্জণ পুষ্পদন্ত।
ঝনঝনা বৃষ্টি শিলা সঙ্গে লইয়া কর খেলা
কলিঙ্গপুরের কর অন্ত॥
তুমি প্রলয়ের মিত শাবর্ত্ত † করহ হীত
সার্ব্বভৌম স্থপ্রতিক লৈয়া।
মোর কাজে দেহ দৃষ্টি কলিঙ্গে করহ বৃষ্টী
জেমন বলেন মোহামাইয়া॥
গজ যোগাইব বার বরিশ মুশলধার
ঝাট চল কলিঙ্গ নগর।
স্থনহ পঞ্চাশ বাতে চলহ চণ্ডীর শাতে
কলিঙ্গের না রাখিহ ঘর॥

---

* আবর্ত্ত (কাঃ) সংবর্ত্ত (অঃ ; বঃ)
† আবর্ত্ত (কাঃ)

আদেশীলা সুররায় মেঘ অষ্ট গজ ধায়
পঞ্চাশ পবনে * করি ভর।
ক্ষণে য়েক বায়ুবেগে গগণ পুরিলা মেঘে
অতি বেগে কলিঙ্গ নগর॥

মোহামিশ্র ইত্যাদি।

নাচাড়ি। মল্লার চৌপদী।

কলিঙ্গে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ।

†কলিঙ্গে বহিয়া মেঘ ডাকে ঘোর নাদ।
প্রলয় মানিয়া প্রজা ভাবয়ে বিসাদ॥
নিরবধি আট মুখে বরিষায় ঝড়।
নগর চত্তর ছাড়ি প্রজা দেই রড়॥
মাঝারে পড়য়ে শীল বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥
দুড় দুড় ‡ দুর দুর সুনী ঝন ঝন।
না দেখিতে পায়ে কেহ রবির কিরণ॥
গর্ত্ত ছাড়ি ভুজঙ্গ ভাসীয়া বুলে জলে।
নাহিক নির্জ্জল স্থল কলিঙ্গ মণ্ডলে॥
গঙ্গা আদি নদ নদী সিন্ধুর আদেশে।
কলিঙ্গ নাশীতে কংশ নদে পরবেশে॥

---

* ঊনপঞ্চাশ বাতে (কাঃ)

† অতিরিক্ত:—ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর।
নিমিষেকে যুড়িলেক গগন মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিষে মুষলধারে জল। (কাঃ)

‡ দুড় দুড় (কাঃ; অঃ; বঃ)

পর্ব্বত প্রমাণ ঢেয়ু বহে অনুক্ষণ।
ঘর ভাঙ্গে নর পশু ভাসে নানা ধন॥
শপ্তদিন জলধর বৃষ্টি নিরন্তর।
আছুক অন্যের দায় হাজি গেলা সর॥*
জলেতে কলিঙ্গ পুর শকল ব্যাপীত।
বিপাকে পড়িলা লোক প্রজা চমকীত॥†
শঘন বিজুলী মোহাশব্দে পড়ে বাজ।
• দেখিয়া কলিঙ্গ রাএা পায় বড় লাজ॥
চণ্ডিকার চরিত্রে পালায় প্রজাগণ।
অভয়া-মঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

নাচাড়ি। শ্রীসুই॥

---

* অতিরিক্ত :—জলে আচ্ছাদিত হৈল সকল হরিত।
বিপাক মানিলা রাজা প্রজা চমকিত।
চারি মেঘ জল দেই অষ্ট গজরাজ।
সঘনে চিকুর পড়ে বেঙ্গতড়কা বাজ॥
কবীকর সমান বরিষে জলধারা॥
জলে মহী একাকার পুকুর হৈল হারা॥
দা বাসিলী জিনি চারি মেঘের গর্জ্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোনজন॥
পরিচ্ছন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
সোঙরে সকল লোক জৈমুনি জৈমুনি॥ (কাঃ)

† অতিরিক্ত :—ঝন ঝনা বৃষ্টি শিলা সঘনে বিজুলি।
দেহারা পাড়িতে তের গণ্ডা খাল্গিজুলি।
চণ্ডীর আদেশ পায় বীর হনুমান।
মুটকীর ঘায়ে ঘর করে খানখান।
চারিদিগে ধায় ঢেউ পর্ব্বত বিশাল।
উঠে পড়ে ঘরগুলা করে দোলমাল॥
চণ্ডীর আদেশ পায় নদনদীগণ।
অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ (কাঃ)

১কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক বর্ষার শান্তি।

*ডুবিল সকল দেশ সহস্রাক্ষ ভাবে ক্লেশ
মজিলে রাজার † সন্তাপণা।
রাজারে বিষম রথ (?) ভাসিলা তুরঙ্গ রথ
সাঁতে ভাসি গেলা কত জনা॥ ‡

* অতিরিক্ত :—
দুঃখিত কলিঙ্গরায় হাথী ঘোড়া ভাসি যায়
অট্টালীতে উঠে রামাগণ।
মহলে প্রবেশ জল রহিতে নাহিক স্থল
খাট পালঙ্ক ভাসে নানা ধন॥ (বঃ)

† প্রজার (অঃ ; বঃ ; কাঃ)।

‡ রাজার কহিল দ্রুত ভাসিল তুরঙ্গ যত
জলে ভাস্যা গেল সর্ব্বজনা। (কাঃ)

ললিত।

১ অতিরিক্ত :—

নদনদীগণের কলিঙ্গ দেশে যাত্রা।

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদ নদীগণ।
কংসনদীব সনে করিতে মিলন॥
আজ্ঞা দিলা ভবানী চলিল মন্দাকিনী
ছাড়িয়া গগনে স্থিতি।
সঙ্গে মকরজাল ছাড়িয়া পাতাল
চলিলা ভোগবতী॥
আমোদর দামোদর ধান দারিকেশ্বর
সিলাই চন্দ্রভাগা।
দনাব কুঠাই ধাইল দ্রুভাই
বগড়ির খানা ধায় বগা॥

দুঃখিত কলিঙ্গরায় হাথি ঘোড়া ভাসি জায়
অট্টালয় উঠে রামাগণ।
মহলে প্রবেশে জল রহিতে নাহিক স্থল
খাট পালঙ্কাদি ভাসে ধন॥
দেখিয়া জলের স্থিতী সচিন্তিত নরপতি
শাজন করিয়া আনে নায়।
পরিবার সঙ্গে রাজা করিয়া নৌকার পূজা
আরোহন কৈল দণ্ডরায়॥
য়ে সব প্রমাদ দেখি মনে রাজা হৈলা দুঃখি
দ্বিজগণে করে নিবেদন।
বিষেস পণ্ডিত জত বিচারিয়া বিধিমত
নৃপতিরে কহে বীবরণ॥

ধাইল ঝুমঝুমি করিয়া দামামি-
ঙ্গিয়াই থাণ্ডাই সঙ্গে।
সঙ্গে তারাজুলি ঘুস্করা কুতুহলী
রত্না চলিলা বঙ্গে।
ধাইল কাঁসাই মহানদ বিড়াই
থরতব বামুন্যার খানা।
পাবঙ্গ তরঙ্গ ধাইল বিড়ঙ্গ
মগধ যুড়িয় ফেণা॥
প্রবলতরঙ্গা ধাইল গঙ্গা
সঙ্গে দিনকরসুতা।
ধাইল কুন্তী বাঁকা ধায় গোমতি
সরযূ বেগযুতা॥
হীরাবতী শরবতী ধাইল দ্রুতগতি
কাণা ধায় দামোদব।
থালি জুলি সঙ্গে চলিলা বঙ্গে
বুড়া মুণ্ডেশ্বর॥

*তোমার দেখিয়া দোস . কোন দেব কৈলা রোষ
মজিলা তোমার জনপদ।
পূজ দেবদেবী জত দ্বিজে দেহ কলধৌত
খণ্ডিবেক য়ে সব আপদ ॥
দ্বিজবাক্যে নানাধনে পূজে দেবদেবীগণে
কনক অঞ্জলী দিলা জলে।
নদনদি মান পাল্যা নিজ স্থানে সভে গেলা
রাজার সুকৃতি কর্ম্মফলে ॥
ধিরে ধিরে টুটে নীর দেখি নৃপ হৈলা স্থীর
দ্বিজগণে দিলা নানাধন।
দামন্যানগরবাসী সঙ্গিতের অভিলাসী
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

নাচাড়ি। সুভাগা।

বহুতর রয়া ধায় করতোয়া
ভৈরবী কর্ম্মনাশা।
ধাইল দ্রুতপদ সোনাই মোহানদ
বাহুদা ধাইল বিপাশা ॥
কৌতুকে অভয়া নদ নদী দেখিয়া
রহিলা কেশরীযানে।
ললিত প্রবন্ধ দ্বিজবর মুকুন্দ
আরড়া মহাস্থানে ॥ (কাঃ)

* অতিরিক্ত ঃ—

চণ্ডীর আজ্ঞায় হনূ হাথে পাঁজি কাঁখে জনু
উপনীত রাজার সভায়।
পাঞ্জিকা শুনাঞা কয় মহারাজ নাহি ভয়
গণ্যা আমি কহিয়ে উপায় ॥
নবম শনির দোষ কোন দেব কৈল রোষ
মজিল তোমার জনপদ। (বঃ)

কলিঙ্গবাসিগণের খেদ।

কলিঙ্গের জত প্রজা উভরায় কান্দে।
ধরণী লোটায়ে কেশ বেষ ভীণু ছান্দে *॥
বুলন্দ মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিলা বিলের সস্য তারে না ডরাই।
দারুণ বিধাতা মোরে কৈল অপমান।
ভাসি গেল আমার কাপাস তিল ধান॥
কেহ বলে ধন আমি থুয়্যাছিনু চালে।
চালের সহিত ধন ভাসি গেলা জলে॥
দেসমুখ বলে ভায়্যা স্থন মোর বোল।
স্রোতে ভাসী গেলা হে কাপাস সাত ঢোল॥
শিবশুণ্ঠী বলে ভাই শুন মোর কথা।
তিল লোণ ভাসী গেলা বড় পাই ব্যথা॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে মহেশ্বর দাস।
কোথা ভাসী গেল গুড় তিল মাশ॥
কতেক কহিব নানা জাতি পুরে জত।
দ্রব্যশোকে তারা সর্ব্ব কান্দে অবিরত॥
ভাড়ু দত্ত বলয়ে আমার কর্ম্মফল।
আমার উঠানে জল হইল আথল॥
উঠান ডুবিল ভাই না জানি সাঁতার।
চুলে† ধরি মাগু মোর করিলা উদ্ধার॥
মিলি জত প্রজাগণ করিল বিচার।
কলিঙ্গ রাজার ঠাঁই না পাব নিস্তার॥

---

* নাই বান্ধে (কাঃ)

† জটে (বঃ)

মশাত করিলা রাজা দিয়া খাটদড়ি ।*
মাইশরে চাহি তিন তেয়াইর কড়ি ॥†
বুলন মণ্ডল সঙ্গে সর্ব্ব প্রজাগণ ।
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে বিচারণ ॥
য়েদেশে বসতি নাহি চাস নদিকুলে ।
হাজীব সকল সস্য বরশার কালে ॥
তেশন ইনাম পাই গুজুরাটপুর ।
তোমার শকল প্রজা তুমি সে ঠাকুর ॥
বুলন মণ্ডল চলে হইয়া প্রধান ।
কলিঙ্গ ছাড়িয়া প্রজা করিলা পয়ান ।
ভেলাতে বান্ধিয়া সভে হৈল্যা নদিপার ।
চলিলান প্রজাগণ বিরের দুয়ার ।
ভেঠ আদি নৈলা শত নানা আইয়োজন ।
অভয়া-মঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সুই সিন্দুড়া ।

---

* মসহাত করি রাজা দিয়া জান দড়ি । (কাঃ)
মসীল করিবে রাজা দিয়া হাথে দড়ি ॥ (অঃ ; বঃ)

† প্রথম আঘনে চাহি তিন তেহাই কড়ি । (কাঃ)
প্রথম মাসেতে চাহি এক তেহাই কড়ি । (অঃ ; বঃ)

বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতু।*

শুন ভায়া বুলন মণ্ডল।
সন্তাপ করিব দুর আস্থই আমার পুর
কানে দিব কনক কুণ্ডল॥
মনে না ভাবিবে আন মুলে তোরে দিব ধান
গরু দিব লাঙ্গল বাহনে।
যার যেবা নাহি থাকে শেই ধন দিব তাকে
কোন চিন্তা না করিহ মনে॥
আমার নগরে বস জত হালে চাশ চশ
তিন শন বই দিবে কর।

---

* অতিরিক্ত :—

বুলান মণ্ডলের গুজরাটে আগমন

বুলান মণ্ডল বলে শুন সব ভাই।
কলিঙ্গ ছাড়িয়া চল গুজরাটে যাই।
কালকেতু মহারাজ বড় ভাগ্যবান্।
ধান্য গরু টাকা দিয়া করিবে সম্মান॥
গুজরাটে গেলা তবে বুলান মণ্ডল।
পশ্চাতে চলিল প্রজা হইয়া বিকল॥
সিংহাসনে বসিয়াছে কালু দণ্ডধর।
নক্ষত্রগণের মধ্যে যেন নিশাকর॥
পণ্ডিত পুরাণ পড়ে স্তব করে ভাটে।
গায়কে গাইছে গীত নর্ত্তকীরা নাটে॥
হেনকালে তথায় বুলান উপস্থিত।
আইস আইস বলি রাজা করিল সম্বিত॥
কহ কহ বুলান স্বদেশের বারতা।
কিসের কারণে আইলে কহ সত্য কথা॥

হালে হালে দিবে তঙ্কা কারে না করিবে শঙ্কা
পাট্যায় নিশান মোর ধর ॥
নাহিক বাউড়ি ডেড়ি† রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি
ডিহিদারি নাহি দিব দেসে।
জত বেচ চালু ধান তার নাহি লব দান
অঙ্ক নাহি বাড়াব বিষেসে।
জত বৈসে দ্বিজবর তার নাহি লব কর
চাস ভূমি বাড়ী দিব দান।*
হৈয়া ব্রাহ্মণের দাস সভার পুরিব আস
জনে জনে করিব সম্মান ॥
পার্ব্বনী পঞ্চক জত গুড়া লোণ শানা ভাত
ধান্য কাটি কম শেকস্থরে (?) †।
সালামী সে বাঁশগাড়ি নানা বাব জত কড়ি
নাহি দিহ গুজরাটপুরে ॥
ভাড়ুদত্ত হেনকালে মোহাবীরে মধু বলে
মোর আগে কেবা লব পাণ।
এ সব মঙ্গল ভাস শ্রবনে বিগ্রহ নাস
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥
নাচাড়ি।

বুলান বলেন রায় কর অবধান।
রহিতে নাহিক ঘর বসিবারে স্থান ॥
জলেতে ভাসিয়া গেল সকল আমার।
কি খাইব কিবা দিব খাজনা রাজার ॥
ভাবিয়া চণ্ডিকা-পদদ্বয় একচিতে।
রচিল নৌতুন গীত মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥ (অঃ ; বঃ)

† নাহি দিব বাহুড়ি (কাঃ)
নাহি দিব দাব্ড়ি (অঃ)
খন্দে নাহি নিব বাড়ি (বঃ)

* ধান (অঃ ; বঃ ; কাঃ) † ধান-কাটি কলম-কস্থরে (অঃ ; বঃ)

কালকেতুর নিকটে ভাঁড়ু দত্তের আগমন।

লৈয়া চিড়া দধি কলা* পশ্চাতে ভাণ্ডুর শালা
ভাড়ু দত্ত করিছে পয়ান।
†চিটা ফোটা মহাদন্ত ছিড়া ধুতি অতি লম্ব
শ্রবণে কলম খরশান‡ ॥
প্রনাম করিয়া বিরে ভাড়ু নিবেদন করে
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া।
ছিড়া কম্বলেতে বসি কহে কথা মন্দ হাসী
ঘন ঘন দিয়া বাহুনাড়া ॥
আলুঁ বড় প্রতিআসে বসিতে তোমার দেসে
আগেতে ডাকিবে ভাড়ু দত্তে।
জতেক কায়স্ত দেখ ভাড়ুর পর্শ্চাত লিখ
কুলশীল বিচার মহত্তে ॥
বাড়ী কিছু দিবে ধান বাড়ি দিবে সাতখান
আমার অনেক পরিবার।
থাকিতে শকল প্রজা আগেতে আমার পূজা
উচিত করিবে ব্যবহার ॥
কহি আপনার তত্ব আমলহাঁড়ার দত্ত
তিন কুলে আমার মিলন।
ঘোষ সে বস্থর কন্যা দুই নারী ঘরে ধন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা বিতরণ ॥

---

* ভেট লম্যা কাঁচকলা (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

† ছিড়া জোড়ে কোঁচা লম্বা গোঁপ চিট্যা মহাদন্তা (কাঃ)
ফোঁটা কাটা মহাদন্ত ছিড়া ধুতি কোঁচা লম্ব (বঃ)
ফোঁটা কাটা মহাদন্ত ছিড়া জোড়া কোঁচা লম্ব (অঃ)

‡ লম্ববান (কাঃ)

গঙ্গার দুকুল পাষে জতেক কুলীন বসে
মোর ঘরে করয়ে ভোজন।
ঝারী বস্ত্র অলঙ্কার দিয়া করি ব্যবহার
কেহ নাহি করয়ে রন্ধন ॥*

বহু পরিবার মেলা দুই নারী চারি শালা
চারি পুত্র বহিনী সাসুড়ি।
ছি জামাত্রী দশ চেড়ি+ য়েই হেতু সাত§ বাড়ী
ধান্য দিবে নাহি দিব বাড়ি ॥

হাল গরু দিবে খুড়া দিবে হে বিছন পুড়া
ভান্ড্যা খাত্যে ঢেকি কুলা দিবে।
আমি পাত্র রাজা তুমি আগে পূজা পাব আমি
অবশেষে ভাড়ুরে জানীবে।

পুনহ ভাণ্ডু কয় মোহাবীর প্রশংশয়
করিলা ভাড়ুর বহুমান।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কন রসগান ॥

নাচাড়ী

---

* বন্ধন (অঃ ; বঃ)

\+ ছয় জামাই ছয় চেড়ী (অঃ ; বঃ)
ছয় জামাই দশ চেড়ি (কাঃ)

§ ছয় (কাঃ)

কালকেতুর প্রতি ভাড়ুদত্ত

সঘন নড়িয়া শীর গাঙ্গুটি * প্রবন্ধ ধীর
ভাণ্ডুদত্ত কহে কণা-কথা †।
শুন খুড়া সবিষেসে জেই পাকে প্রজা বৈসে
য়েকে য়েকে তাহার বারতা॥
দেহ মোরে সর্ব্ব ভার তাড় বালা আদি হার
তুমি থাক নিশ্চীন্তে নিশয়।
বহু প্রজা বসাইব য়েক ছাইয়াপত্র লব
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়॥ ‡
জখন পাকীব খন্দ পাতিব পরম ধন্ধ §
দারীদ্রের ধনী লব নাগা।¶
খাইয়া তোমার ধন না পালায় প্রজাজন
অবশেষে নাহিঁ পাহ দাগা॥
দেয়ান ভেটের বেটা বহিত আমার চিঠা
জারে বল বুলান মণ্ডল।

---

* গাইছে (অঃ; কাঃ); চাতুরী (বঃ)।

† কাণ-কথা (বঃ)।

‡ তাড় বালা দিবে মান করজ বলদ ধান
উচিত কহিতে কিবা ভয়।
জিনিতে প্রজার মায়া জমি দিবে মাপিয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা লয়॥ (অঃ; বঃ)
ঢালাও করিবে মান করজ বলদ ধান
উচিত কহিতে কি ভয়।
জানিতে প্রজার মায়া খত লবে এক ছেয়া
বন্দে বন্দে যেন প্রজা রয়॥ (কাঃ)

§ পাতিবে বিষম দ্বন্দ্ব (অঃ; বঃ)

¶ দরিদ্রের ধানে দিবে নাগা (অঃ; বঃ)

বুঝিয়া করিবে কাজ মোর জেন নহে লাজ
কয়্যা দিব প্রজার শকল ॥*
পরে দুপণের কাচা ভানীত আমার ভাচা
সুকা বেটা হব দেশমুখ।
রাখালের† হাতে খাণ্ডা বহুড়ির ‡ হাতে ভাণ্ডা
অবশেষে দেই অতি দুঃখ ॥
আমী কায়স্থের মোক্ষ তুমি খুড়া প্রতীপক্ষ
মোরে কর শহর মণ্ডল।
রচিয়া ত্রীপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতি-সঙ্গিতমঙ্গল ॥
নাচাড়ি। শ্রী।

মুসলমানগণের আগমন।

কলিঙ্গ নগর ছাড়ি প্রজা লয় ঘর বাড়ী
নানাজাতি বিরের নগরে।
লইয়া বীরের পান বৈষে আসী মুছলমান
পশ্ছীমে বসতী দিলা তারে ॥
আইসে চাপিয়া তাজি § সইদ মলনা কাজি
খইরত বীর দেই বাড়ি।
পুরের পশ্ছীম বাটী ¶ বলাল্য ‖ হাসনহাটি
য়েক মৃধুনীতে গৃহ বাড়ি ॥ **

---

* থাকিতে সকল প্রজা আগু আন মোর পূজা,
কয়্যা দিব প্রকাব সকল ॥ (বঃ)

† নফরের (বঃ) ‡ বহুড়ী জনের (অঃ ; বঃ ; কাঃ) § বাজী (কাঃ)

¶ পাটী (কাঃ) ; পটী (অঃ ; বঃ) ‖ বসাইল (অঃ) ; বোলায় (বঃ)

** এক সমুদায় গৃহ বাড়ী (বঃ) ;
এক মুখ নিয়া গুঁফ দাড়ি (কাঃ)।

ফজর শময় উঠি বিছায়্যা লোহিত পাটি
পাঠাবরি * করয়ে নামাজ।
ছিলমালী মালা ধরে † জপে পীর পেকাম্বরে
পীরের মোকামে দেই সাঁজ ॥
দশ বিশ বেরাদারে বসিয়া বিচার করে
অনুদিনা কেতাব কোরাণ।
বসাইয়া ‡ কেহ হাটে পিরের সিরণী বাটে
সাঁজে দেই দ্যগড়ি শিসান ॥
বড়ই দানিসবন্ধ না জানি কপট ছন্দ §
প্রাণ গেলা রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কম্বজ বেশ মাথে নাঁহি রাখে কেশ
বুকে আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি ॥
না ছাড়ে আপন পথে দশ রেখা ¶ টুপি মাথে
ইজার পরয়ে দৃঢ় নাড়ি ‖।
জার দেখে খালী মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিয়া মারয়ে ডাঁড়া বাড়ি ** ॥
পিরের মুরিদ হৈয়া ঘরে ঘরে করে দোয়া
গ্রামে গ্রামে করে অধিষ্ঠান।
দিনে নানা ভেক ধরে সেখ হৈয়া কেহ ফিরে
কালা পাগ মাথায় নিশান ॥
পাইয়া উত্তম ধাম বসিলা গয়ের নাম
ভূঞ্জিয়া কাপড়ে মুছে হাথ।

---

* পাঁচবার (কাঃ); পাঁচ বেরি (অঃ; কঃ)।

† ছিলিমিলি মালা ধরে (অঃ; বঃ); ছিলমানী (কাঃ)

‡ বিসাইয়া (কাঃ); বেশাইয়া (অঃ); সাঁজে ডালা দেই হাটে (বঃ)।

§ কাহাকে না করে ছন্দ (অঃ; বঃ)

¶ তসরের (কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি)।

‖ করি (বঃ)

** সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি (বঃ)।

স্বরাদী লোয়ানী পানী কূড়ানী বিট্টালি ভূণী *
পাঠান বসিলা নানাজাত ॥
আপন্ম টবরণ† নিঞা বসিলা অনেক মিঞা
কেহ নীকা কেহ করে বিয়া।
মলনা ‡ করায়্যা নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলিমা পড়িয়া ॥
করে ধরি করাচ্ছুরী§ কুখড়ী জবাই করি
দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি।
বকরী জবাই জথা মলনারে দেই মাথা
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি ॥
জত্ত শিশু মুছ্যালমান তুলিলা দলিজ ¶ খান
মখদম পাতায়ে পড়না ‖।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
গুজরাটপুরের বর্ণনা ॥

নাচাড়ি

মুসলমানদিগের শ্রেণী-বিভাগ।

কেহ রোজা নমাজ না করি হৈলা গোলা।
তাশন করিয়া নাম ধরাইলা জোলা ॥
বলদে বহিয়া নাম ধরাল্যা মুকেরি।
পিঠা বেচি নাম ধরাইলা পিঠাহারী ॥

---

* সুবলি নেহালী পাণী কুড়ানি বটুনি হুনি। (অঃ ; বঃ)
† টোপর (বঃ) ‡ মোল্লা (বঃ) § খর ছুরী (অঃ ; বঃ)
¶ মক্তব (অঃ ; বঃ) ; নমাজ (কাঃ) ‖ পড়ায় পঠনা (বঃ)

মৎস বেচি নাম কেহ ধরাল্য কাবাড়ি।
অনুক্ষণ মিথ্যা বলে নাঁহি রাখে দাড়ি॥
হিন্দু হৈয়া মুসলমান বৈসে গরশাল *।
কাণা হৈয়া কেহ মাগে পায়্যা নিশাকাল॥
পট্যা † পড়িয়া ফিরে নগরে নগরে।
তীর করাইয়া কেহ নিরিমায়ে শরে॥
কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজির ঘটা।
নেয়াল বুণিঞা নাম ধরয়ে বেনটা॥
কাগজি ধরিলা নাম কাগজ করিয়া।
নানাস্থানে বুলে কেহ কলন্তর হৈয়া॥
বসিলা সিবনকর করিয়া রশাণ।
কম্বল বুনীঞা ধরে দেসধি বিধান॥
সানা বান্ধি কেহ ধরে সানাকর নাম।
সুনত করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম॥‡
রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গন করিয়া।
ধরিলা হালান নাম কুদ্দুর ধরিয়া॥
নানা বৃত্তি করিয়া বসিলা মুসলমান।
সাবধান হইয়া সুন হিন্দুর বিধান॥
অভয়া ইত্যাদি।

নাচাড়ি। শ্রীগৌরী।

---

* গয়শাল (অঃ) ; গয়সাল (বঃ)

† পট (অঃ ; বঃ)

‡ অতিরিক্ত :—

গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই।
এই হেতু যমপুরে তার নাহি ঠাঁই॥ (বঃ)

ব্রাহ্মণগণের আগমন।

পান লৈয়া বিপ্রগণ পায়্যা ভূষা নানা ধন
গুজরাট মধ্যে নিবসয়।
বিচারিয়া লয় পুরি বিরেরে আসীশ করি
সুখে দ্বিজ শাস্ত্র বিচারয়॥
কুলে শিলে নহে নিন্দ মুখটি চাটাতি বন্দ্য
কাঞ্জী বিল্ব * গাঁগুলি ঘোষাল।
পুইতগু বৈশে হড় বাগাঞ্চি † কেশর গড়
ঘণ্টেশ্বরী বৈশে কুলিলাল॥
পারীঘাতি পীতমুণ্ডী ঝিকরাজি ‡ মালখণ্ডী
ঘুষুণ্ডী বলাল § কুণ্ডমাল।
ছোটখণ্ডী পলশাঞী দিগাড়ি কুসুম-গাঞী
শাগাঁঞি কুলভি পারীয়াল॥
কড়িয়াল কুলশাল সিহলাহিঁ কুলিয়াল
পিপিলাই বৈসে পূর্ব্বগাঞী।
ধনে মানে অতি চণ্ড বাপুলী পিশাচখণ্ড
কর্ণাই সেড়ো বৈস গাঁই॥
পালধি হিজল-গাঞি মাসশ্চটক দিণ্ডীসাঞী
করড়ি দানড়ি ভূরিষ্ঠাল।
বটগ্রামী নন্দি-গাঞি ভাট্যাতি শীতলশাঞী
লালসী কোঙড়ী মতিলাল॥

---

* কাঞ্জিলাল (অঃ ; বঃ)। † রাইগাই (বঃ)
‡ ঝিকরাড়ী (অঃ ; বঃ), দামুড়িয়া (কাঃ)
§ ঘোষলী বড়াল (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

গাএ্রী নাহি গোত্র আছে বসিলা বাড়ীর কাছে
বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ নয়শত।
ব্যবহারে বড় ঋজু অনুদিন পড়ে যজু
বেদ বিদ্যা মুখে অবিরত॥
দেখিতে সুশারী শারী ব্রাহ্মনের আগুয়ারী
শারী শারী বিষ্ণুর সদন।
সুবর্ণ কলস চুড়ে নেতের পতাকা উড়ে
গৃহশিরে শোভে সুদর্শন॥
কেহ হয় অধিষ্ঠাতা কোন জনে কহে কথা
কেহ নানা পড়য়ে পুরাণ।*
নানা দেশ হৈতে আস্যে পড়ুয়া বিদ্যার আশে
দেই বীর হয় গজ দান॥
মুর্খ বিপ্র বসে পুরে নগর্য্যা জাজণ করে
শিখয়ে পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক করে দেব-পূজা ঘরে ঘরে
চাল্যের পুটলী বান্ধে টান॥
মোদকের ঘরে খণ্ড গোপঘরে দধি-ভাণ্ড
তেলীর ঘরে তৈল কোপী ভরি।
কোথাহ মাসরা কড়ি কেহ দেই ডালী বড়ি
গ্রাম জাতি (?) † সানন্দে শাতরী॥
সুখে গুজরাট পুরে নগরিয়া শ্রাদ্ধ করে
গ্রাম জাতি ‡ করে অধিষ্ঠান।
সাঙ্গ করি দ্বিজ কয় কাহন দক্ষিণা হয়
হাতে কুশে দক্ষিণা শারণ § ॥

---

* কেহ পড়ে ভারত পুরাণ (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

† গ্রামযাজী (অঃ ; বঃ)

‡ গ্রামযাজী (অঃ ; বঃ)

§ ফুরাণ (অঃ ; বঃ)

গালি দিয়া লণ্ডেভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপঞ্জি করিয়া বিচার।
জে নাহি গৌরব করে সভাতে বিড়ম্বে তারে
জাবত না পায় পুরস্কার ॥
গুজুরাট য়েক দেশে গ্রহবিপ্রগণ বসে
বর্ণ-দ্বিজগণ মঠপতি।
দ্বিপকা * ভাস্বতি ধরে সাস্ত্র বিচারণ করে
বালকের লিখয়ে জাইয়াতি॥
মাথায় পিঙ্গল জটা সন্ন্যাসি কাপজি ঘটা †
ঝুপড়ি বান্ধিয়া য়েক পাযে।
‡ কাথা কমণ্ডলু লাঠি গলাতে তুলসী কাঠী
বৈষ্ণব বসেন সেই দেশে ॥
আইয়োজন § ভূমি বাড়ি বীর দেই বাক্য পড়ি
করে কুশ করিয়া আধান।
কুষ নীর দেই শীরে ব্রাহ্মণ আশীস করে
শ্রীকবিকঙ্কন রস গান ॥

---

* দীপিকা (বঃ) ; দ্বিপিকা (অঃ ; কাঃ)

† সন্ন্যাসী কাপালী ঘটা (অঃ ; বঃ)
কাপড়্যা সন্ন্যাসী ঘটা (কাঃ)

‡ অঙ্গে নানাতীর্থ-চিন ভিক্ষা মাগে প্রতিদিন
বস্তে তারা গুজরাট দেশে। (কাঃ)

§ আয়তন (অঃ ; বঃ)

ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির আগমন।

ক্ষেত্রী বৈসে ভানুবংশ সর্ব্বলোক-অবতংশ
চন্দ্রবংশী বৈসে মোহাজন।
পুরাণ শ্রবণ আসে বসীলা দ্বিজের পাশে
অবিরত দ্বিজে দেই ধন।
দোষর যমের দুত বৈসে জত রাজপুত
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী।
কৃষ্ণে সবে অনুক্ষণ পুণ্যপথে দেই ধন
দেসে দেসে তাহার খেয়াতি ॥
উলিয়া * আখড়া ঘরে দণ্ড যুদ্ধ নিত্য করে
মালবিদ্যা গুলী চাপগরি।
† লইয়া বাজা বাজা কেহ করে মালপাজা
মাংস হৃদ্দে কেহ পায়ে হারী॥ (?)
আসী পুর গুজরাট নিবাস করয়ে ভাট
অবিরত পড়য়ে পিঙ্গল।
বীর দেই খাসা জোড়া চড়িতে উত্তম ঘোড়া
নিত্য চিন্তে বিরের মঙ্গল ॥
বৈস্য বৈসে অবিবাদে মগ্ন মন হরিপদে
কৃশীকর্ম্ম করে গোরক্ষণ।
কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়
কালে কিনী রাখে কোন জন ॥

---

* তুলিয়া (অঃ ; বঃ)

† লইয়া দাণ্ডা ঝাড়া কেহ করে তোলা পড়া
পশু বধে-কেহ বা শীকারী। (অঃ ; বঃ)

য়েক দর করি তোলা হেম হীরা মতী পলা
কেহ মরকত মণী কিনে।
সাজন করিয়া নায় কেহ নানা দেশ যায়
সিন্দূর চন্দন কিনী আনে॥
চামর চামরী ভোট শগল্লাথ গজ ঘোট
করভ পট্টীশ আঙ্গরাখি।
য়েক বিচে আর কিনে নিত্য ধন বাড়ে ধনে
গুজরাটে বৈশ্যজন সুখী॥
বৈদ্যক জনের তত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত
কর আদি বসে কুলস্থান।
মৌলীকায় * কার যশ কেহ প্রয়োগের বস
নানা তন্ত্র করয়ে বাখান॥
উঠিয়া প্রভাতকালে উর্দ্ধফোটা করি ভালে
বসন মণ্ডিত করি শিরে।
পরিয়া উজ্জ্বল ধুতি কাখেতে করিয়া পুথি
গুজুরাটে বৈদ্যজন ফিরে॥
কার দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করিয়া যোগ
বুকে ঘাত মারি অঙ্গে পায় † ।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে করয়ে বিদায়॥
কর্পূর পাচন করি তবে জিয়াইতে পারি
কর্পূরের করহ সন্ধান।
রোগী শবিনয়ে বলে কর্পূর আনিতে চলে
শেই পথে রোজার পালান॥

---

* বটিকায় (অঃ ; বঃ)

† অর্থ চায় (অঃ ; বঃ)

বৈত্তক জনের পাসে অগ্রদানীগণ বৈসে
নিত্য পায় রোগীর সন্ধান।
রাজকর নাঁহি দেই বৈতরনী ধেনু নেই
হেমজুত তিল লয় দান ॥
মোহামিশ্র ইত্যাদি।
নাচাড়ি। শ্রী।

কায়স্থগণের আগমন।

ভেট লৈয়া দধিমাছ ঘৃত-কুম্ভে বান্ধি গাছ
কায়স্থ আইলা মোহাজন।
মোহাবীরে করি নতি কহে আপনার স্থীতি
সুখী হৈলা ব্যাধের নন্দন ॥
কায়স্থ মিলীয়া ভাসে আল্যাঙ তোমার দেশে
গুজরাটে করিব বসতি।
সুনিয়া তোমার নাম ছাড়িলা আপন ধাম
প্রজাগণে কর অবগতি ॥
বীর কর অবধান প্রজাগণে দেহ পান
ঘর বাড়ী করিয়া চিহ্নীত।
কিছু ধান্য দিবে বাড়ি বলদ কিনিতে কড়ি
সাধন লইবা বিলম্বিত *॥
অনেক কায়স্থ মেলা সুনীঞা তোমার লীলা
য়েই দেসে কর্য্যাছি গমন।
কুলে শীলে হীনদোস কেহ মাইসিয়া† ঘোষ
বসু মিত্র আদি কুলজন ॥

---

* সাধন না কর বিলম্বিত (বঃ)
সাধন করিবে বিল ক্ষেত (অঃ)

† মাহেশের (অঃ ; বঃ)

তব গুণে হৈয়া বন্দী পাল শে পালিত নন্দী
সিংহ শেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ শোম চন্দ কুণ্ড বিষ্ণু রাহা বন্দ্য‡
য়েক স্থানে করিব নিবাস॥
কোনজন সিদ্ধকূল সাধ্য কেহ ধর্ম্মমূল
দোসহীন কায়স্থের সভা।
প্রসন্না সবারে বাণী লিখা পড়া সবে জানী
ভব্য জন নগরের শোভা॥
আলু ঘর তেয়াগীয়া লক্ষ ঘর প্রজা লৈয়া
য়েকঠাই করিব নিবাস।
বিচার করিয়া তুমি দেহ ভাল বাড়ি ভূমি
সুনী বীর করয়ে আশ্বাস॥
সঙ্কা না করিহ আর লক্ষ তঙ্কা লহ ধার
দক্ষিণ আসায়§ কর বাস।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
রাজা কৈলা মঙ্গল প্রকাশ॥

গোপ প্রভৃতি জাতির আগমন।

বীর দেই বাসা শত আস্থা প্রজা শত শত
ছাড়ী সবে নিজ নিজ বাস।
তেশন ইনাম বাড়ী প্রজা নাহি গণে কড়ি
সুনী প্রজা হৃদয় উল্লাস॥

---

‡ বিন্দ (বঃ)

§ আওয়াসে (বঃ)

নিবাস হনীফ* গোপ হিংসা নাহি জানে কোপ
খেতে উপড়ায়† নানা ধন।
গুড় তিল ধান্য মাসে মুগ শারিসা কাপাসে
সভার পূর্ণীত নিকেতন ॥
শত শত য়েক জায় বৈসে তথা তন্তুবায়
ভূনী খনী‡ ধুতি বুনে গড়া।
কুম্ভকার গুজরাটে হাণ্ডী কুড়ি গড়ি পিটে
মৃদঙ্গ গড়য়ে কাড়া পাড়্যা ॥
তেলী বৈসে জতজনা কেহ চাসী কেহ ঘনা
কিনীঞা বিচয়ে কেহ তেল।
কামার পাতিয়া শাল কাটিয়া কোদালী ফাল
গড়ি টাঙ্গি আঙ্গরাখ শেল ॥
শবাক§ আইসিয়া বসে জিব জন্তু নাহি হিংসে
সর্ব্বস্থানে তার নিরামিস্য।
পাইয়া প্রধান বাড়ী বুনে তসরের যাড়ী
দেখি বীর হৈলা হরিস ॥
লইয়া গুবাক পর্ণ বৈসে তাম্বুলিক জন
প্রতিদিন বীরে দেই বিড়া।
লবঙ্গ কর্পূর চূর্ণ বিড়া বান্ধে অনুক্ষণ¶
কখন না পায় রাজপিড়া ॥
মালাকার গুজরাটে সদাই মালঞ্চ খাটে
মাল মৌড় গড়ে ফুলঘর।
ফুলের পুটলী বান্ধে ফুলসাজি করি কান্ধে
দেই পুরে দেবদেবি-ঘর ॥
বারোই নিবসে পুরে বোরজ নির্ম্মাণ করে
নিত্য নিত্য বীরে দেই পান।

---

* বণিক (বঃ) ‡ থাদি (বঃ) § শরাক (বঃ)
† উপজায় (বঃ) ¶ সাবধান (অঃ : বঃ)

বলেতে জেজন লেই বীরের দোহাই দেই
অনুচিত নাহিক বিধান ॥
মদক প্রধান জনা করে চিনি কারখানা
খণ্ড লাড়ু করে যে নির্ম্মাণ।
পশরা করিয়া শিরে হাটেতে নগরে ফিরে
শিশুগণ ধরয়ে যোগান ॥
নাপীত নিবসে তথা কক্ষদেশে করি ক্যাতা
করে ধরি রশাল দর্পণ।
বিসেস বিরের পাসে বস্ত্র পায় মাসে মাসে
বিরে আসী করয়ে মর্দ্দন ॥
আগুরী নিবসে জানা বাম ভূজে বীরবানা
বীরের প্রধান শেনাপতি।
আর জত বসে সুদ্র শমরে জেমন রুদ্র
ধরে তারা কোপাবেস অতি ॥
পুরে বৈসে গন্ধবান্যা গন্ধ বেচে ধুপ ধুনা
পশরা সাজিয়া জায়ে হাটে।
শঙ্খবান্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার নহে বঙ্ক
মনীবান্যা বৈশে গুজুরাটে ॥
কংশারী পাতিয়া শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
ঘটি বাটী বট হাণ্ডী সীপ।
ঘাঘর নূপুর ঘণ্টা সাপুড়া চুনা বাটা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ ॥
সুবর্ণবণিক বসে রজত কাঞ্চন কসে
পোড়ে কাটে দেখায়্যা শংশয়।
বেচা কিনা সাবধানে মনুষ্যের ধন আনে
পুরে নিতি আসিয়া বসয় ॥*

---

* পুরমধ্যে তাহার নিলয় (কাঃ)

নিবসে পস্যতহর পুরপাষে জার ঘর
নির্ম্মাণ করয়ে আভরণে।
দেখিতে দেখিতে জন হরে সে সভার মন*
হাতে হাতে বদলিতে জানে ॥
পল্ল গোপ বসে পুরে কান্ধে ভার বিকি করে
বনভাগে† বসায় বাথান।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

নাচাড়ি ॥ ভৈরবী সুই।

ধীবর প্রভৃতি অন্যান্য জাতির আগমন।

মৎস্য মারে চশে চাস দুই জাতি বসে দাস
কলু সে নগরে পাতে ঘানি।
বাইতি নিবসে ঘরে নানাবিধী বাদ্য করে
পুরে ভ্রমে মাজুরি বিকিনী ॥
নগর করিয়া শোভা বসিলা অনেক ধোবা
দড়ায় সুখায় নানা বাসে।
য়েক পাষে বৈসে সুড়ি আসিয়া লইলা বাড়ি
কোচ কাওরাল সবিষেসে ॥

---

* ধন (অঃ ; বঃ)

† বৃষভাগে (বঃ)

পটুনী * নগরে বসে রাতি দিন জলে ভাসে
পার করি লয় নিজ করণ† ।
জগা ভাগ গণ আসী (?) গুজুরাটে তারা বসী
গীত গায়্যা বুলে ঘরে ঘর ॥‡
সিয়লী নগরে বৈসে খাজুর কাটিয়া রসে
গুড় করে বিবিধ বিধান ।
ছুতার হাটের মাঝে চিড়া কোটে খৈ ভাজে
কেহ করে চিত্র নিরিমাণ ॥
যাগু দিতে তুল্যা (?) জাত সুতা কা ব্যাটা (?)
দলই ঘড়ই বৈসে পুরে ।
মাথা জাল্যা করি মেলা বান্ধিয়া সোলার ভেলা
অগাধ সলিলে মৎস্য ধরে ॥
দুরান্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল
জাইয়াজিবি বসিলা কেয়লা ।
কাঁওরা কেয়রা হাড়ী ঘাশ কাটে লয় কড়ি
সুড়ির অঙ্গনে জার মেলা ॥
ঘোড়া সে পানুঞি § জীন নিরিমায় অনুদিন
চামার বসিলা য়েক ভীতে ।
বিউনী চালুনী চাটা ডোম ছাতা গড়ে লাটা
জিবিকার হেতু য়েক চিত্তে ॥
চছুলী চুনারা মাঝি কোরঙ্গা ধোয়রা ধাজী ¶
মাল বসে পুরের বাহিরে ।

---

* পাটনি (অঃ ; বঃ)

† রাজকর (অঃ ; বঃ)

‡ আসি পুর গুজরাটে বৈসে যত রাজভাটে
ভিক্ষা করি ফিরে ঘরে ঘর । (অঃ ; বঃ)

§ পনাহি (অঃ) ; পানই (বঃ)

¶ ভরদ্বাজী (বঃ)

নিবসে চণ্ডাল পুরে লবন বিক্রয় করে
পানীফল কেসুর পশারে ॥
বসিলা নাগরী ভাট দেখিতে উত্তম ঠাট
বদনে বিশাল জার গোঁফ।
কালসী খমক ধরি অবিরত গায় হরি
টাকা সিকা দণ্ডি লয় গোপ ॥
গোয়াল্যা গাইয়া গীত কেয়ালী ফিরয়ে নিত্য
য়েক ভিতে বসে মারহাটা।
ফিরে তারা পুরে বাটে শলঙ্গে পেনই* কাটে
ছানী ফোড়ে দিয়া চক্ষুকাটা ॥
নগরে অনেক যোগী বসিলা ভিক্ষার ভোগী
কেহ বুনে বসন কম্বল।
সিঙ্গা সে ডমুরু বায় শূলপতি-গীত গায়
কানে শোভে শঙ্খের কুণ্ডল ॥
গুজুরাটে এক পাঁতি সুমুকুন্দ ধব্যা তাঁতি
টুরী বৈসে মহেস মণ্ডপে।
আণ্ড সুতে বাস বুনে রাজকর নাহি গণে
ভরত রাজার অবিশাঁপে ॥
সিখিয়া ভোজের মাইয়া লইয়া আপন জাইয়া
বাজিকর বাজার নিকটে।
ঢোল বায় গায় গীত দেখাইয়া বিপরীত
কুতুহলে বৈসে গুজুরাটে ॥
লম্পট পুরুষ আসে বারবধুজনে বৈসে
য়েকভীতে তার অধিষ্ঠান।
পুরে আর বৈসে জত য়েকে য়েকে কব কত
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥
কেদারী।

---

* পিলীহা (বঃ)

হাট পত্তন।

মস্করা পুতিয়া বীরে বান্ধে বনমালা।*
পশারী ডাকিয়া আনি দেই তাড়বালা॥
বেন্ধণিঞা জনে আনী বান্ধয়ে দ্বীপনী।†
জত সাধু আসীব হাটের কথা স্থনী॥
অনেক বাজনা আদি বাজে ঢাক ঢোল।
দশ দিক ভরিয়া হাটের কোলাহল॥
কেহ পান তৈল বিচে ঘৃত খণ্ড দধি।
ভক্ষদ্রব্য উপহার বিচে নানাবিধি॥
যেমন শময় ভাঁড়ু দত্ত হাটে মধ্যে আস্যে।
পশারী পশরা ঢাকে ভাঁড়ুর তরাসে॥
পশরা লুটিয়া ভাঁড়ু পুরয়ে চুবড়ি।
জত দ্রব্য লয় ভাঁড়ু নাহি লয় ‡ কড়ি॥
লণ্ডে ভণ্ডে দেই গালী বলে শালামালা §।
আমি মোহামণ্ডল আমার আগে তোলা॥
হাটুয়া টানয়ে ভাঁড়ু দত্ত নাহি ছাড়ে।
কেশে ¶ ধরি করে কিল লাথি মারে ঘাড়ে॥
পিঠে মাখি চুণ জায় হাটুয়া আৰ্দ্দাসে।
ভাই বন্ধু পশরা লইয়া আসে বাসে॥
অভয়া-চরণে মজুগ মোর মতি।
নায়ক-বাসনা পূর্ণ কর ভগবতি॥

সুই সিন্ধুড়া।

---

* মস্কারা পাইয়া বীর বান্দে বনমালা। (অঃ)
মস্কারা পুতিয়া বীর বান্ধে বনমালা। (বঃ)
শঙ্কর পূজিয়া বীর বান্দে বনমালা। (কাঃ)

† বান্ধে নদীর পানী (বঃ) § শালা শালা (বঃ)

‡ দেয় (বঃ) ¶ জটে (বঃ)

রাজসমীপে হাটুয়াদিগের আবেদন।

মোহাবীর রাজ্য কর ভাঁড়ুদত্ত লৈয়া।

হের দেখ পিঠে চুণ ভাঁড়ুদত্ত কৈলা খুন
সবে জাব বিদায় করিয়া।
পরাক্রমে নাহি টুটে গোপের পসরা লুটে
নিত্য ধরে ঘাস কর * দায়।
তার বেটা বড় মূঢ় লুটে ময়রার গুড়
নিবেদিতে নাহি(ক) সহায়॥
চলিতে না পারে খোড়া সাত বাড়ি দেই জোড়া
গাছ † রোপে তায় কলা।
ছাগ মেস জার পথে যায় ‡ মার্যা খুন করে তায়
নিত্য ধরে অপরাধ ছলা॥
চালু লয় চাল্যাঘরে কড়ি সে মাগিতে মারে
পান গুয়া নিত্য লয় ঠেঠা।
জেবা জার বনী রাণ্ডী লুট কুমারের হাণ্ডী
ভাল ভাল জান লয় বেটা॥§
জানয়ে অনেক কলা পর ধন্দে পাতে ছলা
টাকা সিকা নিত্য লয় ধুতি।
ভাঁড়ুর চরিত্র জত শে সব কহিব কত
না জানি পালায়্যা জামু ¶ কতি॥

---

* করা (অঃ)

† গাছ গাছ (অঃ ; বঃ) ; গাছি গাছি (কাঃ) ‡ ছাগ মেষ যবে যায় (কাঃ)

§ নিত্য তার বনি বাঁড়ী লুট কর্যা লয় হাঁড়ি
কুমাবে ধরিয়া করে লেঠা। (কাঃ ; বঃ)

¶ যাব (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

ভাঁড়ুর বেটার কাজ নিবেদি খণ্ডিয়া লাজ *
জাতি লৈয়া পড়ি গেলা খিলা †।
বহুড়ি জলেরে জায় আহড়ে থাকিয়া তায়
গাছে উঠি পেলী মারে ঢেলা॥
প্রজাগণ যেত ভাসে সুনী কালকেতু রোষে
দুত দিলা ভাঁড়ুরে আনীতে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
গিরিরাজসুতার সঙ্গীতে॥

কালকেতুর সমীপে ভাঁড়ু-দত্তের আগমন।

রত্নমালাছন্দ

দুতের বচনে ভাঁড়ু আস্থে লঘুগতি।
জুড়িয়া উভয় পানী বিরে কৈলা নতি॥
বলে মোহাবীর ঠকা কি তোর বেভার।
কি কারণে লুট মোর বেরাজ ‡ বাজার॥
§ ইহা সুনী ভাঁড়ু কহে নত করি মাথা।
কাহার বচনে খুড়া কহ হেন কথা॥

---

* কহিতে বাসিয়ে লাজ (কাঃ ; বঃ)

† খেলা (বঃ)

‡ কৈলে আমার (অঃ ; বঃ)

§ অতিরিক্ত:—হিত উপদেশ বলি শুন ভাঁড়ুদত্ত।
আপনি করিলে দূর আপন মহত্ত্ব॥
ইনাম বাড়ি তোলা ঘরে তুমি কর ঘর।
ঋণ বাড়ি নাহি দাও নাহি দেহ কর॥ (বঃ)

জতেক আছিলা প্রজা আমার নফর।
আমার বচনে আল্য তোমার নগর ॥
হাসীল পড়েই (?) খুড়া য়েই ভাঁড়ুদত্ত।
আর যত দেখ হে সুখের পাইরাবত ॥
কিসের কারণে খুড়া কর মোরে হেলা।
পরস্পর আছে মোর মণ্ডলিয়া তোলা ॥
প্রজা নাহি মানে তুঞি আপনী মণ্ডল।
নগর ভাঙ্গিলা ঠকা করিয়া কন্দল ॥
মণ্ডল বলাতে তোর মুখে নাহি লাজ।
খর্ব্ব হৈয়া ধরিতে চাহসী দ্বিজরাজ ॥
যেখনে আমার খুড়া ঘুচালে মণ্ডলী।
দেখিয়াছি খুড়া হে তোমার ঠাকুরালী ॥
তিন গোটা বাণ ছিল কুলিতার বাঁস।
হাটে ফুলরা পশরা দিত বারমাস ॥
য়েতেক নিষ্ঠুর বল আমার কপাল।
তুমি ধনমন্ত শবে আমী সে কাঙ্গাল ॥
য়েত সুনী বীর ভৃত্য আদেশন।
লাঘব করিয়া তারে দিলা বিসর্জ্জন ॥
বিরের —মে ভাঁড়ু তর্জ্জন করিয়া।
গৃহে জায় ভাঁড়ু ওষ্ঠ দংশন করিয়া ॥*
হরিদত্ত-সুত হও জয়দত্ত-নাতি।
হাটে লৈয়া বেচাঙ বিরের ঘোড়া হাথি ॥
তবে সুশাশাত করো গুজরাট ধরা।
পুনর্ব্বার হাটে মাংস বেচিবে ফুলরা ॥
য়েত বলী ভাড়ুদত্ত জায় পথে পথে।
দণ্ডমাত্র ভাড়ু গেলা নিজ আবাসেতে ॥

---

* বীরের লাঞ্ছন পায়্যা করিলা গমন।
তর্জ্জন গর্জ্জন করে অধরে দংশন ॥ (কাঃ)

অনুক্ষণ চিন্তে ভাড়ু বিয়ের বিপাক।
রাজ-ভেট আলু মুলা লয় পুইশাক ॥
চুবড়ি পুরিয়া লয় কদলির মোচা।
মাথের বসন পরি ভূমে লাম্বে * কোচা ॥
পাগ খানী বান্ধে ভাড়ু নাহি ঢাকে কেশ।
কেশাইর তীলকে † রঞ্জিত কৈলা বেশ ॥
কইফিত পাঁজি খান লয় সাবধানে।
শিব শোঙরিয়া কলম গুজে কাণে ॥‡
শাম্য বাক্যে ভাইর ণিবারে ভাড়ু ক্রোধ।
বিভা নাহি হয় তার ডুই পায়ে গোদ ॥
বলে ভাড়ু দত্ত ভাই দৃঢ় কর হিয়া।
য়েবার মণ্ডলী পাল্যে আগে তোর বিয়া ॥
ছোট ভাই লইলা ভেটের আইয়োজন।
ধিরে ধিরে ভাড়ু দত্ত করিলা গমন ॥§
নৃপতি ভেটিয়া ভাড়ু বন্দে সবাকায়।
রাজা বলে আস্থ ভাড়ু শ্রীমুকুন্দ গায় ॥

নাচাড়ি। পঠমুঞ্জরী।

---

* নামে (অঃ ; বঃ) লোটে (কাঃ)

† কেশরেব তিলকে (অঃ ; বঃ)
কেসাই চন্দনেতে (কাঃ)

‡ অতিরিক্ত :—
ভাঁড়ুর এক ভাই ছিল নাম তার শিবা।
পঁচিশ বৎসবের হৈল নাহি হয় বিভা ॥ (বঃ)

§ অতিরিক্ত :—
দক্ষিণে বিজয়চাটী বামে গোলাহাট।
সম্মুখে মদনপুর সওাকোশ* বাট ॥ (কাঃ)

---

* শত কোশ (বঃ)

কলিঙ্গরাজের নিকট ভাঁড়ু-দত্তের আগমন।

জুড়িয়া উভয় পানী নিবেদিতে ভয় মানী*
ক্ষিতিনাথ চরণে তোমার।
থাক তুমি মিছা কাজে† মন নাহি দেহ রাজ্যে
চোর খণ্ড না কর বিচার ॥
কাননে বধিয়া পশু উপায় করিলা বসু
ফুলরা বিচিল মাংশ হাটে।
কোটাল ভ্রমিঞা দেশ দেখুক‡ বিরের বেশ
কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥
পূর্ব্বে ভাণ্ডে পিতা§ বারী ইবে তারা হেম-ঝারী
বাটি ঘটি থালা হেমময়।
চড়ন পর্ব্বত্যা ঘোড়া পরিধান দিব্য জোড়া
দিব্য কুপ শকল আশ্রয় ॥ ¶
ভাড়ুদত্ত জত কয় য়েক যদি মিথ্যা হয়
তবে কর প্রাণহর দণ্ড।
সবিনয় বলি বাণী ‖ মন দেহ নৃপমণী
কালকেতু হৈলা প্রচণ্ড ॥ **

---

* ভাঁড়ুদত্ত বলে বাণি (বঃ)
† দিন গোঁয়াও মিথ্যা কার্য্যে (বঃ)
‡ না দেখে (বঃ)
§ পি'ত (কাঃ ; বঃ)
¶ ঘর তার কুবের-নিলয় (অঃ ; বঃ ; কাঃ)
‖ কহি আমি সত্য বাণী (কাঃ) ; কহি আমি হিত বাণী (বঃ)
** কালকেতু হৈল রিপু চণ্ড (কাঃ)

নগরে নাগরী জনা কাণে লম্বমান সোনা
বদনে তাম্বুল হাথে পান। *
চন্দনে চর্চ্চীত তনু জেন দেখি ফুলধনু
তশর বসন পরিধান॥
রঙ্ক দুঃখি নাহি জানী † তাম্রঘটে‡ পিয়ে পানী
নৃত্য গীত সভাকার ঘরে।
ঘরে ঘরে জেবা আছে চলিল বীরের কাছে
না থাকীব কলিঙ্গ নগরে॥
বিরের নগর খান যথা লক্ষ্মি অধিষ্ঠান
চারিদিগে পাথরের গড়।
দ্বারেতে মাতোয়া হাথী আছে তার দিবারাতি
কেবা তার হইবে নিয়ড়॥
বার দেই দণ্ডপাটে রাজ্য করে গুজরাটে
কার তরে নাহি করে শঙ্কা।
জেমন অজোধ্যা স্থান কহি তব বিদ্যমান
রত্নময় জেন দেখি লঙ্কা॥§
শোঙরি তোমার গুণ শোধিতে আইনু লোণ
য়েই কথা জানাবার তরে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
সুখে থাকি আরড়া নগরে॥

নাচাড়ি॥

---

* বদনে সদাই থাকে পান (কাঃ)

† ভক্ষ্য দুঃখ নাই জানি (কাঃ)
রঙ্ক দুঃখী নাহি জানি (অঃ)

‡ হেমঘটে (বঃ)

§ অযোধ্যা সমান পুরী আমি কি বলিতে পারি
সুবর্ণের পুরী যেন লঙ্কা। (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

গুজরাটে কলিঙ্গরাজের দুত প্রেরণ।

ভাড়ুর বচনে উঠে নৃপতির রোষ।
পাত্র মিত্র বলে সভে কোটালের দোষ ॥
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন।
কোটালে আসীতে আজ্ঞা কৈল পাত্রগণ ॥
সত্বর কোটাল আসী করিলা জোহার।
কোটালে বান্ধীতে আজ্ঞা হইলা রাজার ॥
বলে রাজা কোটালীয়া বৃথা রাখ ভূমি *।
দেসের বারতা কেন নাহি পাই আমি ॥
য়েক রাজ্যে দুই রাজা কি তোর বেভার।
ধুতি খায়্যা বুল পারা কোটাল আমার ॥
য়েতেক কহিলা ভূপ তর্জ্জন করিয়া।
নিসাপতি কহে তারে পুটাঞ্জলী হৈয়া ॥
খলের বচন রাজা না কর প্রমাণ।
কালী জানী দিব আনী বিরের সন্ধান ॥
পাত্র মিত্র ধরি সবে রাজার চরণ।
দুর কৈলা কোটালের নিগড় বন্ধন ॥
ঢাল খাণ্ডা য়েড়িয়া যোগীর ধরে বেশ।
বিভুতি মাখিয়া জটাভার কৈলা কেশ ॥
জাত্রা কৈলা কোটোয়াল শুভক্ষণ বেলা।
জতেক প্রহরি পাক্য সবে হৈলা চেলা ॥
দক্ষিণ চরণে বান্ধে লোহার সিকলে।
ত্রিবঙ্কা মস্কর দণ্ড শোভে করতলে ॥

---

* বৃত্তি খাও তুমি (কাঃ)
খাও বৃত্তি ভূমি (অঃ ; বঃ)

কেশভার হৈল জটা গলে সিংহনাদ।
কি জানী শিবের ঠাই হব অপরাধ॥
গুজুরাটে নিশাপতি দিলা দরশন।
শিব-মণ্ডপেতে কৈলা অজিন আসন॥
ভিক্ষাছলে চলে চেলা পুরে অস্ত দিশা। *
কেহ গেলা বীর জথা খেলাইছে পাশা॥
মিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনে পুরিয়া দিল থালা।
কর্পূর তাম্বুল দিলা ঘৃত পুষ্পমালা॥
নিশাকালে নিশেশ্বর দেখেন নগর।
পুরের বর্ণীমা দেখি চিন্তেন অন্তর॥
ঢারী ভিতে জায় জত নফর চাকর।
ভ্রমিঞা বুলেন তারা শহরে শহর॥
সৌধময় দেখে ঘর পতাকা সুন্দর। †
দেখে জেন চিত্রের পুত্তলী বিশ্বেশ্বর॥
হাতী ঘোড়া দেখিলা বীরের সৈন্য নানা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈলা পাঁচালী রচনা॥
নাচাড়ি। সুভগা।

---

* ভিক্ষাছলে ফিরে চেলা পুরেব অষ্টদিশা। (অঃ ; বঃ)
ভিক্ষাছলে চলে চেলা ফিবে অষ্টদিশা। (কাঃ)

† পাঠান্তর :—সকল ঘরেতে দেখে নেতের পতাকা।
রাকাপতি বেড়ি যেন উড়িছে বলাকা॥ (কাঃ)

কোটালের গুজরাট-দর্শন।

দেখিয়া নগর চিন্তে নিশেশ্বর
ভাড়ু কহে সত্য বাণী।
গুজরাট পুরে বীর রাজ্য করে
ইহা আমী নাহি জানী ॥
মনীর প্রকাশ ধ্বস্ত করে নাস
নিশা দিন শম বাসী।
কিবা সে নগরে রজনী বাসরে
সাক্ষী তারা ভানু শশী ॥
বৈসে ভ্রত লোক কার নাহি শোক
সভার কৌশেয় বাস। *
কুম্‌কুম চন্দন আঙ্গে বিলেপন
মাল্য শোভে কেশপাশ ॥
শঙ্খ বেনু বীনা মৃদঙ্গ বাজনা
বাজে সভাকার ঘরে।
চারু নিত্য গীত† হরে মোর চিত
মঙ্গল প্রতি মন্দিরে ‡॥
রম্ভা তিলোত্মমা সচী সত্যভামা
বাণী§ শিবা কিবা উমা।

---

* সবার কমলবাসে (কাঃ ; বঃ)
সব্বার কামনা বাসে (অঃ)

† ঘরে ঘরে গীত (কাঃ)

‡ বাসবে (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

§ বতি (কাঃ)

নগরে নাগরী দেখি সারী সারী
ভূতলে নাহি উপমা ॥ *
বিরের সম্পদ দেখি দ্রুতপদ
চলিলা রাজার স্থানে।
কণ্ঠেতে কুঠার মাগে পরিহার
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥ †
নাচাড়ি ॥
বৃহস্পাতিবার নিশি সমাপ্ত।

---

* অতিরিক্ত :—গুজরাট-কথা গড় চারিভিতা
চৌদিকে বেউড় বাঁশ।
অন্তের সামন্ত নাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে এক মাস ॥
পাথরের জড় পাথরের গড়
কস্তুরা পুরট শোভা।
মধ্যে মধ্যে মণি যেন দিনমণি
চারিদিকে করে আভা ॥
নগরের নারী যেন বিদ্যাধরী
ভূষণে ভূষিত কায়।
যতেক পুরুষ মনোহর বেশ
পীড়িত বসন্ত-বায় ॥ (অঃ ; বঃ)

† অতিরিক্ত :—

রাজদূতের গুজরাট-বার্ত্তা নিবেদন।
সুহইরাগ।
জুড়িয়া উভয় কর মুখে গদগদ স্বর
নিবেদয়ে নৃপতি-চরণে।
শুন শুন নরনাথ কহি আমি জুড়ি হাথ
গিয়াছিলাম বীরের ভুবনে॥

শুক্রবার আরম্ভ ॥ সুই শ্রী।

কলিঙ্গরাজ-সমীপে কোটালের গুজরাট-বর্ণনা।

দেখিলাঙ গুজুরাটে প্রতি ঘরে গীত নাটে
জেন অভিনব দ্বারাবতী।
মথুরা অজোধ্যা পুরী তার শম নাহি ধরি
জেন দেখি ইন্দ্রের বসতি ॥

লৈয়া রাজা নিজ ঠাট মৃগয়াতে গুজবাট
ভ্রমিতে মৃগেব অন্বেষণে।
যত মহাবন ছিল এক চিহ্ন না পাইল
তার মধ্যে স্বর্ণ ভুবনে ॥
সেই গুজবাট পুরে কত মহাজন ফিরে
যেন দেখি দেবতার বেশ।
কত কত গুণবান সাধুজন ভাগ্যবান
যেন দেখি শ্রীরামের দেশ ॥
কোন জন নাহি দুখী উত্তম অধম সুখী
ধরে সভে বেশ মনোহব।
যেমন দেখিলুঁ পুরী কহি তুয়া বরাবরি
হেন বুঝি অমর-নগর ॥
যখন প্রবেশে নিশি সভে হয়্যা সন্ন্যাসী
প্রবেশ করিলুঁ সেই স্থানে।
দেখিয়া বীরের পুর সন্দেহ হইল দূর
ভাঁড়ু দত্ত সব সত্য ভণে ॥
এক ক্রোশ পথ জুড়ি দেখিলুঁ বীরের বাড়ী
পাথরের গড় চারি ভিত।
শত শত সেনাপতি হাতে কবি ঢাল কাতি
আছে তার আওআস বেষ্টিত ॥

প্রতি বাড়ি দেবস্থল বৈষ্ণবের অন্নজল
দুই সন্ধ্যা হরি-শংকির্ত্তন।
দেখিলাঙ অপরূপ সুগন্ধী অগৌর ধুপ
প্রতি বাড়ি অতি সুশোভন॥

ঘোড়া হাথী নাহি সীমা দুন্দুভি বাজায় দামা
চতুর্দ্দিগে পদাতির রোল।
অনেক সামন্ত সেনা বারি গড়ে দিয়া থানা
অনুক্ষণ করে গণ্ডগোল॥
ব্যাধ বড় ধনবান দ্বিজে ভাটে দেই দান
দাতা বীর কর্ণের সমান।
দুখী লোকে দয়া করে ভয়ানকে ভয় হবে
অর্জ্জুন সমান ধরে বাণ॥
ব্যাধের ধনুক-শিক্ষা কেবা তাহে পায় রক্ষা
পেল্যা ধনু লোকে অনুক্ষণ।
সর্পের সমান গর্জ্জে গোঁফে তোলা দিয়া তর্জ্জে
বড় ক্ষেত্রী ব্যাধের নন্দন॥
দণ্ডপাটে কর দিয়া আপনার সেনা লয়্যা
আছে বীর রাজ-প্রয়োজনে।
কাহারে না করে ডর খড়্গ ধরে খরতর
দেখি ডর পাইল বড় মনে॥
শরীর সূর্য্যের কান্তি নখ জিনি ইন্দুপাঁতি
গজমতি জিনিয়া দশন।
প্রফুল্লিত দুই গণ্ড শিরে ধরে ছত্র দণ্ড
বসিয়াছে প্রচণ্ড তপন॥
শুন রাজা নর-স্বামি! যতেক দেখিলুঁ আমি
কহি যদি হয় পাঁচ মুখ।
দেখিয়া বীরের দাপ অঙ্গ মোর হইল কাঁপ
বেগে আইলুঁ মনে পায়্যা দুখ॥
যোদ্ধাপতি বীরবর জিনিতে কদাচ পার
নিশ্চয় কহিতে নাহি পারি।

প্রতি বাড়ি সন্ধ্যাকালে রত্নদিপ পুষ্পমালে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বিণা বেণী।
দোখণ্ডী বাজ্যয় ঢোল বাত্তপুরে বহু রোল
মৃদঙ্গ বন্ধকী * বাজে সানী॥
পুরের পরম শোভা দেখিল পণ্ডিত-সভা
নানা দায় বিচারে কুশল।
বিত্তা— বিপ্রগণ নানাস্থানে নানা জন
আস্তে বীর যোগায় সম্বল॥
বিরের নিয়ম কর্ম্ম দেখিলাম রাজধর্ম্ম
হেম তুলা ধেনু দেই দান।
প্রতি ঘরে হরিনাম জপিয়া ভাবেন কাম
ইতিহাস স্নুনেন পুরাণ॥
পাশানে নিৰ্ম্মীত ঘড়ু দ্বারে মাতো হাথি —†
গিজোজীত চৌদিকে কামান।
রথি পদাতীক হয় কত আছে শয় শয়
শেনা-ভরে মহি কম্পবান॥
গিবসে ছর্ত্তিশ জাতি বৃর্ত্তী করে দিবারাতি
চিন্তা নাহি বিরের প্রশাদে।
কেহ তায় দুখি নয় সর্ব্ব পুরে সুখময়
কোন জন নাহি করে বাদে॥

কোটালিয়া যত কয় শুনিয়া অন্তরে ভয়
ক্রোধযুত হইল অধিকারী॥
আরে, বাজাহ দামামা কাড়া ঝাটে বাত্রে দেহ সাড়া
সাজন করহ ব্যাধপুরে।
শ্রীকবিকঙ্কণ কয় যদি সহস্র বাহু হয়
তবু ত নাবিবে মহাবীরে॥ (বঃ)

* মন্দিরা (বঃ)

† পাষাণে রচিত গড় দ্বারে মত্ত হাথী বড় (বঃ)

আশ্রয় চতুর স্থল* খেলে পাশা বুদ্ধিবল
গুনীজন তানে গীত বাঁটে।
রাম জেনে বীর রাজা রঙ্ক দুঃখি নাহি প্রজা
চিন্তা নাহি দেখি গুজরাটে॥
হাটে বাটে আদি করি দেখিলাঙ সর্ব্বপুরী
আড়ে দিগে অনেক জোজন।
দেখিল অনেক বীর বেঞা পাতি বিন্ধে তীর
মানে মানে শরণ সাধন॥
পণ্ডীতে পণ্ডীতে কক্ষা মালের মালানী শিক্ষা
তান লাটে গীতের বাখান।
হইয়া বাশূলী পাতা দেয়াশীল চালে মাথা
শর্প ওঝা চালয়ে ঝাপান॥
বালক দশমী যুবা সানন্দে খেলায় কিবা
সত্য সত্য ভাড়ুর বচন।
হেন বুঝি মোহাবীরে তোমারে না ভয় করে
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

সুভগা।

---

* আশ্রমী কালুর স্থল খেলে পাশা বুদ্ধিবল
গুণিজন থাকে গীত নাটে। (ব:)

কলিঙ্গ-রাজের যুদ্ধ-সজ্জা

বীর কালকেতু ধ্বনী কোটালের মুখে সুনী
কোপে ভূপ লোহীত-লোচন।
সাজ সাজ ডাক পড়ে রাউত মাহুত নড়ে
উত্তরোল ব্যালীস বাজন ॥

নৃপতি-বদনে ঘন বোল।
সাজ সাজ পড়ে ডাক দামা দড় বাজে ঢাক
কলিঙ্গে উঠিলা গণ্ডগোল ॥
শত শত মাতা হাথি লৈয়া জায় শেনাপতি
শুণ্ডে বান্ধা লোহার মুদ্গর।
মাহুত হাথির পৃঠে শেল্ব টাঙ্গি লয় ভীঠে *
গগণ পুরয়ে আড়ম্বর ॥
চারী চারী মোহারয় রথেতে জুড়িয়া হয়
মোহারথী ধায় সারি সারি।
তবক বেলক আদি লয় অস্ত্র নানাবিধি
ভূষণ্ডী ডাবুশ শরধারী †॥
‡ সাজে নৃপতির সুত বহু ভূঞা গণজুত
করবাল বরঙ্গ নিশান।

---

* শেল সাবল জাঠে (বঃ ; অঃ)
শেল টাঙ্গী ধরে জাঠি (কাঃ)

† শেলধারী (কাঃ)

‡ পাঠান্তর :—

লয়্যা শত ফরিকাল ধাইল মদন পাল
ঘন ঘন ফেল্যা খাণ্ডা লোফে।
দুঃসহ সেনার ভরে মহী থর থর করে
ফণিপতি আদিনাগ কাঁপে ॥

গাজন নিশানধারী বহু শেনা সঙ্গে করি
বৈরীশল্য চলে আগুয়ান ॥
দোসর যমের কালে কোচ সাজে কাংরালে
রণ মাজে আগে দেই হানা।
কেহ অশ্বে আরোহণ গজপিঠে কোন জন
আগু দলে চলে খানখানা ॥
সাজিলা জবনগণ কিরাত কোপীত মন
নানা অস্ত্রধারী আদি টাঙ্গী।
গায় উড়ে পত্রশানা রনজয় বীরবাণা
শিলী ধরি ধাইলা ফিরিঙ্গী ॥
চতুরঙ্গ দল ধায় ধুলা উঠে পদঘায়
তিরহীত হৈল দিননাথ।
রাজার চরণ ধরি বলে পাত্র অধিকারী
মাথায় করিয়া জোড় হাথ ॥
কোন ছার কালকেতু আপনে তাহার হেতু
অকারণে করহ পয়ান।
পাত্রের বচন স্তুনী রহিলান নৃপমনী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

নাচাড়ি ॥

সোনার নুপুর পায় বীর বেড়াপাকে ধায়
রায়বাঁশ ধরে খরশাণ।
সোনার মুকুট শিরে ঘন সিংহনাদ করে
বাঁশে দিল চামর নিশান ॥
আশি গণ্ডা বাজে ঢোল তের কাহন সাজে কোল
কাঁড় ধরে তিন তিন কাঁটি।
পরিধান বীরধড়ি কাণে ফটিকের খড়ি
অঙ্গেতে লেপয়ে রাঙ্গা মাটি ॥

কলিঙ্গরাজ-সেনার যুদ্ধ-যাত্রা।

পাত্রের বচনে রহে কলিঙ্গ নৃপতি।
কোপেতে উমব গাজি ধায় লঘুগতি ॥*
দক্ষিণেতে ধাইলা কোটাল ভীমমল্ল।
রাজার জামাতা ধায় নাম বৈরীশল্ল ॥†
সাজ সাজ বলিয়া পড়ি গেল ষাড়া।
আগুদলে সাজে গজ পাখরিয়া ঘোড়া ॥
রণাগল খান সাজে গজের উপর।
গাড়ু (?) নিশাণ আগে পাইক বিস্তর ॥
রণজয় রণসিংহ রণভীম বীরে।
রণঝটা আদি সাজে নানা অস্ত্র করে ॥
রাজপুরোহীত রণে বিষম করাল।
হয়-রণে আগুদলে রাঘব ঘোষাল ॥
অস্ত্র-বিভূশীত জানে শমর-সন্ধান।
পিঠদেশে তুনেতে পুর্নীত শোভে বান ॥
দুই পাষে কাছে বীর দুই যমধর।
আচ্ছাদিয়া তুরঙ্গম চলে দ্বিজবর ॥
ইড়িক মারীয়া অশ্বে হেলৌলেক গায়।
পতঙ্গ জিনীএ্যা ঘোড়া অতি বেগে ধায় ॥

আচ্ছাদিয়া মহীতল সাজে নব লক্ষ দল
ভূএ্যা রাজ করিলা পয়াণ।
শত শত বাজে দামা সাজিল রাজার মামা
আগু দলে বলে হান হান ॥ (কাঃ)

* আগুদলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি। (অঃ ; বঃ)
আগুদলে যুবরাজ ধায় সেনাপতি (কাঃ)

† বীরশল্য (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

পথে পথে বিভাগ করিয়া লয় ঠাট।
চারীভিতে বেড়িলান নগর গুজুরাট ॥
পূর্ব্বদ্বারে নিজোজে কোটাল ভীমরথ।
রাহুত মাহুত সঙ্গে শেনা শত শত ॥
ণিজোজে বিশাল নাম দুয়ার দক্ষিণে।
জার কোলাহলে লোক কিছু নাহি শুনে ॥
চাপীলা উমর গাজী পশ্চিম দুয়ার।
শোল শত তাজি রহে সঙ্গতি জাহার ॥
রণাগল থান রহে উত্তর দুয়ারে।
রণে ভঙ্গ দেই অরি সুনীলা জাহারে ॥
শহীন্দ্র সামন্ত চারীদিগে শত শত।
গুজুরাটে শেনা ধায় আচ্ছাদিয়া পথ ॥
য়েমন শময়ে বীর ব্যাধের নন্দন।
প্রদক্ষিণ হৈয়া পূজে চণ্ডীর চরণ ॥
লইয়া তণ্ডুল দুর্ব্বা চণ্ডীর প্রশাদ।
মস্তকে বন্দনা করি পাগ বান্ধে ব্যাধ ॥
পাসা খেলিবার হেতু বীর কৈলা মন।
হেন কালে চর আসী করে নিবেদন ॥
অভয়া ইত্যাদি ॥

নাচাড়ি ॥ ললিত।

চর-মুখে কালকেতুর গুজরাট-আক্রমণ শ্রবণ।

সভা মধ্যে বসিয়া দশ দশ বলিয়া
মোহাবীর পাশা খেলে।
য়েমন কালে চর জুড়িয়া দুই কর
শচকীত হইয়া বলে॥

বারী হৈয়া দেখ রায় আস্তে কার ঠাট।
হেন মোর লয় মতি আইসে নরপতি
বেড়িতে পুরী গুজরাট॥
ভীষণ অতি বড় আইসে গজ ঘোড়
সিন্দুরে মণ্ডিত মাথা।
সিন্দুরিয়া জেন মেঘ আইশে অতি বেগ
গগণ ছাড়ি কিবা য়েথা॥
দেখিয়াছ ণিকটে পাতিআছে শকটে
কামাণ বহু থরে থরে।
দেখে অতি সন্ধান করি যে অনুমান
কিবা আইসে নৃপবরে॥ *
হয়বর পুটলী উঠিলা খুব ধুলী †
তীরহীত হৈলা ভানু।‡
মমতা করি দুর ছাড়হ য়েই পুর
শরণ লহ গিয়া সানু॥

---

* আইসে কোন নরবর (কাঃ)
আইসে সেই নৃপবর (অঃ ; বঃ)

† হয় গজ পুটলি পবিহিত ধূলি (কাঃ)
হয়-রবে লাগে তালি উঠয়ে পথধূলি (বঃ)
হয় গজ দলাদলি উঠে পথধূলি (অঃ)

‡ তেজোহীন হৈলা ভানু (অঃ ; বঃ)

কত কত* বাজে ঢাক পাইক লাখে লাখ
কার কেহ না স্নুনে বাণী।
রায়বাঁশ তবকী বেগে ধায় ধানুকী†
শ্রবণে কলকলী স্নুণী ॥‡
হয় হৈশ রব স্নুনী§ কাপয়ে সে অবনী
ঘোরতর আড়ম্বর।
করিবর-ঘণ্টা স্নুনী উতকণ্ঠা
হৃিদয়ে লাগে ডর ॥
বাজয়ে অণুপামা রণভেরি দমামা
ঘন বাজে মহুরি কাড়া।
মর্দ্দল বাজে ঢোল বারীয়া স্নুন গোল
ডিণ্ডীম ঘন বাজে পড়া ॥
চরের মুখে ভাসা তেজিয়া খেলা পাশা
কোপীয়া ¶ মোহাবীর সাজে।
কবিবর মুকুন্দ বিরচিলা প্রবন্ধ
চণ্ডীর চরণ-শরোজে ॥

নাচাড়ি।

সুই সিন্দূড়ী।

---

* শত (কাঃ)
† ফরিকাল ধানুকী (অঃ ; বঃ)
‡ আগুদলে কনকনিশানী (অঃ ; বঃ)
§ হয়-গজের ধ্বনি (কাঃ)
হয়-গজ-রব শুনি (অঃ ; বঃ)
¶ ধাইয়া (কাঃ)

কালকেতুর রণ-সজ্জা।

স্তুনী সাজে মোহাবীর বিশম-শমর-ধীর
চর দেই নগরে ঘোষণা।
শতশত পড়ে শিলী ধায় পাক্য মোহাবলী
বীরপুরে বিবিধ বাজনা॥ *

কোপীলান ব্যাধের তনয়।
অভয়া-চরণ-ধন ভাবী বীর য়েকমন
সাজ সাজ ডাকে অতিশয়॥
বীর কাছেণ† পরিধান কোপে বীর কম্পবান
কনক টোপর শোভে শিরে।
সানা আরোপিয়া গায় জুদ্ধ করিবারে ধায়
দুই পাষে কাছে যমধরে॥
দোখণ্ডী চেয়াড় বান করাল খরশাণ
ভূসণ্ডি ত ডাবুশ আদি বান।‡
কোপ দৃষ্টে চাহে বীর দেখি কেহ নহে স্থীর
কোকনদ সমান নয়ান॥ §

---

* শত সিংহ পড়ে রাহুত মাহুত নড়ে
উত্তরোলে ব্যাল্লিশ বাজনা। (অঃ)
শত শত শৈলে পড়ে বাহুত মাহুত নড়ে
শুনি ধায় পুরী-সর্ব্বজনা। (বঃ)

† কাছ (অঃ; বঃ)

‡ দোয়াড় চোয়াড় বাণ কববাল খরশান
ভূষণ্ডী ডাঙ্গস খরশান। (বঃ; অঃ)

§ যেই দিকে চাহে বীর কোপদৃষ্টি মহা ধীর
কোকনদ-রুচির বয়ান। (অঃ)

আদেশীলা বীরবর ধায় পাক্য বহুতর
নানা অস্ত্র অঙ্গে বিভূষণ ।*
মহলা করয়ে শেনা চারি ধারে দেই হানা
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥
নাচাড়ি।
সুভগা ।

কালকেতুর যুদ্ধ ।

বীরবানা† দুই ভূজে বীর কালকেতু জুঝে
পশ্চীম দুয়ারে দেই হানা ।
পড়য়ে শে শেনাগণ ঝড়ে জেন রম্ভাবন
খর বহে রুধিরের খানা ॥
বায়ু বৈসে পত্রভাগে শমন শরের আগে
করাল ভৈরব বসে ভূজে ।
সিঞ্জিনীতে বৈসে ষেষ উন্মত্ত-ভৈরব-বেষ
জতক্ষণ মোহাবীর জুঝে ॥
কালকেতু অণুবলে জুঝে দানা রণস্থলে
উলট পালট দেই হানা ।

---

* অতিরিক্ত :—ধায় পাইক চাপ ঢাল ঢালে বান্ধে উরমাল
পায় বাজে সোনার নূপুর ।
কোন পাইক সিংহ রায় রাঙ্গাধূলি মাখে গায়
রণসিংহ পাইক ঠাকুর ।
ধাইল যতেক রাঢ় ঘোড়ে ঘোড়ে বিন্ধে কাঁড়
বাঁশে বান্ধা হাড়িয়া চামর ।
রণমাঝে দেয় হানা বাহুমূলে বান্ধে বাণা
দেখি পাইক বণে অকাতর ॥ (অঃ)

† বানা (অঃ ; বঃ)

মারে বান ভীমরথ মোহাবীর শতশত
আদপথে লুফি লয় দানা ॥
রাজ-শেনা বীর হানে মিলিয়া যোগিনীগণে
কৌতুকে গাথেন মুণ্ডমালা ।
রণে অলক্ষিত হৈয়া চৌষট্টী যোগীণী লৈয়া
উত্তরিলান শকলমঙ্গলা ॥
রাজবলে দিতে হানা ধায় শোল কোটি দানা
চণ্ডীর প্রশাদ ধরি শিরে ।
অবহেলে মারে শেনা পিয়ে রুধিরের পানা
কালকেতু সঙ্গে সঙ্গে ফিরে ॥
চৌদিগে রাজার ঠাট ঘন ডাকে কাট কাট
পরাক্রমে বীর নাহি টুটে ।
চণ্ডীকা স্বহায় জারে পাশান শরির বীরে
শেল টাঙ্গি অঙ্গে নাহি ফুটে ॥
* জার বলে নাহি রাখ বান ছাড়ে ঝাকে ঝাক
ভিমমল্ল রাজ-শেনাপতি ।
ঢাল পাতি ঢালী তায় বানে নিবারিলা তয় (?)*
কালকেতু রণে অব্যাহতি ॥
কোপেতে উমর গাজী চাপিয়া আইলা তাজী
বিরে বান করয়ে শঘন ।
রণে মোহাবীর তারে তুরঙ্গ শহিত মারে
ভাঙ্গে কোটালের শেনাগণ ॥

মোহামিশ্র ইত্যাদি ।

নাচাড়ি ।

উত্তর † দুয়ারে ঘন বাজয়ে ডিণ্ডীম ।
বীর তথি জুঝে জেন কুরুবলে ভীম ॥

---

* আনন্দে তরলমনা কাটা মুণ্ড লোফে দানা (বঃ) † পূর্ব্ব (বঃ

রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাটা।
তিন ভাই তীর বিন্ধে দিয়া চুণ-ফোটা ॥
শেণার প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বাণ-বৃষ্টি করে জেন মেঘে ফেলে জল ॥
সন্ধান পুরিয়া মোহাবীর ছাড়ে বাণ।
কাড়ি লয় দানা আসী ধনু তিন খান ॥ *
কোপেতে য়েড়িলা বাণ রণাগল খান।
রণে ভঙ্গ নাহি দেই অতি কোপবান ॥
তুরঙ্গ পদাতি কথ পড়ে তার বাণে।
কোপীত হইয়া বীর জুঝে তার শনে ॥
বীর দেখি রণাগল বলে অতি রোসে।
বসতি করহ তুমি নৃপতির দেশে ॥
প্রজা হৈয়া রাজা শনে করিলা শমর।
খর্ব্ব হৈয়া ধরিতে চাহসী সুধাকর ॥ †
নিজ হীত নাহি চিন্ত মরিবার তরে।
রাজার প্রধান জন বধিলা শমরে ॥

---

* অতিরিক্ত :—

সমর মরণ দানা নাই মানে কোপে।
আওসাব ফেল্যা তারা অন্তরীক্ষে লোফে ॥
কামানিয়া কামান পাতিল থরে থরে।
তালফল সম গোলা পূরিল অন্তরে ॥
গুরু সোঙরিয়া তাখা ভেজাল্য অনলে।
পাছু হয়্যা পড়ে গোলা নৃপতির দলে ॥ (কাঃ)

† অতিরিক্ত :—

তিন গোটা বাণ ছিল এক গোটা বাঁশ।
হাটে হাটে ফুল্লরা পসরা দিত মাস ॥
পিপীলিকাব পাখা উঠে মরিবার তবে।
রাজার প্রধান সেনা বধিলে সমরে ॥ (কাঃ)

জানী জানী অরে বট রাজার নফর।
তো সনে উচিত নহে আমার উত্তর॥
কাঠরিয়া ছিলা কিনা কলিঙ্গ নৃপতি।
বর দিয়া রাজা কৈলা দেবী ভগবতি॥
কলিঙ্গ রাজার জানি শকল বারতা।
রণ ছাড়ি জাহ তুমি লৈয়া নিজ মাথা॥
আনাআনী * গালাগালী দুই বীরে রোশে।
দুই বীরে রণ জেন তুরঙ্গা মহিশে॥
ঝন ঝন বাজয়ে দোঁহার † তরয়ার।
দুই দলে শিলী ফেলে ধুমে অন্ধকার॥
কালকেতু বীর জানে শমরের শন্ধি।
মালে মালে রণ জেন দুঁহে বিন্ধ্যাবিন্ধী॥
মণী হেতু রণ জেনে কেশরী-প্রসেনে।
মাংশ হেতু রণ জেন শচানে শচানে॥ ‡
বিরের দাপটে পড়ে নৃপতির দল।
গজবল-চাপনে জেমন ভঙ্গ নল॥
যেমন নৃপতি শত আস্যে গুজরাটে।
হেলাতে মারীতে তারে কালুরে না য়াটে॥
দুই দলে বোলাবুলী § দুঁহে কম্পবাণ।
আকর্ণ পুরিয়া দুই দলে য়েড়ে বাণ॥

---

* হানাহানি (অঃ) † লোহার (কাঃ)

‡ অতিরিক্ত :—দশনে দশনে রণ মাতঙ্গমগণ।
ঘোড়ায় ঘোড়ায় রণ চরণে চরণ॥
উড়া পাক মারে পাকি ঢাল কর‍্যা মাথে।
ঠেলাঠেলি করি কেহ যায় যমপথে॥
রুধিরের সাগরে সাঁতরে ঘোড়া হাথি।
স্থল নাই পায় ঘোড়া ডুব্যা মরে তথি॥ (কাঃ)

§ গালাগালি (কাঃ)

তাড়িপত্র খাণ্ডা করে বীর মোহাবল।
গজের শহিত পড়িলান রণাগল ॥
বিষম শহীন্দ্য চলে দক্ষিণ দুয়ারে।
জয়ঢাক বাজে কাড়া বীরের নগরে ॥
উত্তর দুয়ারে জয় করি মোহাবীর।
দক্ষিণ দুয়ারে উত্তরিলা রণধীর ॥
উত্তর দুয়ারে রাজ-সেনা দিল ভঙ্গ।
শ্রীমুকুন্দ কহে সুনী দ্বিজরাজ-রঙ্গ ॥

নাচাড়ি ॥

ললিত।

দক্ষিণ দুয়ারে বীর জুঝে তেজধাম।
রাবণের রণে জেন জুঝেন শ্রীরাম ॥

দুন্দভি সুমধুর ঘন বাজে রণতর
ঘন ঘন বাজয়ে ঢোল। *
দুই দলে মিলিয়া নানা বাণ কাছিয়া
গুজুরাটে উঠিল গোল ॥
দবাগিনী-তর্জ্জন অতিশয় গর্জ্জন
সমরে বহু আগুলালী।†
বেড়িয়া গুজরাট ডাকয়ে মার কাট
রকতে বহে নদী খালী ॥‡

---

* চৌদিগে ধাঁ ধাঁ বাজয়ে দামামা
তবকী তবকে রোল। (কাঃ)

† দুই দলে বহে আগুলালি। (কাঃ)

‡ পাঠান্তর :—
ডিণ্ডিম ডম্বর পূরয়ে অম্বর
ঘন ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে বেণী বণজয় সানী
গুজরাটে হইল কম্প ॥

§ নৃপতি-শেণাগণ   হইয়া কোপমণ
করয়ে বাণ বরিশণ।
দেখিয়া মোহাবীর   হইল অস্থির
আসীয়া লোকে দানাগণ॥
রণ মাঝে আসিয়া   মোহাবীর কোপিয়া
ধরিয়া মারে করিবর।
ধরিয়া ধনু বানে   জতেক শেণা হাণে
শত শত পড়ে বীরবর॥
কোপীয়া বৈরীশল্য   প্রবেশে রণতল
মোহাবীরে সন্ধান পুরে।

কোটাল বীববর   ছাড়য়ে খর শব
মেঘে যেন পানীব পসলা।
ঠেকিয়া বীরের গায়   পাছু পুন হৈয়া যায়
পুষ্পের যেইছন মালা॥ (অঃ)

§ পাঠান্তর :—
কোটালের আগুদল   ধাইল গজবল
লোহাব মুদ্গাব শুণ্ডে।
রুষিয়া বীববর   করয়ে থবশব
মুটকী মারিয়া মুণ্ডে॥
করিবর-শুণ্ডে   ধরিয়া তুণ্ডে
মুটকি মারি দিল টান।
ছিণ্ডিল শুণ্ড   ভাঙ্গিল মুণ্ড
কাঁথড়ি যেন থান থান॥
ধরিয়া রণে   তুবঙ্গ-চরণে
মাথায় তুলি দিল নাড়া।
রঙ্গ ছাড়িল   তুরঙ্গ পড়িল
হাথে বহিল ফড়া॥ (কাঃ)
বীরবর লম্ফে   বসুধা কম্পে
অষ্ট কুলাচল ফিবে।
ফণিগণ ছাড়িল   মণিগণ পড়িল
ফণিপতি মাথা ঘুরে॥ (অঃ; বঃ)

কোপে কালকেতু বীর মুঠকী শারী কর
করিবর-সংহতি মারে ॥
বীরের পরাক্রম দেখিয়া নিরূপম
নৃপ-শেনা দেই ভঙ্গ।
জিনিলেক শমর দক্ষিণে বীরবর
সুনী দ্বিজ নৃপতির রঙ্গ ॥

নাচাড়ি ॥

সুভগা ॥

* বীর শমরধীর পুরুব দুয়ারে ঝাপাই সিংহ-আকার।
অভয়া-পদে নিজ চিত্ত নিবেশীয়া নীর্ভয়ে করে মোহামার ।১।

---

* পাঠান্তর :—

পূর্ব্ব দুয়ারে বীর ছিল বনাগল।
বীরের দাবড়ে সেনাগণ পড়ে
রক্তময় হইল সকল ॥
হবীব উল্লা সেখ সাদুল্লা
রাজ-সেনা পাটে পাট।
বীরের আগুয়ান করিল সন্ধান
হান হান শব্দে ভাঙ্গে ঠাট ॥
বিষম করাল রাঘব ঘোষাল
করবাল মারে বীরের অঙ্গে।
বীরের অঙ্গে করবাল ভাঙ্গে
স্বর্গে ত্রিপুরা হাসে রঙ্গে ॥
রণ করে যুবরাজ সেনাপতি পায় লাজ
রাজ-শরাসন পুরে।
উভারে বীরে বীর চর্ম্ম ধরে
চর্ম্মের উপরে ঘুরে ॥
ভীমরথ ভীমমল্ল আর বীরসেন শল্য
ভাঙ্গি উভারে বীরে।

কোটালের আদেশে জত সেনাপতি ফরিকাল হয় আগুয়ান।
কোপীয়া মোহাবীর ফরিকাল নিজোজি কাটিয়া করে খান খান ।২।
কোপেতে কোটাল মত্ত করিবর পাঠাইয়া দিলান শমরে।
চণ্ডীর আদেশে দানা আখির নিমিষে সুণ্ডে ধরি আছাড়িয়া মারে ।৩।
কোপেতে ধানকী পাতিলান ধনুক মার মার উঠিলা গোল।
বিরের শহীন্যে জত কোটালের শেনা হানে ঘন বাজায় জয়ঢোল ।৪।
কোপেতে নরসিংহ শমরতলে আসিয়া ধনুক পাতিলা অতি কোপে।
শেনাপতি বিরেরে মারয়ে অতি খর বাণে দেখিয়া দানাগণ লোফে ।৫।
যোগীণী মিলি অভয়া রণে আসিয়া দৈত্য দানব দানা আনে।
হুঙ্কার শ্বাসে পড়িলা রণে কোন বীর দৈত্য দানব কারে হানে ।৬।
রাজপুরোহিত যেত ভিমরথ দেখিয়া ধনুকে সন্ধান জোড়ে।
রণপণ্ডীত শেণা মারয়ে লাখে লাখ দৈত্য দানবপতি — ।৭।
অধর — শমা — কিবা কম্পিত হইলা দবাগিনী-তর্জ্জন স্নুনী।
পুন দেবী ব্যাধতনয়-রণে কোপীয়া জুঝে রণে নাচয়ে যোগীনী ।৮।

বীরের অঙ্গে শেল জাঠি ভাঙ্গে
বঙ্গে শিবা শঙ্খ পুরে ॥
এমন সময়ে দানাগণ নাচয়ে
বীর মাবে মালসাট।
বীরের বিক্রম ভীমসম যম
সমরে যোড়ে কাট কাট ॥
সমরে বীরবর ধরিয়া করীবর
মাথায় তুলে দিল পাক।
শুণ্ড গেল ছিঁড়ে হস্তী মণ্ডলে পড়ে
তার সেনা পড়ে লাখে লাখ ॥
জগদবতংসে পালধি-বংশে
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পুর তার কাম ॥ (অঃ)

নানা অস্ত্রে শহীন্য পড়িলা রণে শত শত রণ তেজে কোটাল ত্রাশে।
জিনীয়া শমর বীর চলিলা নিজ পুরী — মুকুন্দ ভাসে।৯।

নাচাড়ি ॥

রাজ-সেনা-ভঙ্গদর্শনে ভাঁড়ুদত্তের চিন্তা।

রাজ-সেনা ভঙ্গ দিলা ভাড়ু ভাবে দুঃখ।
আজি ভাড়ু দত্তে হৈলা বিধাতা বিমুখ.॥
পরিবার আমার রহিলা গুজরাটে।
গণীতে কাকড়ি জেন বুক মোর ফাটে ॥
চিন্তায় বিরষ ভাড়ু বিক্রমে বিশাল।
নিষ্ঠুর বচনে বলে গর্জ্জিয়া কোটাল ॥
শেনাপতি শোমন্ত * সভার বিদ্যমান।
বীর ধরিবার তরে আগে লৈলা পান ॥
তঙ্কা লক্ষ বিরের খাইয়া পারা ধুতি।
ভাড়ুদত্ত থাকিতে পালায়্যা জাবে কতি ॥
গাছ দাগে ডাল ভাঙ্গে লোকে করে সাক্ষি।
কোটালে ভাঁড়ুর বাক্যে লাগিলা ভেলকী॥
কোটাল ভাঁড়ুর বাক্যে গুজরাট বেড়ি।
রহ রহ করিয়া দামায়ে মারে বাড়ি ॥
শমর করিতে পুন আস্তে কালকেতু।
ফুলরা বলয়ে কিছু জীবনের হেতু ॥

অভয়া ইত্যাদি ॥

নাচাড়ি।

শ্রীগান্ধারী ॥

---

* সামন্ত (কাঃ; অঃ; বঃ)

কালকেতুর প্রতি ফুল্লরার উপদেশ।

প্রভূ স্থনহ আমার উপদেশ।

হারিয়া জে জন জায় পুনরপি আস্যে তায় *
হেতু কিছু আছয়ে বিশেষ॥
যদি আছে জিজিবিসা † তেজিয়া দেশের আসা
প্রাণ লৈয়া জাহ মোহাবীর।
আজি পূর্ণ হৈলা কাল সাজি আল্যা মহিপাল
তার রণে কেবা হবে স্থীর॥
নখররঞ্জিণী খুরূ ‡ নাহি কাটে তালতরু
ফুলরার শুনহ বিনয়।
স্থন নাথ সবিশেষ যদি না ছাড়িবা দেশ
রামায়ণে স্থনেছি নিশ্চয়॥
স্থগ্রীবে জিনীয়া রণে দইয়াতে রাখিয়া প্রাণে
আরোপিলা হৃদয়ে পাশান।
বিষম-শমর-ধীর কিসিকিন্ধ্যা আল্যা বীর
জয়-ঘণ্টা বাজায়্যা নিসান॥
স্থগ্রীব পালায়্যা জায় আশ্বাসীলা রাম তায়
সখাভাব দুহে ঋষ্যমুখে।
স্থগ্রীব রামের তেজে বালীর দুয়ারে গাজে
ধায় বালী রণ-অভিমুখে॥

---

* যুদ্ধ চায় (কাঃ) † থাকে প্রাণ-আশ (বঃ)
‡ নরু (বঃ) ; খরু (অঃ)

কান্দিয়া যেমন কালে চরণে ধরিয়া বলে
পতিব্রতা বালীর রমণী।
আমী করি নিবেদন আজি না করিহ রণ
হেতু কিছু আমী মনে গণী॥
জে জন তোমার ভয় ঋষ্যমুখে স্থীর নয়
সে জন দুয়ারে দেই ডাক।
হেন বুঝি কার বলে আল্যা বীর রণ-স্থলে
ছলে পাছে পাড়ায় বিপাক॥
বাল্যে বিড়ম্বিলা বিধি না স্থনে জাইয়ার বুদ্ধি
সমরে পড়িলা রাম-শরে।
ফুলরার কথা রাখ কথকাল জিয়ে থাক
না চড়িহ * রাজার সমরে॥
ফুলরার কথা শুনী বীর হিতাহীত গণী
লুকাইলা গিয়া ধান্যঘরে।
রামায়ণ উপাক্ষাণ শ্রীকবিকঙ্কণ গান
স্থখে থাকি আরড়া নগরে॥
ধানসী॥

কোটালের চিন্তা।

বেড়ি পুর গুজরাট লইয়া রাজার ঠাট
কোটাল ভাবেন মনে মন।
নাহি স্থনী শিঙ্গা কাড়া না পাই বিরের ষাড়া
* হেতু কিছু আছয়ে গণণ॥

---

* চলিহ (কাঃ); যাইহ (বঃ)

শঙ্কা করি নিজ মনে নাহি রহে এক স্থানে
নিরবধি চঞ্চল-লোচন।
লুকাইয়া থাকে ব্যাধ পাছে পাড়ে পরমাদ
য়ই চিন্তা ভাবে অনুক্ষণ॥
দেই অতি লাফ দাপ হৃিদয়ে অন্তর কাঁপ
আশ্বাস করয়ে শেনাগণে।
ধরি দিব কালকেতু ভয় নাহি তার হেতু
য়েকলা ধরিয়া দিব রণে॥
আপনা বুঝাতে নারে পরকে প্রবোধ করে
ভয় য়ঙ্গ পুলকে পট্টুল *।
চলিতে না চলে পায় মুখে না নিস্বরে রায়
তরাশে কোটাল হীনবল॥
যদি উচ্চ স্থান পায় সম্ভ্রমে উঠিয়া তায়
আট দিকে করে বিলোচন †।
উভ করি দুই শ্রুতি গুজরাটে দেই মতি
নিবারিয়া জতেক বাজন॥
শোণরে কোটাল ধর্ম্ম কেন হৈল হেন কর্ম্ম
মোর আজি শংশয় জীবন।
বীর-কালকেতু-ভয় লুকাইয়া কেহ রয়
ছলা করি রহে কোন জন॥
কোটালের ভয় দেখি ভাড়ু দত্ত হৈয়া দুঃখি
কহে কিছু বিশেষ উপায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
কবিকঙ্কণ রস গায়॥

শ্রীনাচাড়ি।

---

* পুলকি উঠিল (বঃ) † বিলোকন (বঃ; অঃ)

ভাঁড়ুদত্তের চাতুরী।

বাহির গড়েতে সভে থাকহ বসিয়া।
মোর বুদ্ধে মোহাবীরে আনীব ধরিয়া॥
মোর সঙ্গে দেহ সবে য়েকটি ব্রাহ্মণ।
তার হাতে দেহ ধান্য কুসুম চন্দন॥
রাজা দিয়াছেন পান তোমারে প্রশাদ।
য়েমন বলিয়া গিয়া ভাণ্ডাইব ব্যাধ॥
ছল বুদ্ধে জানী গিয়া বীরের চরিত্র।
ষাড়া নাহিঁ দেই বীর করে কোন রীত॥
আপনার বলে সভে থাক সাবহীত।
বীরের জানীয়া কাজ আসীব তুরিত॥
তোমা সঙ্গে নির্ব্বন্ধ করিল দুই দণ্ড।
ইহা বই বেড়্য পুরি লইয়া প্রচণ্ড॥
ভাড়ুর যুগতি লাগে কোটালের মনে।
আপন ব্রাহ্মণ দিলা ভাঁড়ুদত্ত শনে॥
ব্রাহ্মণ সহিত ভাড়ু হৈয়া শচকিত।
বিরের ভবনে আসী হৈল উপনীত॥
য়েক দুই তিন দ্বার ভাড়ুদত্ত জায়।
দুয়ারি প্রহরি কিছু দেখিতে না পায়॥
নির্ভয় হইয়া জায় চারি পাচ দ্বার।
জনশূন্য দেখে জত উত্থান বেহার॥
শপ্তম মহলে দেখে ফুলরা সুন্দরী।
আগে পাছে বসে আছে শাত শহচরী॥

খুড়ি খুড়ি বলি ভাড়ু করিলা জোহার।
অঞ্জলী করিয়া কহে কপট প্রকার॥

অভয়া ইত্যাদি॥

নাচাড়ি॥

ধানসী॥ শ্রী।

ফুল্লরার নিকট ভাড়ুদত্তের কপটতা।

শুন গ শুন গ খুড়ি জত কাজ ছিলা ডেড়ি
আমী তা করিল সমাধান।
খুড়া মোর কোথা গেলা য়েই শুভক্ষণ বেলা
লহ আসী নৃপতির পান॥
নাহি করি নিবেদন কাটাল্য গহন বন
য়েই হেতু রাজা কৈলা রোস।
খুড়ার পাকাল্যা দেখি নৃপ অতিশয় সুখি
বিরে রাজা পরম সন্তোষ॥
বিরের ধনের বাদ ছিলা বড় পরমাদ
নাবড়ে কহিলা রাজ-স্থানে।
করিল অনেক ন্যায় ক্ষেমীলা শকল দায়
ভয় কিছু না করিহ মনে॥
মনে পায়্যা পরিতোশ দুর কৈলা অভিরোস
বিরেরে করিব শেনাপতি।
গুজরাটে জাইগিরি আর দিব মধুপুরী *
ইবে তুমি বড় ভাগাবতি॥

---

* অষ্টপুরী (বঃ)।

মোর কথা খুড়ি শুন খুড়াকে ডাকিয়া আন
মনে কিছু না করিহ শঙ্কা।
নিজ যদি পর হয় তবে বিপক্ষের ভয়
বিভিশনে নাস কৈল লঙ্কা॥
রথ পত্তি ঘোড়া হাথি সামন্তাদি সেনাপতি
বীর হৈব সবের প্রধান।
পান দিয়া মোর হাথে ব্রাহ্মণ দিলেন সাথে
অবিলম্বে করুন পয়ান॥
প্রাণদাতা বীর স্বামী তাহার সেবক আমী
না বাসীহ মোরে তুমি আন।
খুড়া কৈলা অপমান নাহি কৈল অভীমান *
তার কাজ্যে আমী শাবধান॥
ঠকের মধুর বাণী য়েক চিত্তে রামা সুনী
ধান্যঘরে দিলা বিলোচন। †
সুচতুর ভাড়ুদত্ত ইঙ্গিতে বুঝিলা তত্ত্ব
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ॥

ললিত।

একাকী কালকেতুর যুদ্ধ।

ভাড়ুর বিলম্বে কোটোয়াল দম্ভে
বিরের বেড়িলা ঘর।
গজের আড়ম্বর সুনীঞা বীরবর
বাহির হৈলা সত্বর॥

---

* বিজ্ঞাপন (অঃ; বঃ)

† ধান্যধর কৈল বিলোকন। (বঃ)

রুষিয়া বীর ধায় মারি মুঠকির ঘায়
জুঝে বীর কোটালের বলে।
ধরিতে জেই জায় শেই মুঠকী-ঘায়
পড়য়ে অবনীতলে ॥
দেখিয়া রণজয় রণভীম দুর্জ্জয় *
বধিতে ধায় দুই মাল।
দুই মুঠকি-ঘায় দুঁহে গড়াগড়ি জায়
শিরে ঘা মারে কোটোয়াল ॥
† হইয়া কৌতুকে কেহ কাছি ধনুকে
বাণেতে ছাইলা আকাশ।
শাণাতে ঠেকী বাণ হইলা খান খান
দেখি সবে পাইলা ত্রাশ ॥
বীর কাছে ধরিয়া পেলিলা তুলিয়া
ভূমিতে পড়ি হইলা চুর।
ধরিয়া করিবর উভ করি বীরবর
পাকা দিয়া ফেলাইলা পুর ॥
য়েত সব দেখিয়া পদ্মাবতী মিলিয়া
অভয়া চিন্তেন মনে।
সুরচন ললিত অভয়া-চরিত
মনোহর মুকুন্দ ভণে ॥
নাচাড়ি ॥

---

* তেজিয়া প্রাণভয় রণভীম রণজয় (কাঃ)

† পাঠান্তর :—

কোটালেরে বীরবর করয়ে থর শর
মেঘে যেন পানি পসলা।
বাজিয়া বীরের গায় পুন পাছাইয়া যায়
যেইছন পুষ্পের মালা ॥

কোটাল কর্ত্তৃক কালকেতুর বন্ধন।

বিরের সাপের কাল হৈলা অবশানে।
সুরপুর না জাই ইন্দ্রের অভিমানে॥
সম্পূর্ণ শময় হৈল * কাল নাহিঁ আর।
ইহার ভিতরে করি পূজার প্রচার॥
সখি সঙ্গে জুক্তি চণ্ডী করিয়ে সকল।
সেই ক্ষণে হরিলা বীরের বাহুবল॥
চতুরঙ্গ দলেতে কোটাল বীরে বেড়ে।
শহিন্যের ঠেলাঠেলী বীর ভূমে পড়ে॥
বিশ বিশ জনে তার ধরে এক হাথ।
বীরে ধরি কোটাল শোঙরে বিশ্বনাথ॥

বীরবর লম্ফে বসুধা কম্পে
অষ্টকুলাচল ফিরে।
ফণীগণ ছাড়িয়া মণিগণ পড়িল
ফণিপতি মাথায় ঘুরে॥
ধরিয়া রণে ভুবঙ্গ-চরণে
মাথায় তুলি দিল নাড়া।
রঙ্গ ছাড়িয়া ভুবঙ্গ পড়িল
হাথে রহিল ফড়া॥
বীরের বিক্রম দেখিয়া নিরুপম
অভয়া চিন্তেন মনে।
ললিত প্রবন্ধ দ্বিজবর মুকুন্দ
আরড়া মহাস্থানে॥ (কাঃ)

* বিংশতি বৎসর বহি। (বঃ)

রত্নের কুণ্ডল লহ রত্নময় হার।
নফর করিয়া রাখ স্বামীরে আমার ॥
গো মহীষ ধান্য লহ অমূল্য ভাণ্ডার।
বিপদ-শাগরে তুমি হয় কর্ণধার ॥
পিতা হৈয়া দোহাকার রাখি জাহ প্রাণ।
দিয়া কুলিতার ধনু তিন গোটা বাণ ॥
বিচারিয়া দেখ অপরাধ নাঁহি করি।
ণিজ ধন দিয়া বীর বশাইলা পুরী ॥*
কার না লয়্যাছি রাজা করয়ে কোপন। †
ললিয়া গড়িয়া রাজা লেগু জত ধন ॥ ‡
নিশ্চয় বধিবে যদি বিরের পরাণ।
য়েক অসিঘাতে আগে ফুলরারে হান ॥
তবে সে করিহ মোর প্রাণনাথে দণ্ড।
পিতৃপুণ্যে আমারে শাজিয়া দেহ কুণ্ড ॥
ফুলরার বিলাপ স্তুনীঞা ণিসিশ্বর।
ফুলরার প্রতি কিছু কহেন উত্তব ॥
ণিবিষ্ট করিয়া মন অভয়ার পায়।
মধুর মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গায় ॥

নাচাড়ি

---

* অতিবিক্ত :—চুবি নাহি কবি কোটাল ডাকা নাহি দি।
ধন দিয়া গেল দুর্গা হেমন্তেব ঝি ॥ (বঃ)

† কার নাহি রাজস্ব লয়্যাছি এক পণ। (কাঃ)
কারু নাহি লই রাজ্য কাকে এক পণ। (অঃ ; বঃ)
ললিয়া গণিয়া লেকু যত আছে ধন। (কাঃ)
তৌলিয়া গণিয়া রাজা লৌক যত ধন। (অঃ , বঃ)

ফুল্লরাকে কোটালের সান্ত্বনা ও কালকেতুকে লইয়া রাজসমীপে গমন।

স্থন গ আমার বাক্য ফুলরা সুন্দরি।
আমার শকতি বিরে ছাড়িতে না পারী ॥
পরের অধিন আমি নহি শতন্তর।
লঘু দোসে রাজা দণ্ডে তব প্রানেশ্বর ॥*
কহিল তোমার ঠাই স্বরূপ বচন।
রাখিব রাজারে বলী বিরের জীবন ॥
প্রবোধ না মানে রামা কান্দয়ে ফুলরা।
বিরে ধরি লৈতা হৈলা কোটালের ত্বরা ॥†
তুলিলা কোটাল বিরে গজের উপর।
চৌদিকে বেষ্টিত শেণা চলিল সত্বর ॥
দিন অবশেষে গিয়া প্রবেশে কলিঙ্গে।
কলিঙ্গের লোক দেখিবারে ধায় রঙ্গে ॥
বার দিয়া বসিয়াছে কলিঙ্গ-ভূপাল।
ডানীভাগে পুরোহিত বিজয় ঘোষাল ॥
বামভাগে মোহাপাত্র নরসিংহ দাস।
শমুখে পাঠক সিংহ পড়ে ইতিহাস ॥
রাজার সভাতে বৈশে সুপণ্ডিত-ঘটা।
পিতবাস পরিধান ভাল জুড়ি ফোটা ॥
গোবিন্দ বিশ্বাস বৈস্থে সভায় বিদুর।
শ্রীয়মন্ত খান বৈসে রাজার সমুর ॥

---

* লঘুদোষে গুরুদণ্ড করে নৃপবর। (কাঃ ; অঃ; বঃ)

† অতিরিক্ত ঃ—হাথে বাঘ-হাতা দিল গলায় জিঞ্জির।
চরণে ডাড়ুকা দিয়া বান্ধে মহাবীর ॥ (বঃ)

ছয় পুত্র নয় নাতি আঠার ভাগিনা।
গুনীজন গায় গীত বাজাইয়া বিনা॥
চারীদিগে রাহুত মাহুত শেনাপতি।
মহলা রাজার করে তুরগ পদাতি॥
শামন্তের অধিপতি নৃপতির মামা।
সভাতে বসিয়া সুণে কোটালের দামা॥
বিচার করয়ে তারা মিলি সভাজন।
হেন বুঝি কোটাল জিনীলা আজি রণ॥
য়েমন বলিতে তথ্যা আল্যা নিশাপতি।
বীর ভেট দিয়া নৃপে করিলা প্রণতি॥
বিরে দেখি কোপে রাজা লোহিত লোচন।
ভীযণ ভাষায়ে তারে বলেন বচন॥

অভয়া ইত্যাদি॥

নাচাড়ি॥

কলিঙ্গ-নৃপতির সহিত কাল-কেতুর কথোপকথন।

মল্লার চৌপদী।

কোন দেশে নিবস নিবাস কোন গ্রাম।
তোমার দেশের হে রাজার কিবা নাম॥
কেবা তথি মোহাপাত্র কেবা অধিকারী।
য়েতেক বা ধর তেজ কার আজ্ঞাকারী *॥

---

* আজ্ঞা ধরি (অঃ ; নঃ)

আমা নাহি চিন ব্যাধ হইয়া প্রবল।
অচিরাত দিব আজি অনবের (?) ফল ॥*
গুজুরাটে বসতি নিবাসী চণ্ডীপুর।
সেই ত দেশের রাজা মহেশ ঠাকুর ॥
আমি তথি মহাপাত্র চণ্ডী অধিকারী।
তাঁর তেজ ধরি আমি তাঁর আজ্ঞাকারী ॥
বিচার করিয়া রায় হে কর‍্য মোরে রোস।
পরিণামে জানিবে বীরের নাহি দোস ॥
কোন সাধুজনে বধি পালী বহু ধন।
আমা না গোচর করি কাটালী কানন ॥
ধনের গরবে মোরে কর পরিহাস।
কত কত সেনাপতি কৈলী মোর নাশ ॥
ছুঁতে না জুয়ায় দেখ অতি নিচজাতি।
সভামধ্যে বসিয়া কথার স্নন ভাঁতি ॥
কোন সাধুজনে রায় নাহি করি বধ।
ধন দিয়া চণ্ডী মোর বাড়াল্যা সম্পদ ॥
তাঁহার আদেসে আমি কাটাল্যাঙ বন।
তার ধন দিয়া তথি বসাইল জন ॥
মোর বোলে অবধান কর নৃপমণী।
দোস গুণ ভারি জয়া হেমন্ত-নন্দিনী ॥†
মরিচি কশ্যপ প্রজাপতি পুরন্দর।
ধেয়াণে চরণ জার না পায় অন্তর ॥ ‡

---

* অচিবাৎ দিব আমি তার প্রতিফল। (বঃ ; অঃ)
অচিরাতে দিব তোরে সমুচিত ফল। (কাঃ)

† দোষগুণের ভাগী হন নগের নন্দিনী। (অঃ ; বঃ)
দোষগুণেব ভারি বটেন নগেন্দ্রনন্দিনী। (কাঃ)

‡ ধ্যানেতে চরণ যাঁব না পান অন্তর। (বঃ ; অঃ)
ধেয়ানে না পায় যার চবণ গোচর। (কাঃ)

ণিচ জাতি ব্যাধে কি * চণ্ডিকা দিল ধন।
যেই না কথায় পাতিয়ায় কোন জন॥†
অবিলম্বে যেই ব্যাধে দেহ গজতলে।
যেমন উত্তর জেন কেহ নাহি বলে॥
দেহ যদি গজতলে ণিবারিতে নারী।
লভ্য অপচয় অধিকারী মাহেশ্বরী॥
বিচিল আপন তনু অভয়ার পায়।
তোমার তর্জ্জনে কালকেতু না ডরায়॥
অবধান কর রায় করি ণিবেদন।
জনম হইলা হয় অবশ্য মরণ॥
রাজার বচনে গজ আনে মোহামাত্র ‡।
চরণে ধরিয়া কিছু ণিবেদয়ে পাত্র §॥
ণিবিষ্ট করিয়া মন অভয়ার পায়।
মধুর মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গায়॥

কালকেতুর কারাদণ্ড।

পাত্র মিত্র পণ্ডিত বুঝায়্যা নরপতি।
কালকেতু বধিতে না দিলা অনুমতি॥
রাজার তর্জ্জনে ব্যাধ নাঁহি করে ভয়।
দেবতার কৃপা হেতু আছয় নির্ভয়॥
চণ্ডীর চরণ বিনে নাহি ভাবে আন।
বিরকে বধিতে কেহ না দিলা বিধান॥

---

* ব্যাধকে (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

† এমন কথায় বে পাত্যায় কোন জন। (কাঃ)

‡ আনিলেক মাত্র (কাঃ)

§ বলে মহাপাত্র (কাঃ)

সভার বচনে রাজা না মারিলা বীরে।
আদেশীলা বন্দি করি থুতে কারাগারে ॥
দশ বিশ পোতামাঝি বিরে লইয়া যায়।
য়েকমুখি বন্দীঘরে প্রবেশ করায় ॥
ঘরখান শয়া ক্রোশ বন্দির আলয়।
অন্ধকার দিবসে দুপরে তায় হয় ॥ *
প্রবেশ করাল্যা বিরে সেই বন্দীশাল।
অত পাষী বন্দী তথা আছে চিরকাল ॥†
বন্দি দেখি মোহাবীর বলে ভাই ভাই।
উশারিয়া দেহ মোরে য়েতটুকি ঠাই ॥
হাড়ী দিতে মোহাবীর হৈলা উর্দ্ধমুণ্ডা।
চারি দিকে পোতা পাক্য দেই তুষধুণ্ডা ॥
চুলে দড়ি দিয়া চালে বান্ধে মোহাবীর।
বিষম বন্ধনে তার চক্ষে পড়ে নীর ॥‡
বুকে তুলি দিলা সাত সাঙ্গাব পাথর।
পাথর চাপানে বীর করে থরথর ॥
মনে ভাবে মোহাবীর এ বড় প্রমাদ।
ফুলরা স্মোরণ করি করয়ে বিশাদ ॥

অভয়া ইত্যাদি ॥

নাচাড়ি ॥ কৌ ॥ গান্ধারী।

---

* সওা কোশ ঘবখান একটি দুয়ার।
দিবস দুপুরে তাহে ঘোর অন্ধকাব ॥ (কাঃ ; বঃ)

† প্রবেশ কবাল্যা বীরে আন্ধারিয়া কোণে।
উপবাসী * বন্দী তথা আছে শণে শণে ॥ (কাঃ)
* শত শত (বঃ)

‡ হাথে হাথবাগা দিল গলায় জিঞ্জীব। (কাঃ)

কালকেতুর খেদ।

* কান্দে বীর ফুলরার মোহে।

দাবানল জিনী শ্বাস বদনে করুণ ভাস
জলসয্যা লোচনের লোহে ॥

প্রিয়ে ! .
তোর বাক্য নাহি ধরি চণ্ডিকার রত্নাঙ্গুরি
লইল আপন মাথা খায়্যা।
সুখেতে থাকিতে নিধি দিয়া বিড়ম্বিলা বিধি
কে মোরে দিবেক পদছাইয়া ॥
কুলিতার ধনুখান তিন গোটা ছিলা বাণ
আছিলাঙ আপনার দম্ভে।
কেবা চাহে এ সম্পদ ধন দিয়া কৈল বধ
ইবে চণ্ডী আমারে বিড়ম্বে ॥
জেই কালে ম্যাহেশ্বরী মনোহর বেশ ধরি
বসি ছিলা আমার কুটিরে।
তুমি বৈলা অনুত্তর † আপনী যুড়িল শর
য়েই হেতু ছাড়িলা বিরেরে ॥
মজিলাঙ কারাগারে তোমা শমর্পীব কারে
ফুলরা হইল অনাথিনী।
মাংস বেচী ছিনু ভাল ইবে শে পরাণ গেল
বিবাদ সাধিলা কাত্যায়নী ॥

---

* বড় পরমাদ ভাবয়ে বিষাদ (বঃ)
† কৈলে কদুত্তব (কাঃ ; বঃ)

শোণ্ডরে চণ্ডিকামন্ত্র পূজার বিধান তন্ত্র
মনে মনে পূজন পার্ব্বতী।
তেজিয়া বিশাদ মতি মোহাবীর করে স্তুতি
হৃদয়ে ভাবিয়া ভগবতী ॥

মোহামিশ্র ইত্যাদি ॥

নাচাড়ি ॥

জয় ॥

জয় কালী কালকেতু রক্ষিবার তরে।
কৈলাস তেজিয়া কালী উর কারাগারে ॥ ধু ॥

চৌতিসা।

কালী কপালীনী কান্তা কপোলকুন্তলা।
কালরাত্রী কঞ্জমুখি * কত জ্ঞান কলা ॥
কলিকার কলুশ করহ মোর নাস। †
কলাঙ্গে কপট করি রাখ নিজ দাস ॥ ১ ॥
‡ খরতর রাজা গ যেমন খুরধার।
খণ্ড খণ্ড কলেবর করিলা আমার ॥
খেদ খণ্ডাইবে মাতা খল করি নাশ।
খণ্ডীয়া শকল দুঃখ রাখ নিজ দাস ॥ ২ ॥

---

* কুঞ্জমুখী (অঃ) কুন্দমুখী (কাঃ)

† কাবাগারে কালুর কলুষ কর নাশ। (বঃ)
কলিকালে কালুব কলুষ কর নাশ। (অঃ)
কালিকা কলুষ মোর করহ বিনাশ। (কাঃ)

‡ অতিরিক্ত :—
তব ধন হেতু মাতা তব ধন হেতু।
দগধি কলিঙ্গ রায় বধে কালকেতু ॥ (কাঃ)

গিরিশ * গণেশ-মাতা গতি সভাকার।
গকুলরক্ষিণী গোপকুলে অবতার॥
গহন নিগড়ে গৌরী দগধে শরীর।
গলিত কর মাতা গলার জিজির ॥ ৩ ॥
ঘোররূপা ঘোরতপা ঘোষণ ভূষণা।
ঘনরবা কৈলা রণে ঘণ্টার বাজনা॥
ঘরঘর মুখে রায় গায় কালঘাম। †
ঘরের সেবক ঘোরা শোঙরয়ে নাম ॥ ৪ ॥ ‡
চঞ্চল-চেতন আমি চল্লিষ বন্ধনে।
চোরের চরিত্র হৈনু চণ্ডিকার ধ্যানে ॥§
চড় চাপড়েতে চণ্ডি চণ্ড কর চুর।
চরাচর-গতি মাতা বন্দি কর দূর ॥ ৫ ॥ ¶
ছলধারী রাজা গ ধনের ছলে বান্ধে।
ছিএে ধন দিয়া ছাড় বিনু অপরাধে॥**
ছেদন করয়ে রাজা তব ধন-ছলে।
ছাইয়া দিয়া ছাইয়া-রূপা বাখলে (?)॥ ৬ ॥††

---

* গিরিজা (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

† ঘনশ্বাস বহে মুখে গায়ে কালঘাম। (অঃ ; বঃ)
ঘনঘন মুখ রাঙ্গা গায়ে কালঘাম। (কাঃ)

‡ অতিরিক্ত :—
উচ্চ নীচ সমান করিতে জান তুমি।
উমা মাহেশ্বরী মাগো বেরুনীয়া আমি ॥
উদ্ধার করহ মাতা রাজকারাগারে।
উচিত বলিতে মাগো নাহিক আমারে ॥ (বঃ)

§ ধনে (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

¶ চকিতে চাহিলে মাতা যাই নিজপুর ॥ (বঃ)

** ছলে ধন দিয়া মাতা বধ অপরাধে। (অঃ , বঃ ; কাঃ)

†† ছায়া দিয়া রাখ নিজ চরণ-কমলে। (কাঃ; বঃ)

জয়ঙ্কারী তুমি জইয়া জয়পতাকিনী।
জনকনন্দীনী তুমি জিবের জিবনী ॥
জীবন উপায় ধনে জিবন হাকার।
জীবনের বীজ জিউ রক্ষ য়েকবার ॥ ৭ ॥ *
ঝোর ঝংকারেতে মাতা বধিতাঙ পস্থ।
ঝগড়াকে করে জিত্ব হেতু রাব বস্থ (?) ॥ †
ঝনঝনা সম মোরে হৈলা তব স্বন। ‡
ঝটিত করহ মাতা ঝগড়া নাসন ॥ ৮ ॥
টল টল করে প্রাণ জটে টানাটানী।
টঙ্কর সমান মোরে টানে নৃপমনী ॥ §
টংকারিয়া ধনু টানী বিন্ধ রাজদল। ¶
টলি তোর রাখ টুটাইয়া নৃপবল ॥ ৯ ॥ ||

---

* পাঠান্তর:—

জগতজননী মাতা জীবের জননী।
জন্ম-জরা-মৃত্যু-হরা জয়া কাত্যায়নী ॥
জটাজুটবতি ত্রিদশের শিরোমণি।
জীবের জীবন জনার্দ্দন-সহায়িনী ॥ (কাঃ ; বঃ)

† ঝকরাকে ধন দিলে আপনার বস্থ। (কাঃ)
ঝগড়া করিতে দিলে আপনার বস্থ। (বঃ)
ঝগড়া কেন বা দিলে আপনার বস্থ। (অঃ)

‡ ধন (অঃ ; বঃ ; কঃা)

§ টানাটানি করে চুলে ধরিয়া কোটাল।
টঙ্গ টাঙ্গি কেহ হানে কেহ করওাল ॥ (কাঃ ; বঃ)

¶ টাকরে কাহার আমি পাল্য পরাজই। (কাঃ)
টাটকারি করে পাইক নামে পরাজয়ী। (বঃ)
টিটকারে টাকরে পাইমু পরাজয়ী। (অঃ)

|| টঙ্কার দিয়া চাপে উর কৃপাময়ি। (কাঃ ; বঃ)

ঠগ নহি ঠাকুরাণী নহি ঠগ-স্থত।
ঠাকুর করিলা মোরে কৈলে ধনজুত॥
ঠন ঠন করিয়া রাজার ঠাটা বিন্ধে।
ঠাই দেহ ঠাকুরাণী চরণারবিন্দে॥ ১০॥
ডাকিনী হাকিনী তুমি ডম্বর-রূপিনী।
ডমুরু-মধ্যমা জাইয়া ডিণ্ডীম-বাদিনী॥
ডাকাতির শম হৈল ডাড়ুকা বন্ধন।
ডাক লোহিঁ দিবে কর ডাড়ুক খণ্ডন॥ ১১॥*
ঢঙ্গ সে ঢঙ্গতি নাহি অক্ষটিক জাতি।
ঢাঙ্গর না করি ঢঙ্গ বলে নরপতি॥
ঢোক নীঞা নাহি ঢঙ্গ তোমার প্রশাদে।
ঢাক ঢোল বাজায়্যা কলিঙ্গরাজা খেদে॥ ১২॥
ত্রৈলোক্যতারিনী ত্বরা তাপিনী তপনী।†
ত্রাণ-হেতু তুমি তোমা বিনে নাহিঁ জানী॥ ‡
তরীত তারহ মাতা তপীত তনয়।
ত্রাণ-হেতু তুমি তোমা বিনে অন্য নয়॥ ১৩॥
থর থর করে প্রাণ সহে মাতা বীর।
থরহরি আসি মাতা স্থাপ মোহাবীর॥
থাকীয়া রাজার স্থানে বাধা কর দূরে।
স্থীর করি পুন স্থাপ গুজরাট পুরে॥ ১৪॥
দুর্গা পরা দুর্গা হরা দিন-দইয়াবতি।
দুর্জ্জয়দানব-দণ্ডি দেবগণ-গতি॥

---

* ডাকা নাহি দিযে নহি ডাকাতের সাথী।
ডাঁড়ুকা চরণে কেন দুহাতে চাগাতি। (কাঃ ; বঃ)

† মাতা তপনতাপিনি। (কাঃ)

‡ ত্রিশক্তি-রূপিণী তুমি তরঙ্গ-নাশিনী॥ (কাঃ)
ত্রিগুণা ত্রিবীজা তাবা ত্রৈলোক্যতারিণী।
শক্তিরূপিণী তুমি তরঙ্গনাশিনী॥ (বঃ)

দুর্জ্জয়া দক্ষিণকালী দুরিত-নাশীনী।
দুখি দাসে দয়া কর দুঃখ-বিনাশীনী ॥ ১৫ ॥ *
ধিষণা ধারণাবতি বিরের ধারণা।†
ধারীনী ধাবিনী ধরাধরের নন্দনা ॥ ‡
ধরিয়া ধনের বাদে ধরাপতি বান্ধে।
ধন দিয়া বধ ধৃতি § বিনু অপরাধে ॥ ১৬ ॥
নিধি নিত্যা ¶ নারায়নী নগেন্দ্র-নন্দিনী।
নিশুম্ভনাশীনী নিলা নিল-পতাকীনী ॥
নিগম-নিগুঢ়া তুমি নিদ্রা নিসিথিনী।
নৃপতি-নিলয় হয় নিগড়-নাশীনী ॥ ১৭ ॥ ‖
প্রধান পুরুষ প্রজাপতি পুরন্দর।
পশুপতি পদ্মজোনী সেবে নিরন্তর ॥

---

* অতিরিক্ত :—

দূর কর দুর্গা মোর অকাল-মরণ।
দুর্জ্জয় নাশিয়া দুঃখ কর বিমোচন। (বঃ)

† ধেয়ানধাবিণী (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

‡ ধরিত্রী ধরণী ধরাধরের নন্দিনী। (বঃ)
ধরিত্রী ধারণা ধৃতি ধনের নন্দিনী। (অঃ)
ধরণী ধরিলে ব্রতধরের নন্দিনী। (কাঃ)

§ কৈলে (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

¶ নিধু-নিদ্রা (অঃ)
নমোনমো (বঃ)

‖ নিগূঢ় নিগমে বলে কুণ্ডলে বসতি।
নৃপতি-নিলয়ে ভয় ভাঙ্গ ভগবতী ॥
নন্দগোপসুত লয়ে রাখিলে গোকুল।
নৃপের সম্মুখে মাতা হও অনুকূল ॥ (বঃ)

পরম প্রকৃতি পরা পর পুরাতনী।
পসুঘাতি পাপমতি কি বলীতে জানি ॥ ১৮ ॥ *
ফার করি পশু বাণে ফান্দ পাতী বনে। †
ফল বেচি ফল খাই কিবা ফল ধনে ॥
ফণী-ফণামণি দিয়া ফের দিলা মোরে।
ফাফর হই গ ‡ ফুলরা পাছে মরে ॥ ১৯ ॥
বুদ্ধিরূপা. বন্দী-হরা শংশার-বন্দীনী।
বন্দীশালে হয় মাতা বন্ধন-হারীণি ॥
বন্ধে জিউ হৈলা জেন নলে জলবিন্দু।
বন্দি দূর কর মাতা যগতের বন্ধু ॥ ২০ ॥
ভয়ঙ্করা ভয়-হরা ভৈরব ভারতি।
ভবকরা ভবহরা ভীমা ভগবতি ॥
ভদ্রকালী ভূতমতি ভামরি ভীষণী §।
ভূপতি-ভবনে ভয় ভাঙ্গহ ভবানী ॥ ২১ ॥
মোহাকাইয়া মোহামাইয়া মস্তক-মালীনী।¶
মোহাকালী মোহাদেব-মণ্ডনকারিণী ॥

অতিরিক্ত :—

* প্রণত-বৎসলা তুমি পরম মঙ্গলা।
পাদপদ্মে দেহ স্থান সেবকবৎসলা ॥ (কাঃ ; বঃ ; অঃ)

† ফারক করিয়া দেহ ব্যাধের নন্দনে। (বঃ)

‡ ফেফাতুড়া খাইয়া (বঃ)

§ ভ্রমর-ভূষণী (অঃ ; বঃ)
ভ্রাতৃবিভীষণি (কাঃ)

¶ . পাঠান্তর :—
মৃগাঙ্কমুকুটমণি মস্তকমালিনী।
মহিষমর্দ্দিনী মধুকৈটভনাশিনী ॥
মহেশের অর্দ্ধতনু মরালগমনা।
মধুপুরে কৈলে মধুবংশের মাননা ॥ (কাঃ ; বঃ)

মারীলা মহীসা আদি মহেন্দ্র-মোহীতা।
মহিপাল-ভয় মোর দুর কর মাতা ॥ ২২ ॥
যজ্ঞযুশা যুগান্তরা * যজ্ঞবিনাসিনী।
যশোদা-নন্দীনী জইয়া যমুনা জামীনী ॥
যমের জাতনা হৈতে অধিক জাতনা।
যশ গাই যদি পুর আমার কামনা ॥ ২৩ ॥
রঙ্ক হৈয়া ছিলুঁ মাতা রঙ্কুবধে রত।
রত্ন দিয়া রঙ্গ রস করিলা বহুত ॥ †
রাজা শনে কৈল রণ রক্ষা নাঁহি আর।
রঙ্কিনী রক্ষিনী রমা রক্ষ য়েকবার ॥ ২৪ ॥
লুটি হৈলা ঘর লণ্ডভণ্ড হৈলা গারী।
লক্ষ কেহ নাহি লোক জথা মোর নারী ॥
লোলমতি লাপা আমী ‡ লম্পট পাতকী।
লোভে লক্ষ ধন লৈয়া লাভ কৈল কি ॥ ২৫ ॥
বলাইপূজিতা বলদেবের ভগিণী।
বসুদেবসুতা বিদ্যা নন্দের নন্দিনী ॥
বিশঙ্কটে কৈলা বসুদেবের উদ্ধার।
বিষ্ণু কোলে কৈলা বলে কালীন্দীর পার ॥ ২৬ ॥ §
শঙ্খিনী শূলীনী শিবা শর্ব্বরী শঙ্করি।
শিবানী শর্ব্বাণী শক্তি শুভা শাকম্ভরী ॥

মহামেঘ সমা মেরু-মন্দার-মন্দিরা।
মহামায়া মহাদেবী মাধবী ইন্দিরা ॥ (বঃ)

* যজ্ঞযোষা যুগন্ধরা (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

† রঙ্ক হয়্যা রয়্যাছিনু রঙ্ক ব্যাধবত।
রত্ন দিয়া রঙ্করস তুমি কৈলে হত ॥ (কাঃ)

‡ আমি অতি (কাঃ ; বঃ)

§ বৈবীভাবে কৃষ্ণে কৈলা কালিন্দীর পার। (কাঃ)
বশ হয়্যা কৃষ্ণে কৈলে কালিন্দীর পার। (বঃ)

শশীশিরোমণী শৈল শেখর-বাসিনী।
শরণদা শান্তীমূর্ত্তী উরহ আপনী ॥ ২৭ ॥
ষড়গুণধারীণী তুমি ষড়ঙ্গরূপীনী।
ষষ্ঠিরূপা ষোড়া ষড়াননের জননী ॥*
ষট নহি ষট বলি ষট রাজা মারে।
ষড়রষা ষড়বর্গধারীনী রক্ষ মোরে ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বশৃষ্ঠী সর্ব্বরক্ষ সর্ব্বসংহারীনী।
সতি সত্য সনাতনী সংসারশরণী ॥
সর্ব্বলোকে গায় তোমা সেবকবৎসলা।
সেবক তারিতে উর সর্ব্বসুমঙ্গলা ॥ ২৯ ॥
হরি হর হীরণ্যগর্ব্বের তুমি মূল।
হইয়া নন্দের সুতা রক্ষিলা গোকুল ॥
হিতাহীতহিন হৈল হর পাপচয়।
হৈমবতি আসি হেলে রক্ষ পাপাসয় ॥ ৩০ ॥ †
ক্ষুণীর ‡ হরিলা ভার দৈত্য করি ক্ষীণ।
ক্ষণেক আসীয়া ক্ষমি দোষ রক্ষ দিন ॥
ক্ষেমা ক্ষুধ্ব ভয় ক্ষোভ তোমার করণ।
ক্ষেণেকে রক্ষিতা তুমি ক্ষেণেকে নিধন ॥ ৩১ ॥
কালকেতু যেত যদি কৈলা স্তুতিবাণী।
ধ্যানেতে জানীলা মাতা হেমন্তনন্দিনী ॥
অবতরী কারাগারে আল্যা মোহামাইয়া।
করহ করুণামই শিবরামে দইয়া ॥

---

* ষড়াননমাতা ষড়রিপুনিবারিণী। (বঃ)

† হরজায়া হৈমবতী হেমন্তনন্দিনী।
হও অনুকূল মাতা হরের রমণী ॥ (কাঃ ; বঃ)

‡ ক্ষৌণীর (কাঃ ; অঃ ; বঃ)

কালকেতুর বন্ধন মোচন।

নাচাড়ি ॥

শ্রীরাগ ॥

অবতরি কারাগারে বন্ধন দেখিয়া বীরে
অভয়া হইলা লজ্জাবতি।
লোচনে গলয়ে নীর কালকেতু মোহাবীর
কৈলা তার চরণে প্রণতি ॥

কৈলা চণ্ডী বীরে আস্বাশন।
ধরি মাতা অবলিলা বুকের ঘুচাল্য সিলা
হুঁহুঁঙ্কারে খণ্ডাল্যা বন্ধন ॥
চাহিতে তোমার মুখ মনে লাগে বড় দুঃখ
দুঃখ পাল্যা দুরাদৃষ্ট দোসে।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিয়া তোমার পূজ
আরপীব গুজরাট দেশে ॥
স্থন পুত্র কালকেতু পস্থগণ-বধহেতু
আছিলা তোমার গুরূপাপ।
নাস গেলা য়েককালে রাজার বন্ধনশালে
মনে না গণিবে পরিতাপ ॥
খণ্ডীল বন্ধন-ক্লেশ প্রভাতে যাইব দেস
পিতা হৈয়া পাল্যা প্রজাগণ।
নিজহস্তে নরপতি ধরাব ধবল ছাতি
প্রশাদ করিবা নানাধন ॥
চণ্ডিকা বলেন জত নহে সে বীরের মত
পালাইতে চাহে ঘনে ঘন।
চণ্ডিকার স্থমঙ্গল শ্রবণে অনন্ত ফল
শ্রীমুকুন্দ করিলা রচন ॥

কলিঙ্গরাজার প্রতি চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ।

নাচাড়ি ॥

পয়ার ।।

কালকেতু বলে মাতা স্থন ভগবতি।
কাত ভাঙ্গী পলাইব দেহ অনুমতি ॥
কুলিতার ধনু দেহ তিন গোটা বাণ।
ধন লৈয়া তুমি মোর কর পরিত্রাণ ॥
বন্ধন ঘুচায়্যা তুমি চলিবে কৈলাস।
প্রভাতে উঠিয়া রাজা করিবে বিনাশ ॥
চণ্ডিকা বলেন আমী না জাব অগার।
যাবত না করে রাজা তোর পুরস্কার ॥
যেমন বলিয়া চণ্ডি করিলা গমন।
ডানী বামে দেখিলা অনেক বন্দীগণ ॥
কৃপাদৃষ্টে সভাকার খণ্ডাল্য বন্ধন।
দ্বারে বসীয়াছে জত পোতা পাক্যগণ ॥
উরক বিলক আদী কামান কৃপাণ।
সিঙ্গা কাড়া বাজে ঘন টমক নিশান ॥
কোপে আখিঠার চণ্ডী দিলা দানাগণে।
য়েক পোতামাঝীরে কিলায় তিনজনে ॥
লুট করি খাণ্ডা ডাণ্ডা লইলা বসন।
মূর্চ্ছীত হইয়া পড়ে পোতামাঝীগণ ॥
চণ্ডিকা চলিলা নরপতির বসতি।
চৌষট্টী যোগীনী সঙ্গে চামুণ্ডা-মুরতি ॥

গলে মুণ্ডমালা শোভে বিকট দশন।
ধরি কাতি কর্পর লোহীত বিলোচন॥
বিভিসিকা অনেক দেখাল্য নৃপবরে।
শপ্ন-কথা কহে চণ্ডী বসিয়া শিয়রে॥
রাজা বলি য়েত তুঞি কর অভিমান।
আমার সেবকে তুমি কর অল্পজ্ঞান॥
তোরে বধি মোহাবীরে ধরাইয়া ছাতা।
বিরের করাব দাসী তোমার বনিতা॥
অনেক শপন দেখাইলা মোহামাইয়া।
মোহাপাত্র দ্বিজের শিয়রে বসিয়া॥
রাম রাম শোঙরণে উঠে নরপতি।
পদ্মা সঙ্গে গগনে রহিলা ভগবতি॥
প্রভাতে করিয়া সভা রাজা দিলা বার।
সভে মিলী শপনের করেন বিচার॥
সভাগণ স্থনে রাজা কহেন শপন।
অভয়ামঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ॥

রাজার স্বপ্নবিবরণ।

নাচাড়ি। মল্লার।

আজি দেখিলাঙ নিসী ভীষণ শপন।
পরমায়ূ-বলে মোর রহিলা জীবন॥
দেখিল ভৈরবী ভীমা লোচনবিশালা।
করে কাতি কর্পর গলায় মুণ্ডমালা॥
হান হান করিয়া আমার ধরে কেশ।
চৌষট্টী যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেষ॥

আজানুলম্বিত পিঠে শোভে জটাভার।
শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে ভীষণ আকার ॥
পরিধান সভাকার লোহিত বসন।
বাকসানা ফুল জেন দুদিগে দশন ॥
বিভূতি ভূষণ শোভে সভাকার গায়।
চৌদিগে যোগীনীগণ নাচীয়া বেড়ায় ॥
গজ ঘোড়া কাটী পিয়ে রুধিরের পানা।
নাচয়ে অবনীতলে প্রেত ভূত দানা ॥
মড়ার আঁতড়ি কেহ করিয়া উত্তরি।
অঙ্গুলেতে আরোপীয়া কেশ-কুশাঙ্গুরী ॥
তিলক করয়ে দানা হাড়ের চন্ননে।
তর্পণ করয়ে নরকপাল-ভাজনে ॥
গর্দ্ধবে চাপায়্যা মোরে দেই উড়মাল।*
পশ্চাত ঢোলের বাদ্য বাজায় বিশাল ॥
পশ্ছাত যোগিনীগণ দেই তাড়াতাড়ি।
কেহ লাগি পায়্যা মোরে মারেক শাবাড়ি ॥†
গজপিঠে চাপে বীর ব্যাধের নন্দন।
শিরে ছত্র ধরে ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥
আসীশ করয়ে জত সুরমুনিগণ।
চৌদিগে শঙ্খের ধ্বনী মঙ্গল বাজন ॥
রাজার বচন সুনী বলে পাত্রগণ।
নর নহে কালকেতু ব্যাধের নন্দন ॥
তাঁর অপমানে চণ্ডিকে অপমান।
অম্বিকামঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ গান ॥

---

* দিয়া হাড়মাল (অঃ ; বঃ)
দেই ওড়ের মাল (কাঃ)

† মারে আসা বাড়ি (কাঃ)
রোষে মারে বাড়ি (অঃ ; বঃ)

পাত্র মিত্র সহ কলিঙ্গরাজার পরামর্শ।

নাচাড়ি ॥ গুজরী ॥ গান্ধারী ॥

রাজা কহে যে বাণী সভাগণ কহে সুনী
কোপে রাজা কৈলা অনুচীত।
আজুকার শেষ নিসী অমঙ্গল রাসী রাসী
শপন দেখিল বিপরীত ॥

অবধান কর নরপতি।
ঠক নাবোড়ের বোলে দেবির কিঙ্কর মাল্যে
য়েই হেতু শপনে দুর্গতি ॥
শপনে তোমার ভয় বীরের দেখিল জয়
পুরস্কার করিলা ভবানী।
শ্রেই কথা নৃপবর কহিতে করয়ে ডর
আর কিছু মনে নাহি গণি ॥
হেন বুঝি চণ্ডি ধন দিয়া কাটাইলা বন
বসাল্য অভয়া গুজরাট।
আহীড়ির * কিবা দোস কেনে তারে কৈলা রোশ
ভাড়ুদত্ত যেত করে নাট ॥
কোন ছার বনভূমি তার তরে রায় তুমি
অকারণে করহ আবেশ।
ছোড়ান করিয়া আনী কহিয়া মধুর বাণী
বীরে পাঠাইয়া দেহ দেশ ॥
গজ তুরঙ্গম দোলা শগল্লাত ঝারী থালা
বিভূষণ ভূষণ চন্দন।

---

* আখুটির (কাঃ ; বঃ ; অঃ)

বিরের করিয়া পূজা গুজরাটে কর রাজা
চণ্ডির সন্তোস হৌক মন ॥
য়েসব বচন জত সুনী রাজা জানী তত্ব
কারাগারে করিলা পয়াণ।
বিরের বন্ধন-ক্ষয় দেখি রাজা সবিস্ময়
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গান ॥

কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক কালকেতুর সম্মান।

নাচাড়ি।

রাজা দেখি কালকেতু করিলা উত্থান।
প্রণাম করিতে রাজা না দিলা বিধান ॥
ভাই ভাই বলী রাজা কৈলা আলীঙ্গন।
প্রেমকথা আলাপে বসীলা দুইজন ॥
রাজা বলে বীর ক্ষেম মোর অপরাধ।
চণ্ডির কিঙ্কর তুমি কর আশীর্ব্বাদ ॥
বন্দীঘর মোহাবীর মাগি লয় দান।
বসন ভূষণ দিয়া করিলা ছোড়ান ॥
অবণী লোটায়্যা জত পোতা পাক্যগণ।
নৃপতিরে কহিলা নিসীর বিবরণ ॥
অঙ্গদ বলয়া হার মুকুট চন্দনে।
পুরস্কার কৈলা দিয়া ব্যাধের নন্দনে ॥*
অভিসেখ করাইয়া বসাইলা খাটে।

---

* অতিরিক্ত—
গজ তুরঙ্গম রথ দিল ববদোলা।
চন্দনেব খুরি দিল ঝারি কণ্ঠমালা ॥ (বঃ)

আজি হৈতে কালকেতু রাজা গুজরাটে ॥
আনাইল নিকটে আছিলা ভূঞ্রাগণ।
বিধিমতে কর্ম্ম আদি বিবিধ বাজন॥
নিজহস্তে ভালে টিকা দিলা নরপতি।
যে আছিলা ভূঞা তারা ধরাইলা ছাতি॥
গজপিঠে চাপাইয়া দিলান বিদায়।
অনুব্রজে নরপতি পিছে পিছে জায়॥
পুরে প্রবেশীতে স্নুনে নারীর কান্দনা।
অনুমৃতা হৈতে কত চলিছে অঙ্গনা॥
পুরের ভীতরে বীর জিজ্ঞাসে বারতা।
বিরেরে গঞ্জিয়া নারীগণ কহে কথা॥
কালী জেই মৈল তোমা সনে করি রণ।
অনুমৃতা হৈতে জায় তার নারীগণ॥
কান ভরি স্নুন জত নারীর কান্দনা।
কলিঙ্গরাজার কত বধ কৈলা শেনা॥
লজ্জাতে লজ্জিত বীর হেট কৈলা মাথা।
য়েকভাবে শোঙরিলা হেমন্তদুহিতা॥
অভিপ্রায় তাহার বিচারী ভগবতি।
কহেন আকাশবানী মোহাবীর প্রতি॥
জিয়াইয়া দিব জত মৃত শেনাগণ।
কহিলা ভারতি নাঁহি শুনে অন্যজন॥
স্নুনী বীর অনুমৃতা কৈলা নিবারণ।
মরা জিয়াইব বলে ব্যাধের নন্দন॥
ভৃগুস্নুতে ভগবতি কৈলা শোঙরণ।
ভৃগুস্নুত আইলা যথা বীর কৈল রণ॥
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা তথাকারে জায়।
বীর সঙ্গে রণস্থলে বৈসে দণ্ডরায়॥
অভয়া ইত্যাদি।

মৃত সৈন্যগণের প্রাণদান।

নাচাড়ি। গুর্জ্জরী। শ্রী।

ধানসী।

উষণা কুশপানী চিন্তীয়া সঞ্জীবনী
মন্ত্রীত কৈলা কুশজল।
দিলান জার অঙ্গে করিয়া অঙ্গভঙ্গে
উঠিলা শেই মোহাবল॥
জলের পায়্যা বাস উলটে দেই পাষ
উষনা জল দিলা মাথে।
কাছীয়া বীর বান ডাকিয়া হানেহান
উঠিলা বীর খাণ্ডা হাথে॥
উঠিলা সেণাপতি ধরিয়া ঢাল কাতি
কচালে কেহ বিলোচন।
পদাতি উঠি কান্দে আছীলু কাঁচা নিন্দে
কে মোর নৈল শরাশন॥
* আনঞি কবন্ধ শীর পড়িছে কোন বীর
ছাড়িলা তার স্কন্ধ মুণ্ডে।
পাইয়া কুশজল উঠিলা দন্তাবল ।°
লোহার মুদ্গর স্তুণ্ডে॥

---

* আনিল কন্ধ শির সমরে মহাবীর
যুড়িলেন কন্ধ মুণ্ডে। (কাঃ)
আন হি কন্ধ শিরে পড়িল যেই বীরে
যুড়িল তার কন্ধ মুণ্ডে। (অঃ; বঃ)

। দন্তীবল (অঃ; বঃ) গজবল (কাঃ)

কাটীল ঘোড়া জত যুড়িলা শত শত
দৈত্য সে দানবের শীর।*
পাইয়া কুশনীরে পিশাচী উদ্গারে
সন্ধান পাইলা শরীর॥
রাজার খণ্ডি দৈন্য জিয়ায়্যা সর্ব্ব শৈন্য
উষনা চলিলা বিমানে।
মঙ্গল শৈন্যগতি তুহার ভয় স্থীতি
পাঁচালী শ্রীমুকুন্দ ভণে॥

গুজরাটে আনন্দোৎসব।

নাচাড়ি। শ্রীগৌরী।

ধন্য ধন্য বিরের চরিত্র।
মৃত শেণা প্রাণ পায় সানন্দীত দণ্ডরায়
সভাগণ পুলকে পুরীত॥
জিল জত শেণাগণ বীর সানন্দীত মন
নাচে রাজা শেণা লৈয়া রণে।

---

* অতিরিক্ত :—
আনহি কন্ধে আন শির।
শুক্রের কুশনীরে চেতন করে তারে
উঠিল হইয়া সুস্থির॥ (বঃ)
একের শুন কথা গৃধিনী খাইল মাথা
খাইল লোচন যুগল।
নতুন হল্য তার লোচন যুগ আর
কেবল মহৌষধি-বল॥
পিচাসিগণ যত গিলিল শত শত
যতেক সৈন্যের শির। (কাঃ)

শঙ্খ বিণা বেণী খোল সিঙ্গা কাড়া ঢাক ঢোল
বাজায় ডুন্দভী কোন জনে ॥
মন্দিরা ধরিয়া করে অতি সুমধুর স্বরে
গায়ণ মঙ্গল গায় গীত।
পবিত্র বসন পরি পুথি খুঙ্গি কাকে করি
হাথে কুশ নাচে পুরোহিত ॥
বিরের বিদায় দিয়া সঙ্গে সেনাগণ লৈয়া
জায় রাজা কলিঙ্গ নগরে।
গুজরাটে জত লোক খণ্ডিল সভার শোক
বিরেরে দেখিতে আগুশরে ॥
বীর করি শুভক্ষণ দিব্য দোলা আরোহণ
প্রবেশ করিলা নিজঘরে।
ফুলরা সম্ভ্রমে আসী পতির বদনশশী
দেখি ভাসে আনন্দ-শাগরে ॥
বুলন মণ্ডল আদি প্রজা আস্যে জথাবীধী
নানাধন দিয়া করে নতি।
নগর চত্বর হাটে নৃত্যগীত গুজুরাটে
সভার সুস্থীর হৈলা মতী ॥
দ্বিজ বীরে দেই দান (?) তার করে মান
চন্দন কুষুম অভিলাসে।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ভাঁড়ু আসী হেন কালে ভাষে ॥*

---

* দ্বিজে বীর দেয় দান সভার করিল মান
চন্দন কুসুম অধিবাসে।
ভাড়ু দত্ত হেন কালে আসিয়া মধুর বোলে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে ॥ (বঃ)

কালকেতুর প্রতি ভাড়ুদত্তের কপটবাক্য।

নাচাড়ি শ্রী।

ভেট লৈয়া কাঁচকলা শাক কচু আলু মূলা
ভাড়ুদত্ত করয়ে জোহার।
নোয়াইয়া বীরে মাথা কহে প্রবঞ্চন কথা
খুড়া দেখি খণ্ডিল আন্ধার॥

বচনেক কর অবধান।
নিবেদয়ে ভাড়ুদত্তে স্থন খুড়া য়েকচিত্তে
পাছেতে করিহ অপজান * ॥
আছিলা গো পথ † বেশে প্রকাশ করিলা দেশে
সন্ত্রাস করিলা নৃপমনী॥
টিকা দিয়া নৃপবরে ধরাইল ছত্র শীরে
ভূঞা রাজা মাঝে ‡ তোমা গণী।
কোথা বীর পাল্যা ধন ঘুষিত শকল জন
পরিবাদ ছিল লোক মাঝে।
প্রকাশ করিলা আমী বড় দুঃখ § পাল্যা তুমি
ক্ষাত হৈলা ভূপতি শমাঝে॥
জেই আপনার হয় শেই কভূ ভীন্ন নয়
আপনা জানীবে ভাড়ুদত্তে।
রাজার সভাতে বাণী আমি সে কহিতে জানী
ভাড়ুদত্ত বিদীত জগতে॥

---

* অপমান (কাঃ) অবজান (বঃ)

† গুপ্ত (কাঃ) গুপত (অঃ; বঃ)

‡ আগে (কাঃ)

§ সুখ (অঃ; বঃ; কাঃ)

জখন দুপর নীশী সম্ভাষীয়া পাষে বসী
অনেক বুঝাল্যা নরপতি।
ধরিয়া পাত্রের পায় মাগীয়া লইল দায়
খুড়ি সে জানেন মোর মতি ॥
খুড়া ! তুমি সে হইলা বন্দী আমী অনুক্ষণ কান্দী
বহু তব নাহি খায় ভাত।
দেখি খুড়া তুমি মুখ * সবে পাষরিলা দুঃখ
দশ দিক হৈলা অবদাত ॥
হইয়া লোকের চূড়া সিংহাশনে থাক খুড়া
আমারে আরোপী সর্ব্বভার।†
থাকহ পুরাণ স্থনা রাজা‡ জানে আমী জানী
নফরের রাখিবে বেভার ॥
ভাড়ুর বচনে রায় পাত্রের বদনে চায়
কোপে কম্পবান কলেবর।
উমাপদ-হীত চিত্য মুকুন্দ গাইলা গীত
প্রকাশে ব্রাহ্মণ মহীধর ॥

ভাড়ুদত্তের অপমান।

নাচাড়ি ॥ মল্লার। চৌপদী।

§ ভাড়ুদত্ত কপট প্রবন্ধ জত বলে।
স্থনী বীর কোপেতে অনল জেন জলে ॥

---

* দেখিয়া তোমার মুখ (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

† আমাকে বাজ্যের লাগে ভার। (বঃ)

‡ রাজা (অঃ ; বঃ) প্রজা (কাঃ)

§ অতিরিক্ত :— "ভাড়ু রে নিজ দোষে খোয়াল্যে আপনা।
বাড়ির রাজস্ব দিয়া করজ্যে ফাবক হয়্যা
ছাড় গুজরাটের বাসনা ॥

দেহ কম্প হৈলা তার কাঁপে শরাশন।
কম্পয়ূদ হৈলা তনু লোহীত লোচন॥
বলে বীর ছাড় ঠকা কপট চাতুরী।
কলিঙ্গ রাজারে বলে কি করিতে পারী॥

তোর বড় বাপ ছিল অকালে লুটায়্যা মৈল
লোকমুখে জগতে'বিদিত।
তোর বাপ কলিঙ্গে খ্যাত নাম তার হবিদত্ত
মুখ-দোষে শ্রবণবর্জ্জিত॥
যখন আছিল পূর্ব্বে মাগু পোয়ে অন্নাভাবে
অকালে কুড়ায়্যা খাইল হাটে।
জগতে নাহিক জ্ঞাতি কুলের নাহিক স্থিতি
কায়স্থ বলাসি গুজরাটে॥
হয়্যা তুই রাজপুত বলাসি কায়স্থসুত
নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ।
সেবকের যোগ্য নও কুটুম্ব করিয়া কও
কুলের মহিমা কৈলি নাশ॥
খুড়া, আমি হই নীচজাতি তাহে তোমার কিবা ক্ষতি
ধনগর্ব্বে বল তুরক্ষব।
শিয়রে কলিঙ্গ-রায় গোহারি করিব তায়
খাবিজ করিব বাড়ী ঘর॥
খুড়া, কাহে বা ছাড়িব ঘরবাড়ি।
তোমা সনে নাহি দায় মসাতে যতেক হয়
সদবে গণিয়া দিব কড়ি॥
শুনিয়া ভাঁড়ুর বোল কালকেতু উত্তরোল
কোপে বলে ব্যাধের নন্দন।
মুণ্ডায়্যা ভাঁড়ুর মুণ্ড অভক্ষে পূরিয়া তুণ্ড
দুই গালে দেহ কালি চুণ॥
নাপিত নিকটে ছিল বীরের ইঙ্গিত পাইল
করে ধর্যা ভাঁড়ুরে বৈসায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
হৈমবতী যাহার সহায়॥ (অঃ ; বঃ)

কহিতে জানহ ঠকা কপট প্রবন্ধ।
হৃদয়ে পুরিত বিষ মুখে মকরন্দ ॥
কলিঙ্গ রাজার সনে করাইলি দ্বন্দ্ব।
মিথ্যা কথা কয়্যা ভাণ্ডু পাত মহাধন্দ ॥
ইবে সে জানীল তুমি ঠক ভাড়ুদত্ত।
আপনে সে কৈলা নাশ আপন মহত্ব ॥
ইণাম বাড়িতে তোলা ঘরে কর ঘর।
ঋণ বাড়ি লহ নাহি দেহ কলন্তর * ॥
যখন বলালে তুমি রাজার নফর।
গৌরব রাখিয়া দেহ তিন সন কর ॥
নগরিয়া মিলী তোরা মার বেড়াবাড়ি।
জাবদ না দেই ঠকা তিন সন কড়ি ॥
হরিয়া নাপীতে বীর দেই আঁখি-ঠার।
ভণীর সন্তাপে খুর আনে বোড়াধার ॥ †
সভায় ‡ গ হুকুম পায় নাপীতের সুত।
ভাড়ুর ভিজায় মাথা দিয়া ঘোড়ামূত ॥
আনাত § থাকীতে পদতলে ঘষে খুর।
দেখিয়া ভাড়ুর প্রাণ করে দূর দূর ॥
দূরে থাকি শুনিয়ে খুরের চড়বড়ি।
নাকমুণ্ডে হর‍্যা ¶ তার উপাড়য়ে দাড়ি ॥
বসন ভিজিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
বলে ভাড়ুদত্ত খুড়া ক্ষেম একবার ॥
ঠাই ঠাই অন্তর মাথায় রাখে চুলি।
নগরিয়া আনি ‖ মুখে দেই চুণকালী ॥

---

* ক্ষর (অঃ ; বঃ ; কাঃ)
† ভন্যের সন্তাপে খুব আনে মুড়াধাব। (কাঃ)
মনের সন্তোষে আনে ক্ষুর ভোথা ধার। (অঃ ; বঃ)
‡ দড়ায়্যা (অঃ ; বঃ ; কাঃ)
§ চামটি (বঃ)
¶ ধরি (অঃ ; বঃ ; কাঃ)
‖ আস্যো (কাঃ) মিলি (বঃ)

মালাকার আনি * দেই গলে ওড়মাল।
টিটকারী † দেই যত নগর‍্যা ছাওয়াল॥
পুরের কোটাল আনি শিরে ঢালে ঘোল।
পিছে ভাণ্ডুর বাজায় কেহ ঢোল॥
পুরের বাহির করে মারি বেড়াবাড়ি ‡।
কালী হাড়ি § ফেলি মারে কোণের বহুড়ী॥
ভাণ্ডুর লাঘবে বীর দুঃখ ভাবি বড়ি।
কৃপা করি পুনর্ব্বার দিলা ঘর বাড়ি॥
নূতন মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে।
ঠক নাবড় এই গীত কর্ণ পাতি শুনে॥
হরি হরি বল হে সকল বন্ধুজন।
রাম-কৃষ্ণ নারায়ণ-ভক্ত অনুক্ষন॥

কালকেতুর শাপান্ত।

গুজরাটে কালকেতু খ্যাতি হৈল রাজা।
যত ভূঁঞা রাজা মিলি সভে করে পূজা॥
কোন জন নাহি তারে করিতে সমর।
পরাজয় পায়্যা অন্য রাজা দেই কর॥
হেন মতে রাজত্ব করেন চিরকাল।
অবনীমণ্ডলে সুখ বাড়িলা বিশাল॥
পুষ্পকেতু নামে পুত্র হৈল মহাবল।
নানা বিদ্যা ধিরমতি যেন বৃহন্নল॥
বিহান বৈকালে রাজা শুনেন পুরাণ।
কৃষ্ণের করয়ে পূজা হয়্যা সাবধান॥

---

* আসি (কাঃ)   † হাততালি (বঃ)
‡ মাবিয়া চাবাড়ি (বঃ)   § ছড়া-হাঁড়ি (বঃ)

পরিপূর্ণ হৈল তার অভিশাপ-কাল।
ইন্দ্রের হৃদয়ে শোক বাড়িল বিশাল॥
কৃতাঞ্জলী পুরন্দর করে নিবেদন।
পাবক প্রভৃতি আদি শুনে দেবগণ॥
অভয়ামঙ্গল কহে শ্রীকবিকঙ্কণ।
যেই শুনে ভণে তার পূর্ণ হয় মন॥

নীলাম্বরের জন্য ইন্দ্রের শোক।

চরণে ধরিয়া হরে ইন্দ্র নিবেদন করে
নীলাম্বরে হও কৃপাময়।
অভিশাপ-কাল গেল মুকতি-সময় হৈল
সুত মোর না আল্য নিলয়॥
দুঃখমতি পুলোমজা কোলে তার নাহি প্রজা
কত নিত্য শুনিব কান্দনা।
না দেখিয়া নীলাম্বর শোকে হৈলুঁ জরজর
তুমি না ছাড়িলে বিড়ম্বনা॥
বালকের লঘু দোষ কৈলে তারে গুরু রোষ
শাঁপ দিলে হয়্যা নিদারুণ।
আপন সেবক জনে আন নিজ নিকেতনে
নীলাম্বরে হও সকরুণ॥
শুন দেবশিরোমনি অবিরত মনে গনি
কবে মোর আসিবে কুমার।
না আনিলা নিজ কাছে আর কিবা দোষ আছে
মিথ্যা হৈল বচন তোমার॥
শূন্য মোর সুরলোক অনুদিনা বাড়ে শোক
ঘর বন নীলাম্বর বিনে।
আন্ধার ঘরের বাতি কোথা বধূ ছায়াবতী
কোথা গেলা পাব দরশনে॥

ইন্দ্রের বচন শুনি প্রবেশিলা শূলপাণি
পার্ব্বতীরে বলিলা বচন।
যাহ প্রিয়ে গুজরাট নীলাম্বর আন ঝাট
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

কালকেতুর প্রতি স্বপ্নাদেশ।

শঙ্করে করিয়া নতি অবিলম্বে ভগবতী
পদ্মা সনে গুজরাটে যান।
বসি দুঁহে নিশি-শেষে বীরের শিয়র-দেশে
কহিলান বীরে দিব্য জ্ঞান ॥

স্বপ্ন কহেন মহামায়া।
শুন পুত্র নিলাম্বর অবিলম্বে চল ঘর
সঙ্গে লহ ছায়াবতী জায়া ॥
ণাম তোর * ণিলাম্বর পিতা তোর পুরন্দর
পুলমজা তোমার জননী।
ব্যাধ-কুলে উতপতি সাঁপে গুজরাটে স্থিতী
ঝাট চল ছাড়িয়া অবনী ॥
বাপ দেবতার রাজা করিত শিবের পূজা
ফুল যোগাইত ণিলাম্বর।
দেখি ধর্ম্মকেতু ব্যাধ ব্যাধ হৈতে গেলা সাধ
য়েই হেতু মরত ভীতর ॥
হয়্যা অতি শমাকুল সম্ভ্রমে তুলিলা ফুল
দারুপিপিলিকা † ছিলা তথি।

---

* না ম্মোঙর (বঃ) † শ্রীফল-কণ্টক (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

শিবের মস্তক কাটে * শিব তোরে মন টুটে
শাঁপে গুজুরাটে অবস্থিতী ॥
ছাড়িলা অমর লোক মাতা তোর করে শোক
মৃত-সুত যেমন কুররী † ।
কেবল তোমার মোহে নয়নে নীর বহে
দুঃখে জায় দিন বিভাবরী ॥
কেবল চণ্ডির বর তুই হৈলা জাতিস্মর
মাতাপিতা ‡ তোর শোকে কান্দে ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালী প্রবন্ধে ॥

নাচাড়ি । শ্রী ॥

পুষ্পকেতুকে রাজ্য সমর্পণ।

স্বপ্ন দেখি উঠে বীর হৈয়া সাবধান ।
প্রভাতের কর্ম্ম করি কৈলা স্নান দান ॥
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে অভরণ পরি ।
মোহাবীর মনে হৃিষ্ট পূজে মহেশ্বরী ॥
পুষ্পকেতু রাজা হৈলা পড়িলা ঘোষণা ।
নৃত্যগীত আদী ঘরে ঘরে সুবাজনা ॥
সুতে রাজ্য দিব বীর মনে অভিলাস ।
শুভক্ষণে করাইলা গন্ধ অধিবাস ॥

---

* ফুটে (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

† যেন রহে নারী । (কাঃ)

‡ সোঙরিয়া (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

আপণে আইলা তথা কলিঙ্গ ভূপতি।
মোহাপাত্র পুরোহিত করিয়া সংহতি ॥
দুত দিয়া আনাইলা জত ভূঞা রাজা।
য়েকে য়েকে বীর সভাকারে কৈলা পূজা ॥
আপনে কলিঙ্গ রাজা টিকা দিলা ভালে।
সর্ব্বরাজা ছাতা ধরাইলা শুভকালে ॥
হেন কালে মোহাবীর বলেন প্রণতি।
সভাকারে শমর্পিলা আপন সন্তুতি ॥
রাজাগণ মিলী তথা জোড় কৈলা কর।
আশীর্ব্বাদ কর তুমি চণ্ডীর কিঙ্কর ॥
স্বর্গ জাব মোহাবীর দিলান ঘোষণা।
সুনী গুজরাটপুরে উঠিল কান্দনা ॥
হয় জুড়ি মাতুলী আণীলা পুষ্পজান।
তথি চড়ে মোহাবীর দ্বিজে দিয়া দান ॥
বামভাগে রথে বৈসে ফুলরা সুন্দরী।
মোহন-মূরতি বামা রূপে বিদ্যাধরী ॥
পদ্মাবতি সঙ্গে চণ্ডি আগে জান রথে।
সিংহজানে * নমস্কার কৈলা তার পথে ॥

অভয়া ইত্যাদি ॥

নাচাড়ি। শ্রী।

---

* সিদ্ধগণে (বঃ)

নীলাম্বরের স্বর্গারোহণ।

পুষ্পক * বিমানে চাপী হৈলা বীর দেবরূপী
লুকাইলা মানুশ-মুরতি।
ভূমে থুয়্যা কির্ত্তী শেষ নিলাম্বর জায় দেশ
সঙ্গে [লয়্যা] ছায়া রূপবতি॥
বায়ুবেগে রথ ধায় উভমুখে লোক চায়
পুষ্পকেতু উভরায় কান্দে।
নগরে পুরুষ নারী কান্দে বুকে ঘাত মারী
কেশপাষ কেহ নাহি বান্ধে॥
জায় বীর জম-পথে মাতুলী সারথি সাথে
জিজ্ঞাসেন মায়ের বারতা।
তৃদশগণের নাথ কেমন আছয়ে তাত
কহ মোরে সুমঙ্গল কথা॥
অন্য জত দেবগণ কহ তার বিবরণ
কহ সুরপুরের কল্যাণ।
কেবা দেবতার রাজা কে করে শিবের পূজা
কোন দেব কুসুম যোগান॥
মাতুলী কহেন কথা কল্যাণে † আছয়ে মাতা
কল্যাণে ‡ আছয়ে পুরন্দর।
প্রাণে [আছে] সভে ভাল তোমা দেখি হব আল
ইবে ফুল জোগান প্রবর॥

---

* চম্পক (কাঃ)
† কুশলে (কাঃ ; বঃ)
‡ কুশলে (অঃ)

ঘরের কথায় মতি রথ চলে লঘুগতি
উত্তরিলা মন্দাকিনী-তীরে।
চণ্ডির আদেশ পায়্যা সঙ্গে ছাইয়াবতি জাইয়া
স্নানদান কৈলা তার শিরে॥
স্নান করি শিলাম্বর ধরে পূর্ব্ব কলেবর
নাটুয়া ফিরায় জেন বেষ।
দম্পতি বিমানে চড়ে বিমান অন্তীক্ষে উড়ে
আগুয়ান আইলা সুরেশ॥*
আস্যা † অগ্নি দণ্ডধর জলাধিপ নিশাকর
ঈশান কুবের শমিরণ।
শিরে দিয়া দুর্ব্বাধান নিছিয়া পেলিলা পাণ
ব্যবহার কৈলা নানাধন॥
দুর্ব্বা সোভে মীলা মুনী ‡ ব্রহ্মপুত্র বিণাপাণী
বসিষ্ঠ অঙ্গিরা পরাশর।
কুষাম্বু করিয়া দান উচ্চস্বরে বেদ গান
অভিসেক লয় § শিলাম্বর॥
অশেষ-দুরিত-খণ্ডী শিলাম্বরে লৈয়া চণ্ডী
চলিলা শিবের সন্নিধান।
কৃপা দৃষ্টে শিব চান শিলাম্বর দিলা পান
পুনর্ব্বার কুসুম যোগান॥

মহামিশ্র ইত্যাদি॥

নাচাড়ি।

---

* অবিলম্বে করিল প্রবেশ (বঃ)

† ইন্দ্র (অঃ ; বঃ ; কাঃ)

‡ আইলা দুর্ব্বাসা মুনি (বঃ)

§ করে (বঃ)

পুত্রের বারতা পায়্যা আইলা ইন্দ্রাণী।
নৃত্যগীত উলশীত নানা বাদ্যধ্বনী ॥ *
জতেক মাঙ্গল্য বস্তু স্থাপে স্থানে স্থানে।
পুত্রবধু উর্থীয়া লইলা নিকেতনে † ॥
শতি পুরন্দর অতি উলশীত মন।
নয়নের জলে পুত্রে করিলা সিঞ্চন ॥
দেব ঋষি সিদ্ধা গণে দেই নানা ধন।
সানন্দে পূর্নীত হৈলা ইন্দ্রের ভবন ॥
কামনা করিয়া জেবা স্নুনে য়েই গীত।
পূর্ণ কর মোহামাইয়া তার মননীত ॥
জার গৃহে হয় য়েই ব্রতের প্রকাশ।
সর্ব্বাপদ খণ্ডে অন্তে হয় স্বর্গবাস ॥
নিলাম্বর হৈতে হৈলা ব্রতের প্রকাশ।
সাঙ্গ হৈলা বিরের পূজার ইতিহাস ॥
স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে দেবি কৈলা মতি।
ডাকিয়া আনিলা রত্নমালা রূপবতি ॥‡
তাণ্ডব করিতে তারে দিলা নিমন্ত্রণ।
শিবের সভাতে নৃত্য দেখে দেবগণ ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতি।
নায়ক-বাসনা পূর্ণ কর ভগবতি ॥

নাচাড়ি।

আক্ষটি উপাখ্যান সমাপ্ত।
শুক্রবার দিবাপালা সমাপ্ত ॥

---

* ডম্ফ থমক আর বাজে বীণা বেণী। (বঃ)

† পুত্রবধূ নিছিয়া ফেলিল শচী পাণ। (কাঃ ; বঃ)

‡ পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা যুকতি ॥
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা শশিমুখী।
পরম রূপসী কন্যা ইন্দ্রের নর্ত্তকী ॥